উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

১৬ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 1January 2025 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 223

A quality product from
PAN BAHAR
সকল বাহুবলীকে নববর্ষের
2025
আন্তরিক শুভেচ্ছা
Baahubali
PAN MASALA
NO TOBACCO NICOTINE
CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH. NOT FOR MINORS

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৭৮,১৩৯.০১ (-১০৯.১২)
নিফটি : ২৩,৬৪৪.৮০ (-০.১০)

মণিপুরে ক্ষমা চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী
অবশেষে বছরের শেষদিন জনতার কাছে ক্ষমা চাইলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিং। তিনি বলেছেন, 'প্রচুর মানুষ বাড়ির বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছে। খুব খারাপ লাগছে।' » ১০

প্রতিটি গ্রামে একটি করে মডেল স্কুল
উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে মডেল স্কুল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'জ্ঞানালয়'। » ৩

মালদা		বালুরঘাট		রায়গঞ্জ		শিলিগুড়ি	
২২ সর্বোচ্চ	১১ সর্বনিম্ন	২২ সর্বোচ্চ	১০ সর্বনিম্ন	২৩ সর্বোচ্চ	১৩ সর্বনিম্ন	২৫ সর্বোচ্চ	১৫ সর্বনিম্ন

বুমরাহর তুলনা ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে » ১৩

১৬ পৌষ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 1 January 2025 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 223

হে নূতন, তোমায় স্বাগত।। *মঙ্গলবার বালুরঘাটের মোস্তফাপুরে চার্চের সামনে নতুন প্রজন্ম। - মাজিদুর সরদার*

অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশে ভারসাম্য আনার চেষ্টা

উত্তরে মজুত যুদ্ধাস্ত্র

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি করিডর লাগোয়া উত্তরবঙ্গ, নিম্ন অসম, বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটানের একটা অংশে যুদ্ধাস্ত্র মজুত করছে জঙ্গিরা। চিন থেকে সেইসব যুদ্ধাস্ত্র মায়ানমার হয়ে ঢুকছে ভারতে। তারপর বিভিন্ন রুট ধরে সেগুলি পৌঁছে যাচ্ছে জঙ্গিদের ডেরাতে। আইইডি থেকে ডিটোনেটর বা একে সিরিজের রাইফেল থেকে অত্যাধুনিক গ্রেনেড- অস্ত্রভাণ্ডারে মজুত হচ্ছে সবই। যেভাবে অস্ত্র মজুত করছে জঙ্গিরা তাতে চিন্তা বাড়ছে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির।

জঙ্গিদের হাতে যাতে অস্ত্র না পৌঁছায় তার জন্য উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পুলিশ ছাড়াও ভারতীয় সেনা, কোস্ট গার্ড, সিআরপিএফ, এনআইএ একযোগে কাজ শুরু করেছে। শেষ ছয় মাসে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে গ্রেপ্তার হয়েছে একশোজনেরও বেশি জঙ্গি। মোস্ট ওয়ান্টেড কুড়িজন জঙ্গি নিরাপত্তা এজেন্সির হাতে ধরা পড়েছে। অস্ত্র পাচার করতে গিয়ে সেনার হাতে ধরা পড়েছে পঞ্চাশজনেরও বেশি লিংকম্যান। তাদের বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে চিকেন নেকের কাছাকাছি অস্ত্র মজুতের চাঞ্চল্যকর নানা তথ্য, ম্যাপ পেয়েছেন নিরাপত্তা আধিকারিকরা। আসাম রাইফেলসের এক আধিকারিকের কথা, 'এটা ঠিক যে অস্ত্র ঢুকছে। তবে কড়া পদক্ষেপও হচ্ছে। নজরদারিতেও অত্যাধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।'

বাংলাদেশ জঙ্গিদের মুক্তাঞ্চল হতেই শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক লাগোয়া এলাকায় সম্প্রতি অতিসক্রিয় হয়েছে পনেরোটিরও বেশি জঙ্গিগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে সবথেকে *এরপর আটের পাতায়*

ঘোষণাপত্রের বদলে 'মার্চ ফর ইউনিটি'

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : সংবিধান বাতিল, আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়ে ঢাকার শহিদ মিনার চত্বরে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছিল ছাত্র-জনতা। ছাত্র নেতা সার্জিস আলম ও হাসনত আবদুল্লা জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবারের সভায় 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' জারি করা হবে। এদিন সেই পূর্ব ঘোষিত সভা হলেও জারি করা হয়নি ঘোষণাপত্র।

সোমবার রাতেই অবশ্য ঘোষণাপত্র জারি না করার কথা জানিয়ে দেন ছাত্র নেতারা। পরিবর্তে 'মার্চ ফর ইউনিটি' কর্মসূচি পালনের কথা জানান। সেই মতো এদিন সকাল থেকে শহিদ মিনার এলাকায় জড়ো হতে থাকেন পড়ুয়াদের একাংশ। ঢাকার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে সভায় যোগ দিতে আসেন। দুপুর পর্যন্ত বেশ কয়েক হাজার মানুষের জমায়েত হয় সভাস্থলে। তবে আয়োজকদের দাবি অনুযায়ী, যোগদানকারীর সংখ্যা আড়াই লাখের ধারে-কাছে ছিল না।

ঢাকায় দিনভর

- আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার ডাক দিয়ে ঢাকার শহিদ মিনার চত্বরে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছিল ছাত্র-জনতা
- ছাত্র নেতা সার্জিস আলম ও হাসনত আবদুল্লা জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবারের সভায় 'জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' জারি করা হবে
- সকাল থেকে শহিদ মিনার এলাকায় জড়ো হতে থাকেন পড়ুয়াদের একাংশ। ছাত্রছাত্রীরা মিছিল করে সভায় যোগ দিতে আসেন
- এদিনের কর্মসূচি জামায়াতে ও হেপাজতের সঙ্গে বাকি রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। অস্বস্তিতে পড়েছে সরকারপক্ষ

সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে ছাত্র নেতারা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামি লিগ সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও সংবিধান বাতিল নিয়ে কোনও শব্দ খরচ করেননি। পর্যবেক্ষকদের মতে, অন্তর্বর্তী সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলির চাপে নিজেদের অবস্থান থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন ছাত্র নেতারা। এদিনের কর্মসূচি জামাত ও হেপাজতের সঙ্গে বাকি রাজনৈতিক দলগুলির বিরোধও প্রকাশ্যে এনে দিয়েছে। অস্বস্তিতে পড়েছে সরকার পক্ষ। কারণ, বর্তমান সংবিধান বাতিল হলে অনির্বাচিত সরকারের অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সব দল ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটি ঘোষণাপত্র জারি করার কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেন, 'গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন *এরপর আটের পাতায়*

জয়নগর দিয়ে ঢুকছে জঙ্গিরা

অস্থির বাংলাদেশ

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : প্রথমে সন্দেহ করা হয়েছিল জঙ্গি অনুপ্রবেশের করিডোর দক্ষিণ দিনাজপুরের সীমান্ত। কিন্তু মঙ্গলবার বিএসএফের আধিকারিক, ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ ও বিভিন্ন কোম্পানির কমান্ডান্টরা দফায় দফায় বৈঠক করেন রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অবস্থিত সীমান্তরক্ষীর সদর দপ্তরে।

> উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্তকে করিডর করে কিছু জঙ্গি ঢোকার চেষ্টা করছে। সীমান্তে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
>
> **সূর্যকান্ত শর্মা,** আইজি, বিএসএফ (উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার)

ওই বৈঠক থেকে উঠে আসেছে এক ভয়াবহ তথ্য। পালটে যায় সেই সন্দেহ। বৈঠক শেষে বিএসএফ কর্তাদের স্বীকারোক্তি, হেমতাবাদ থানার জয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিওপি দিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ঘটছে।

বৈঠক শেষে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএসএফের এক গোয়েন্দাকর্তা জানিয়েছেন, জেএমবি সংগঠনের আড়ালে নতুন একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে। বলা যায় জেএমবির জমিতে বেড়ে উঠছে এবিটি। এবিটির লক্ষ্য নাশকতা ঘটানো। দিনকয়েক আগে অসম থেকে যে জঙ্গিরা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক। তারা বাংলাদেশ থেকে যে ভারতে প্রবেশ করেছে সেই ঠিকানা পেয়ে গিয়েছে গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তারা। *এরপর আটের পাতায়*

2025

নববর্ষের উপহার

ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিন উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহার। ২০২৫ সালের একটি দেওয়াল ক্যালেন্ডার সংবাদপত্রের সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আজ পত্রিকা বিক্রেতার কাছ থেকে কাগজের সঙ্গে ক্যালেন্ডারটি চেয়ে নিতে ভুলবেন না। -প্রকাশক

ইংরেজি নববর্ষে
উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্সি, পত্রিকা বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

গোয়েন্দাদের কথায়

- পশ্চিমবঙ্গে সক্রিয় প্রায় ৫০টিরও বেশি স্লিপার সেল। পুরো দমে কাজ করছে তাদের নেটওয়ার্ক
- উত্তরবঙ্গ, অসম হয়ে আসছে বাংলাদেশের জঙ্গি নেতারা। আইইডি অর্থাৎ ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস তৈরির কাজ চলছে এই সমস্ত স্লিপার সেলের মাধ্যমে
- হেমতাবাদ থানার জয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিওপি দিয়ে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ ঘটছে

জীবিত বাবা, জেঠু এবং কাকুকে 'মৃত' বানাল তরুণ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩১ ডিসেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুরবাসী প্রত্যক্ষ করল এক গুণধর ছেলের কীর্তি। জীবিত বাবা, জেঠু এবং কাকুকে মৃত বানিয়ে জালিয়াতি করে ডেথ সার্টিফিকেট জোগার করে দেড় বিঘা জমির মালিকানা নিজের নামে করে মোটা টাকায় বিক্রির চেষ্টা করলেন ওই গুণধর ছেলে। এই কাজে আবার শাসকদলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নামও জড়িয়ে গিয়েছে। সেই পঞ্চায়েত সদস্য আবার অন্য বুথের। শুনানির সময় ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক হাতেনাতে ধরলেন এই জালিয়াতি। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করা হয় জমির মালিকানার আবেদনপত্র। এই নিয়ে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন ভূমি সংস্কার আধিকারিক।

হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকার বাসিন্দা পীযূষকান্তি রায়, তুষাকান্তি রায় এবং শিশিরকান্তি রায়। যাঁরা সম্পর্কে দাদাভাই এবং প্রত্যেকেই

কোটি টাকার জমি হাতানোর পর্দা ফাঁস

বেঁচে রয়েছেন। এই তিনজনের মালিকানায় রয়েছে দেড় বিঘা জমি। যে জমির বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় কোটি টাকা। তুষারকান্তি রায়ের গুণধর ছেলে তুহিনকান্তি রায়। তিনি জীবিত বাবা, কাকা, জেঠুকে মৃত বানিয়ে জালিয়াতি করে ডেথ সার্টিফিকেট বের করে নেন। সেই সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যার। যদিও তুহিনকান্তি রায় যে বুথের বাসিন্দা সেই বুথের সদস্য নন এই অভিযুক্ত তৃণমূল সদস্য। তারপরও তিনি কীভাবে সই করলেন উঠছে প্রশ্ন? আবার পঞ্চায়েত প্রধানকে ভুল বুঝিয়ে তিনি সেই সার্টিফিকেটে সই করান।

জমি বিক্রির জন্য ভূমি সংস্কার দপ্তরে ওয়ারিস সার্টিফিকেট ইস্যু করার পর শুনানির সময় পর্দা ফাঁস হয়। ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্যের কাছে ধরা পড়ে যায় জালিয়াতি। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য *এরপর আটের পাতায়*

চাকা সরিয়ে মহিলাকে উদ্ধার

কোর্ট চত্বরে সরকারি গাড়ির ধাক্কায় জখম ৬

গাড়ি ঘিরে ভাঙচুর উত্তেজিত জনতার। মঙ্গলবার মালদায়।

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩১ ডিসেম্বর : ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর ১টা। জেলা প্রশাসনিক ভবন ও আদালত চত্বর রোজকার চেনা ভিড়ে গমগম করছে। আচমকাই সরকারি বোর্ড লাগানো গাড়ি বেপরোয়া গতিতে পিষে দেয় কয়েকজনকে। মুহূর্তের মধ্যে শর্টসার্কিটের জেরে গাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। পুরুষ ও মহিলার চিৎকারে মিনিটের মধ্যে হাজারের মতো মানুষ জমা হয়। ঘাতক গাড়ির চাকা সরিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করেন ক্ষুব্ধ জনতা। আহতদের মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর ওই সরকারি গাড়ি ঘিরে ক্ষোভ উগড়ে দেন ক্ষুব্ধ জনতা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, দুপুর একটা নাগাদ পিডব্লিউডি (ইলেক্ট্রিক্যাল) বোর্ড লাগানো একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে এসে বেশ কয়েকজনকে ধাক্কা মেরে একটি দোকানে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় গাড়িতে শর্টসার্কিট হয়ে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে। বিস্ফোরণের আতঙ্কে প্রথমে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকেন স্থানীয় লোকজন। আহতদের মেডিকেলে পাঠানোর পাশাপাশি গাড়ির তলায় এক মহিলাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হঠাৎ দেখতে পান প্রত্যক্ষদর্শীরা। কোনওমতে ঘাতক গাড়িটিকে সরিয়ে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়। এরপরেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে সরকারি গাড়ি ঘিরে। চালককে আটক করে রেখে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক গাড়ির চালককে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

ঘটনার খবর পেয়ে মালদা মেডিকেলে ছুটে যান জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন, 'দুর্ঘটনায় মোট ৬ জন আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুটি বাচ্চা, একজন পুরুষ ও মহিলা মোটামুটি সুস্থ রয়েছেন। আহত এক মহিলা ও পুরুষের আঘাত গুরুতর রয়েছে। গাড়ির চালককে ইতিমধ্যে আটক করা হয়েছে। পুরো বিষয়টা আমরা খতিয়ে দেখছি।'

দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনওমতে রক্ষা পেয়েছেন কৌশিক ঘোষ। তাঁর চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। 'চা খেতে এসেছিলাম তিনি। হঠাৎ একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে কয়েকজনকে ধাক্কা মারার পর দোকানে ধাক্কা মারে। আমি কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচেছি। চারজনকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।'

প্রত্যক্ষদর্শী অরূপ গোস্বামীর মত, 'আমরা এখানে বসে কাজ করি। দুর্ঘটনার *এরপর আটের পাতায়*

মালদা ছুঁয়ে যাবে মদনমোহন এক্সপ্রেস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরে উত্তরবঙ্গ পাচ্ছে নতুন ট্রেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের একটি প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে এমনই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর এতেই মিটতে পারে কলকাতা যাওয়ার জন্য নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে বেশি রাতে ট্রেনের দাবিও। সীমান্ত রেলের ওই প্রস্তাবটি বাস্তবের মুখ দেখা শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুধু তাই নয়, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর যাওয়ার বা সেখান থেকে ফিরে আসার সরাসরি ট্রেনও মিলবে। কেননা, ট্রেনটি নসিপুর সেতুর উপর দিয়ে চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। ট্রেনটির নামও ঠিক হয়ে গিয়েছে। তা হল ধুবড়ি-শিয়ালদা মদনমোহন এক্সপ্রেস। এই ট্রেনের চাকা গড়ালে তা হতে পারে নতুন বছরে উত্তরের বড় প্রাপ্তি।

যাত্রাপথ

- দৈনিক ট্রেনটি ধুবড়ি থেকে ছাড়বে বিকেল সাড়ে ৫টায়
- তুফানগঞ্জ, নিউ কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা হয়ে এনজেপি পৌঁছাবে রাত ১০টা ২০ মিনিটে
- নিউ ফরাক্কা জংশন, জঙ্গিপুর রোড, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর হয়ে শিয়ালদা পৌঁছাবে সকাল সাড়ে ৯টা
- কলকাতাগামী ট্রেন মালদায় থামবে রাত ২.২৫-এ। এনজেপিগামী ট্রেন আসবে ভোর ৩.৪৫ মিনিটে

রেল সূত্রে খবর, সবকিছুই ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। অনুমোদন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এই ট্রেন চালু হলে মালদার বাসিন্দারা সরাসরি মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর ও কৃষ্ণনগর যেতে পারবেন। তবে মালদার খুব একটা লাভ হবে না। আপ-ডাউন দুটো ট্রেনই একেবারে মাঝ রাতে।

প্রস্তাব অনুসারে, দৈনিক ট্রেনটি ধুবড়ি থেকে ছাড়বে বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তুফানগঞ্জ, নিউ কোচবিহার, মাথাভাঙ্গা, নিউ চ্যাংরাবান্ধা, জলপাইগুড়ি রোড হয়ে ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি এসে পৌঁছাবে রাত ১০টা ২০ মিনিটে এবং ১০ মিনিট থাকার পর অর্থাৎ রাত সাড়ে ১০টায় ট্রেনটি এনজেপি থেকে শিয়ালদার উদ্দেশে যাত্রা করবে। রাত ৮টা ৪০ মিনিটে ছাড়া পদাতিক এক্সপ্রেসের পর এনজেপি থেকে কলকাতা যাওয়ার আর কোনও ট্রেন নেই। যার জন্য বেশি রাতে ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিন থেকেই উঠছিল। সম্প্রতি এ ব্যাপারে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোকে চিঠি পাঠান শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির শংকর ঘোষ। ফলে মদনমোহন এক্সপ্রেস চললে দীর্ঘদিনের দাবিও পূরণ হবে।

পরিকল্পনা অনুসারে নিউ ফরাক্কা জংশনের পর ট্রেনটি জঙ্গিপুর রোড হয়ে আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, পলাশি, বেথুয়াডহরি, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, নৈহাটি হয়ে শিয়ালদা পৌঁছাবে সকাল সাড়ে ৯টায়। শিয়ালদা থেকে ট্রেনটি ধুবড়ির উদ্দেশে প্রত্যেকদিন রওনা দেবে রাত ৮টা ৫০ মিনিটে এবং ধুবড়ি পৌঁছাবে পরের দিন দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ধুবড়ি এবং শিয়ালদার মধ্যে দৈনিক একটি ট্রেন চালানোর *এরপর আটের পাতায়*

বছর শেষে উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষে উত্তুরে হাওয়া কাপন ধরিয়েছে উত্তরবঙ্গকে। পাহাড়ে বরফ যত গলছে, ততই যেন শীতল হচ্ছে সমতল। ফলে বছর শেষে হঠাৎই পালটে গিয়েছে আবহাওয়া। যার প্রতীক্ষাতেই দিন গুনছিল সমতলের মানুষ। ক'দিন আগেও অনেকেরই মনে প্রশ্ন ছিল, এবছর কি শীতের আমেজ পাওয়া যাবে না? বছরের শেষ দিনে সেই উত্তর নিয়ে হাজির উত্তুরে হাওয়া। আবহাওয়ার পরিসংখ্যান বলছে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে '২৪-এর ডিসেম্বরই শীতলতম।

মঙ্গলবার সকালে রোদের ঝিলিক পড়তেই উধাও হয়েছে কুয়াশা। আবার বিকেল হতে না হতেই বিদায় নিয়েছে সূয্যিমামা। শীতের আমেজে বছরের শেষ দিনে সকলে মেতেছে পিকনিক, ইংরেজি নববর্ষ উদযাপনে। পূর্বাভাস বলছে, আপাতত এমন আবহাওয়া বজায় থাকবে উত্তরবঙ্গে। নতুন করে যদি আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাহাড়ে ধাক্কা খায়, তবে ঠান্ডা জমাট বাঁধবে আরও।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরের নিরিখে '২৪-এর ডিসেম্বর শীতলতম। যেমন, দার্জিলিংয়ের (রাজভবন) এবছর ডিসেম্বরের গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যা '২০ থেকে '২৩ সাল পর্যন্ত ছিল যথাক্রমে ৮.৬, ৮.৬, ৯.৫ এবং ৯.৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এবছর ডিসেম্বরে শিলিগুড়ির গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যা '২০ থেকে '২৩ সাল পর্যন্ত ছিল যথাক্রমে ১৯.৮, ২০.৪, ২০.৩ এবং ২১.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

শীতলতম ডিসেম্বর

এবছর সর্বনিম্ন

দার্জিলিং-	৭.৮
শিলিগুড়ি-	১৯.৫
জলপাইগুড়ি-	১৯.২

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)
তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর

জলপাইগুড়িতে '২০-র ডিসেম্বরের গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সেখানে অবশ্য সামান্য বেশি (১৯.৬) এবছরের ডিসেম্বর। কিন্তু সেখানে গত তিন বছরের (২০.০, ২০.২ এবং ২১.১) থেকে এবছরের ডিসেম্বর শীতলতম। মালদা, কোচবিহার, বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ারের ডিসেম্বর ঠান্ডার দিক থেকে পিছনে ফেলে দিয়েছে শেষের চার বছরের ডিসেম্বরকে।

বৃষ্টি হলেই জাঁকিয়ে শীত, এ যেন বাঙালির বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু '২৪-এর ডিসেম্বর শীতলতম হয়েও বৃষ্টি শূন্য থেকেছে। '২০ থেকে '২২-এ এই শহরে বৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ৩.৪, ১.৭ এবং ১.২ মিলিমিটার। দার্জিলিংয়ে (রাজভবন) '২০ থেকে '২৩ বৃষ্টি হয়েছে যথাক্রমে ৬.৪, ৩২.০, ০.৮ এবং ৫.২ মিলিমিটার। '২২-এর ডিসেম্বর বাদ দিলে জলপাইগুড়িতে '২০-তে ২.০, '২১-এ ০.৯ এবং '২৪-এ ০.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কালিম্পং, কোচবিহার, মালদায় গত কয়েক বছর ডিসেম্বরে বৃষ্টি হলেও বৃষ্টিহীন '২৪-এর ডিসেম্বর।

তবে ধুলো থেকে বাঁচতে, শীতের আমেজে একটু বৃষ্টিও চাইছেন অনেকে। তবে বছর শেষেও আকাশের মতিগতিতে এখনই সেই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বঙ্গোপসাগরের থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান না থাকাতেই বৃষ্টি হচ্ছে না। যে ঝঞ্ঝাগুলি আসছে, তার শক্তি তেমন না হওয়ায় শুষ্কই থাকছে উত্তরবঙ্গ।'

খাদ্যসংকটে জলদাপাড়া

জলদাপাড়ার মোট আয়তনের মাত্র ৪০ শতাংশ তৃণভূমি রয়েছে। কোভিডের দুই বছরে এক ইঞ্চি জমিতেও ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর নতুন ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা প্রয়োজন।

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩১ ডিসেম্বর : গত কয়েকবছর ধরে কম বৃষ্টিপাতের কারণে তোর্ষা এবং হলং নদীতে জলের পরিমাণ অনেকটাই কম। এতেই খাদ্যসংকট তীব্র আকার ধারণ করতে চলেছে জলদাপাড়ায়! খাবার পাবে না সেখানকার তৃণভোজী প্রাণীরা।

কিন্তু ভারী বৃষ্টি না হওয়ার সঙ্গে জলদাপাড়ায় খাদ্যসংকটের সম্পর্ক কী? পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, ভারী বৃষ্টি হলে নদী থেকে জল উপচে পাড়ের দু'দিকে জমে পলিমাটি। সেই পলিমাটিতে যে ঘাস জন্মায় তা তৃণভোজী প্রাণীদের সবচেয়ে প্রিয় খাবার। কিন্তু গত কয়েকবছরে বৃষ্টির পরিমাণ কম হওয়ার জন্য পলিমাটি কম জমা পড়েছে। অন্যদিকে, জলদাপাড়ার মাটির চরিত্রও অনেক বদলে গিয়েছে বলে জানালেন তাঁরা।

যদিও উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানালেন, নদীর গতিপথের চরিত্রেও বদল ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে, জলদাপাড়ার একটা বড় অংশে বৃষ্টির জল ঢুকছে না। জল চলে যাচ্ছে শিসামারার দিকে। তিনি বলেন, 'তোর্ষা নদীর গতিপথ প্রতিবছর পরিবর্তন হচ্ছে। জলদাপাড়ার মূল ভূখণ্ডের দিকে না এসে চলে যাচ্ছে

আগাছা সাফ করলেও ঘাসের দেখা নেই। জলদাপাড়ার জামতলায়।

যেদিকে জঙ্গলের পরিমাণ কম সেদিকে।' ওই এলাকাটি জলদাপাড়ার অংশ হলেও তৃণভোজী প্রাণী, বিশেষ করে গন্ডারের আবাসস্থল ওই অংশে কম রয়েছে বলে জানান। ভাস্করের কথায়, 'জলপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ আবার আমাদের হাতে নেই। সেজন্য আমরা ঘাসের প্ল্যান্টেশন বাড়িয়েছি।' তবে পর্যাপ্ত বৃষ্টির জল না ঢুকলে ভবিষ্যতে খাদ্যসংকট দেখা দেবে কি না এই ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

জলদাপাড়ার বিশিষ্ট গাইড কল্যাণ গোপ বহু বছর ধরে গাইডের কাজ করছেন। জলদাপাড়ার ভৌগোলিক পরিবেশ তাঁর হাতের তালুর মতো চেনা। তিনি জানান, বৃষ্টিপাত কম হওয়ার জন্য জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে প্রাকৃতিক নিয়মে জন্মানো ঘাস খুব কম হচ্ছে। পরিবর্তে আগাছা এবং গুল্ম জাতীয় গাছে ভরে যাচ্ছে তৃণভূমির বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বন্যা হলে বা অতিবৃষ্টি হলে জলের সঙ্গে যে পলিমাটি আসে সেই মাটিতে ঘাস সবচেয়ে বেশি জন্মায়। সেসব কম হওয়ার জন্য নদীর নাব্যতা কমে যাওয়াকে তিনি দায়ী করেছেন। আর এইসবের জন্য সবচেয়ে বড় দোষী মানুষ।

তাঁর আশঙ্কা, 'যেভাবে বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা বিশেষ করে তৃণভোজীদের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে বিকল্প চিন্তাভাবনা না করলে খুব বিপদ ঘনিয়ে আসছে। পথেঘাটে ঘুরে বেড়াবে গন্ডার, বাইসন, হরিণের দল। প্রতিবছর আগাছা পরিষ্কার করা হয়, যাতে প্রাকৃতিক নিয়মে ঘাস জন্মায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ঘাসের তুলনায় আগাছার পরিমাণই বেশি।'

ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসুও একই কথা জানালেন। পলিমাটি যত বেশি জমা পড়বে, ততই বন্যপ্রাণীদের মঙ্গল। গত কয়েকবছর ধরে তোর্ষা এবং হলংয়ে বৃষ্টি কমই হচ্ছে। এদিকে, এই নদী দুটিই জলদাপাড়ার প্রাণভোমরা।

জলদাপাড়ায় প্রায় সাড়ে তিনশো গন্ডার, কয়েক হাজার বাইসন এবং হরিণ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে ৮৫টি কুনকি হাতি এবং প্রায় ১০০টি জংলি হাতি। জলদাপাড়ার মোট আয়তনের মাত্র ৪০ শতাংশ তৃণভূমি রয়েছে। কোভিডের দুই বছরে এক ইঞ্চি জমিতেও ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর নতুন ঘাসের প্ল্যান্টেশন করা প্রয়োজন। নাহলে তার প্রভাব পরবর্তী বছরগুলিতে পড়বে।

কর্মখালি

Dr. Graham's Homes School, Kalimpong, West Bengal Requires Teaching Staff. For details visit our website https://drgrahamshomes.net/ (C/114279)

•

Wanted an Assistant Teacher, Graduate in Bengali as one of the subject, preferably Trained, Category UR (EC) Against Maternity Leave Vacancy upto 03.05.2025, Apply to the Secretary, Khalisamari Panchanan Smriti Vidyapith (H.S.), P.O.-Khalisamari, Dist. Coochbehar, Pin : 736146, within Ten (10) Days from the date of Publication with two sets of Testimonials. (C/114301)

শিক্ষা-দীক্ষা

দ্রুত ইংরেজি শিখতে/স্বচ্ছন্দে বলা শিখতে প্রবীণ শিক্ষক রচিত একটি বই ও গাইডেন্স। ১৫০ টাকা। ফোন : 9733565180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/114301)

হাতির অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ সিস্টেমের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এন_১০_এইচকিউ_২০২৪-২৫; তারিখ: ২৬-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং : এন_১০_এইচকিউ_আইডিএস_২০২৪-২৫; কাজের নাম : কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ট্র্যাকিং ও লেভেল ক্রসিং সতর্কতা সহ হাতির গতিবিধি সনাক্তকরণের জন্য হাতির অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ সিস্টেমের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৩৭,৪২,৮৬,৭৫৯.৬৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ২০,২১,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে।

জিএম (এস এন্ড টি), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হস্তী অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ পদ্ধতির ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এন_১১_এইচকিউ_আইডিএস_২০২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এন_১১_এইচকিউ_আইডিএস_২০২৪-২৫। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙ্গিয়া মণ্ডলে সুরক্ষা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে ট্র্যাকিং এবং লেভেল ক্রসিং এলার্টের সঙ্গে হাতীর চলাচল সনাক্তকরণের অর্থে হস্তী অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৩৩,৩৬,৭৯,৪৪১.০৫/- টাকা। বায়না রাশি: ১৮,১৮,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৪-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘটিকায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মহাপ্রবন্ধক (এসএণ্ডটি), মালিগাওঁ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নির্ধারিত/স্পেশাল ট্রেনের পাবলিক টাইম টেবিলের সময় সংশোধন

নতুন ওয়ার্কিং টাইম টেবিল -৯৬ কার্যকর করার কারণে, শুরুর, শেষের এবং স্টপেজ স্টেশনগুলিতে কিছু নির্ধারিত/স্পেশাল ট্রেনের পাবলিক টাইম টেবিলের সময় ১ জানুয়ারী, ২০২৫ এবং তার পর থেকে কার্যকরভাবে সংশোধিত হয়েছে।

ট্রেনের বর্তমান চলাচল এবং সময়সূচী সম্পর্কিত যেকোনো তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ন্যাশনাল ট্রেন এনকোয়ারি সিস্টেম (এনটিইএস) অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা
সন্ধে ৭.০০
আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মন মানে না, দুপুর ১.০০ আই লাভ ইউ, বিকেল ৪.০০ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.৩০ যুদ্ধ, রাত ১০.৩০ ত্রয়ী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রংবাজ, বিকেল ৪.১০ পাগলু-টু, সন্ধে ৭.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ৯.৫০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ লোফার, দুপুর ২.৩৪ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৫.২০ প্রতিশোধ, রাত ৯.৩২ চৌধুরী পরিবার, ১২.২৭ মণিহারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভিনেত্রী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধিলিপি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১০.৫৫ জুররত, দুপুর ১.৫১ গ্যার, বিকেল ৪.৩১ জিনে কি রাহ, সন্ধে ৭.৫২ সীতা অওর গীতা, রাত ১০.৩৬ অনাড়ি

মুভিজ নাও : বেলা ১১.৩৫ টুমোরো নেভার ডাইজ, দুপুর ১.৩৫ স্পাইডারম্যান-ইনটু দ্য স্পাইডার-ভার্স, বিকেল ৩.২৫ কোয়ান্টাম অফ সোলেস, ৫.১০ রেডি অর নট, সন্ধে ৬.৪০ ক্রিড-টু, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান, ১০.৪৫ হোটেল ট্রানসিলভেনিয়া-টু,

সোনি পিক্স : বেলা ১১.৩৬ গডজিলা, দুপুর ১.৫২ ব্ল্যাক হক ডাউন, বিকেল ৪.১০ ইট, সন্ধে ৬.৪৪ হোয়াইট হাউস ডাউন, রাত ৯.০০ দ্য অ্যাংরি বার্ডস, ১০.৪৩ ওয়েলকাম টু দ্য জাংগল, ১২.৩৫ স্পাইডারম্যান

পারব না আমি ছাড়তে তোকে
রাত ৯.৫০ জলসা মুভিজ

গুড নিউজ সন্ধে ৬.২২
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি

দ্য অ্যাংরি বার্ডস
রাত ৯.০০ সোনি পিক্স

টাইগার অন দ্য রান
দুপুর ১.০৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

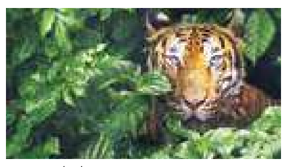

ফুড ফ্যাক্টরি
বিকেল ৫.৪৬ ডিসকভারি চ্যানেল

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ
সন্ধে ৬.০০
সান বাংলা

মহিলা পরিচালিত স্টেশনের পরিকল্পনা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩১ ডিসেম্বর : সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত রেলস্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল (এনএফআর)। নতুন বছরের প্রথম ভাগে সেই স্টেশনটি ঘোষণা করা হতে পারে। ট্রেন এবং যাত্রীসংখ্যা কম, এমন স্টেশনকে প্রাধান্য দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও কোন স্টেশনে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। রেল সূত্রে অবশ্য খবর, কোচবিহার স্টেশনকে বেছে নেওয়া হতে পারে।

আসলে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন বা নিউ কোচবিহার স্টেশনের থেকে কম ট্রেনের স্টপ রয়েছে কোচবিহার স্টেশনে। ফলে যাত্রীদের চাপ কম। আপ ও ডাউনের প্রায় ছয়টি যাত্রীবাহী ট্রেনের স্টপ রয়েছে কোচবিহার স্টেশনে। গুটিকয়েক মালগাড়িও রয়েছে।

তবে কোচবিহার স্টেশনই সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত স্টেশন হবে কি না, তা এখনই চূড়ান্ত নয়। এ বিষয়ে রেলকর্তারাও এখনই মুখ খুলতে নারাজ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমকে ফোন করে পাওয়া যায়নি। সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপও এই বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে এই বিষয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

একটি স্টেশনে অনুসন্ধান অফিস, টিকিট কাউন্টার, নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত আরপিএফ কর্মী ছাড়াও জিআরপি, টিকিট ইনস্পেকটর, স্টেশনমাস্টার সহ অন্য রেলকর্মীরা থাকেন। সেক্ষেত্রে সেইসব পদে মহিলা কর্মীদের একত্রিত করে স্টেশনের দায়িত্ব দিতে অনেকটা সময় লেগে যেতে পারে। এখন অবশ্য সেই মহিলা কর্মীদের চিহ্নিত করে তাঁদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ চলছে। কতজন কর্মী কোন কোন দায়িত্বে থাকবেন, সেটাও এখনও স্পষ্ট নয়। সব ঠিক থাকলে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বা তার আগে এই স্টেশনের উদ্বোধন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহিলা ক্ষমতায়নের বিষয়টি তুলে ধরতে এই পরিকল্পনা বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।

এই বিষয়ে রেলকর্তাদের মধ্যে প্রাথমিক আলোচনাও হয়ে গিয়েছে বলে খবর। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনই তা ঘোষণা করা হয়নি। রেলের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল নতুন মাইলফলক তৈরি করবে।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশন এর আগে মহিলা লোকোপাইলটদের দিয়ে ট্রেন চালানোর নজির গড়েছিল। এবার মহিলা পরিচালিত স্টেশন তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কুঁড়িতে ছেয়েছে বাগান

নিলামের পরিস্থিতি দেখে হা-হুতাশ চা মহলে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩১ ডিসেম্বর : ডিসেম্বরের শেষেও চা বাগানে দুটি পাতা একটি কুঁড়ির অপার ভাণ্ডার। সেসব কোনও কাজে লাগছে না দেখে সংশ্লিষ্ট মহলের হা-হুতাশের অন্ত নেই। এবার উৎপাদনের মরশুমের সময়সীমা কমানো নিয়ে চা বণিকসভাগুলির মধ্যে আগে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল। এই অবস্থায় তা যে ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করছে, সংশ্লিষ্ট কর্তাদের পরস্পরবিরোধী নানা বক্তব্যে পরিষ্কার। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'অসম লবির চাপের কাছে বড় বাগানগুলির উত্তরবঙ্গ লবি নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র চাষিরা। কাঁচা পাতার দাম কমিয়ে দিয়ে পরিস্থিতির সুযোগ নেয় বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলি।'

টি বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসারে গত ৩০ নভেম্বর ছিল কাঁচা পাতা তোলার শেষ দিন।

এবার ওই সময় গতবারের তুলনায় তিন সপ্তাহ এগিয়ে আনা হয়। এক্ষেত্রে যুক্তি হিসেবে যেসব কথা উঠে এসেছিল তার মধ্যে অন্যতম, জোগান কমে গেলে চায়ের দাম বাড়বে। পাশাপাশি গুণগতমান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চা মহলের একাংশ জানাচ্ছে, জোগানে রাশ টেনে ২০২৫ সালে নতুন মরশুমের প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফার্স্ট ফ্লাশের চায়ের ভালো দাম প্রাপ্তির

বিষয়টিও এক্ষেত্রে রয়েছে। তবে বর্তমানে নিলাম বাজারের পরিস্থিতি দেখে অনেকে এখন আশঙ্কিত। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান চিন্ময় ধরের কথায়, এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চায়ের বাজারের স্থিতাবস্থা। সরকার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিক।'

কবে থেকে শীতের উৎপাদন বন্ধ হওয়া উচিত সেই প্রশ্নে বড় বাগানগুলির বণিকসভা প্রথম থেকে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'আমাদের দাবি ছিল ডিসেম্বরে অন্তত আড়াই সপ্তাহ সময় দেওয়া হোক। মতানৈক্যের কারণে ওই দাবি যে দানা বাঁধতে পারেনি তা নিয়ে সংশয় নেই।' ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইটিপিএ) বিষয়টিকে নিয়ে কোনও দাবিপত্র টি বোর্ডের কাছে দেয়নি। ওই সংগঠনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'আমাদের ছোট বাগানগুলির যে ফোরাম রয়েছে তাঁদের তরফে সময় বাড়ানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়। বড় বাগানগুলি তা দেয়নি কেন।' তাঁর সংযোজন, 'সার্বিকভাবে চা শিল্পের স্বার্থে ওই সময় বাড়ানো উচিত ছিল। ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় জানান, অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জলপাইগুড়িতে টি বোর্ডের আধিকারিকদের কাছে সময় বাড়ানোর দাবির কথা জানানো হয়।

বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির সংগঠন নর্থবেঙ্গল টি প্রোডিউসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় ধানুটি বলেন, 'যতদিন ভালো মানের কাঁচা পাতা মিলবে আমরা ততদিন বাগান খোলা রাখার পক্ষে।

হোমস্টে-কে আর্থিক সাহায্য রাজ্যের

শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : পাহাড়ের হোমস্টেগুলিকে উৎসাহ দিতে আর্থিক সাহায্য করছে রাজ্য সরকার। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মাধ্যমে এক কোটি ৭৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে মঙ্গলবার। এই টাকা ৩৪৭ জন হোমস্টে মালিকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের উপস্থিতিতে এদিন হোমস্টে মালিকদের প্রত্যেককে কিস্তিতে দেড় লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এদিন ৪৮ জন প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছেন। বাকি ২৯৯ জন দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেয়েছেন। এদিন অনুষ্ঠানটি হয়েছে জেলা শাসকের দপ্তরে। উপস্থিত ছিলেন জিটিএ'র আধিকারিকরা।

Corrigendum Notice

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-32 of 2024-25 for SL 8, 11 & 13

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/N-32 of 2024-25 for SL 8,11 & 13** Closing date extended upto 06/01/2025 12.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৬২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৬৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

গাঁজা পাচারে গ্রেপ্তার চার

ফাঁসিদেওয়া, ৩১ ডিসেম্বর : যাত্রী সেজে দিনহাটা থেকে রায়গঞ্জে গাঁজা পাচারের সময় তিন মহিলা সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ধৃত নীলিমা বর্মন, সুদীপ দত্ত, কল্পনা রায় ও ঝর্ণা সূত্রধর। এরা সকলেই কোচবিহার জেলার দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে প্রায় ১৮ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই বাসে করে গাঁজা পাচারচক্রের ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করছিল দলটি। এমনকি গ্রামের বাড়িতে নিজেরাই গাঁজা চাষ করতে শুরু করেছিল সম্প্রতি। অল্প পরিমাণে সেগুলো বিভিন্ন জায়গায় পাচার করত তারা। গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকেলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের অদূরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি পেট্রোলপাম্পের কাছে নীল রংয়ের বেসরকারি বাস আটক করে পুলিশ। অভিযুক্তদের কাছে থাকা সাতটি আলাদা আলাদা ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই গাঁজাভর্তি সাতটি প্যাকেট বেরিয়ে আসে। পুলিশ তরফে জানানো হয়েছে, ব্যাগগুলো থেকে উদ্ধার হওয়া প্রায় ১৮ কেজি গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অভিযুক্তরা প্রথমে দিনহাটা থেকে শিলিগুড়ি এবং পরে শিলিগুড়ি থেকে মালদাগামী বেসরকারি বাসে চেপে গাঁজা রায়গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছিল।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার (এনআইটি) আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশন শ্রেণী 'এ১'-তে মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নোক্ত কাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক, সিঙ্গল স্টেজ সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ফুড অ্যান্ড ক্যাটারিং পরিষেবাদাতাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : কাজের নাম : ০৫ বছর সময়সীমার জন্য নিম্নোক্ত অবস্থানগুলিতে ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে (শ্রেণী 'এ১') মডিউলার ক্যাটারিং স্টলের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার (মিষ্ক স্টল) ব্যবস্থাকরণ। ক্রমিক নং ও ইউনিট নং; স্টেশন/শ্রেণী; অবস্থান; সংরক্ষিত বার্ষিক মূল্য; বায়না রাশি; টেন্ডার নথির মূল্য; টেন্ডার খোলার তারিখ : (১) সি২৮-এমপি-এ১-বিজিপি-০১; ভাগলপুর - এ১; প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ জামালপুর প্রান্তে পার্সেল অফিসের কাছে; ২,৭৩,১৯৭ টাকা; ২৮,৫০০ টাকা; ২,৩৬০ টাকা; ২০.০১.২০২৫। (২) সি২৮-এমপি-এ১-বিজিপি-০২; ভাগলপুর - এ১; প্ল্যাটফর্ম নং ৪/৫-এ মালদা টাউন প্রান্তে; ২,৭৩,১৯৭ টাকা; ২৮,৫০০ টাকা; ২,৩৬০ টাকা; ২০.০১.২০২৫। • বিড নথি : আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে টেন্ডার নথি পাওয়া যাচ্ছে ও তা অফার জমার জন্য ডাউনলোড করা/দেখা যেতে পারে। আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে এনআইটি-তে উল্লিখিত অনুযায়ী টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার নথির মূল্য জমা দিতে হবে। • বিড নথি জমা : বিড নথির মূল্যের ই-পেমেন্ট রসিদ সহ আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে বিড জমা দিতে হবে, নচেৎ অফারটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। • বায়না মূল্য : টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অনুযায়ী বিডের সঙ্গে বায়না মূল্য থাকতে হবে। এনআইটি-তে উল্লিখিত অনুযায়ী বিডদাতাকে আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে বায়না মূল্য জমা দিতে হবে। • বিড জমা : প্রতিটি বিডের বিজ্ঞপ্তির প্রথমে উল্লিখিত তারিখের দুপুর ৩টার মধ্যেই আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে বিডারদের বিড জমা দিতে হবে। আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে একই তারিখের দুপুর ৩.৩০ মিনিটে বিডগুলি খোলা হবে। • কোনও কারণ না দেখিয়েই একটি বা সবকটি বিড অনুমোদন/বাতিল করার অধিকার রেলওয়ে সংরক্ষিত রাখছে। • এই বিড নথিতে উল্লিখিত মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিডারের যোগ্যতা পূরণের মান মূল্যায়ন করা হবে। • এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় ও কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা বাতিল হবে। • যোগাযোগের ঠিকানা : সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারর অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২, জেলা-মালদা (পঃবঃ), ফ্যাক্স : ইমেল : srdcmmldt@gmail.com

(MLD-177/2024-25) সিনি. ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ। **বৃষ :** কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। **মিথুন :** ব্যবসার জন্যে আজ দূরে যেতে হতে পারে। পিঠের ব্যথায় ভোগান্তি। **কর্কট :** বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ মিটবে। **সিংহ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। **কন্যা :** অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। রাজনীতির ব্যক্তি হলে আজ অন্য কোনও দায়িত্ব নিতে হবে হতে পারে। **তুলা :** বারবার যে কাজ শুরু করেও সম্পূর্ণ করতে পারছিলেন না, তা আজ সম্পূর্ণ হবে। **বৃশ্চিক :** নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা। বাবার পরামর্শে নতুন কোনও চাকরিতে যোগদান। **ধনু :** কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। আজ কোনও নতুন কাজ শুরু হবে। **মকর :** বন্ধুর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন। সম্পর্কের উন্নতি হবে। **কুম্ভ :** অফিসে অন্যায়ের বিরোধিতা করে প্রশংসিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলা মিটবে। **মীন :** কোনও মূল্যবান জিনিস চুরি যেতে পারে। বাবার সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে বিবাদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৬ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ১১ পৌষ, ১ জানুয়ারি ২০২৫, ১৬ পুহ, সংবৎ ২ পৌষ সুদি, ২৯ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৪।৫৯। বুধবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ৩।২২। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১।১৬। ব্যাঘাতযোগ রাত্রি ৬।৫৬। বালবকরণ দিবা ৩।৪২ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৩।২২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৭।১৬ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১।১৬ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ১।১৬ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ৩।২২ গতে দোষ নাই। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৩।২২ গতে অগ্নিকোণে। কালবেলাদি ৯।২ গতে ১০।১২ মধ্যে ও ১১।৪১ গতে ১।১ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।২ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৩।২২ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ইংরেজি নববর্ষ। কল্পতরু উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৮ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১০।৩৯ গতে ১২।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৭ গতে ৬।৫০ মধ্যে ও ৮।৩৭ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৬ গতে ৭।৪৮ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৩৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বাল্যবিবাহ রোধে এগিয়ে দুই জেলা

সাজাহান আলি ও অরিন্দম বাগ

মিলিত প্রচেষ্টায় আশাব্যঞ্জক পরিসংখ্যান

কুমারগঞ্জ ও মালদা, ৩১ ডিসেম্বর : শনিবারের ঘটনার খবরটা যথেষ্ট শোরগোল ফেলে দেয় হরিশ্চন্দ্রপুরে। শ্বশুরবাড়িতে ঘরের দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস দেয় বারো বছরের বালিকা। নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। বাংলায় বাল্যবিবাহের হার যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক তা ওই ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখাচ্ছে গৌড়বঙ্গের আর এক জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর। বিভিন্ন দপ্তরের মিলিত প্রচেষ্টায় বাল্যবিবাহ রোধে আশাব্যঞ্জক পরিসংখ্যান বালুরঘাটে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ব্লক ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে লাগাতার সচেতনতামূলক কর্মসূচির ফলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বাল্যবিবাহের সংখ্যা ও অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ কিছুটা কমেছে। তবে আগামীদিনে আরও ব্যাপকভাবে এবিষয়ে প্রচার অভিযান চালাতে চায় জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ২০১৯-২০২১ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ভারতে বাল্যবিবাহের জাতীয় গড় হার ২৩.৩ শতাংশ, সেখানে বাংলায় ওই পরিসংখ্যান ৪১.৬ শতাংশ। কোনও জেলায় এই বিবাহের হার ৫০ শতাংশ ছুঁয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচি নেওয়ার ফলে বাল্যবিবাহ ও অপরিণত বয়সে নাবালিকাদের গর্ভধারণের সংখ্যা যে কমেছে তা পরিসংখ্যান দিয়ে জানালেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার সুদীপ দাস। তাঁর বক্তব্য, '২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালের পরিসংখ্যান আনুযায়ী বালুরঘাট যে তার উদ্দেশ্যে সফল তা একেবারে স্বচ্ছ। ২০২৩ সালে অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩২৪৭ জনের মতো। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত সমীক্ষায় তা দাঁড়িয়েছে ২৬৪৭ জন। ২০২৪ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অপরিণত বয়সে নাবালিকাদের গর্ভধারণের সংখ্যা ২ শতাংশ কমেছে। আগে এটা ছিল শতকরা ১৮ শতাংশের মতো,বর্তমানে জেলায় তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশ। আশা করা যায়, আগামীদিনে আরও বেশি সাফল্য আসবে।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, দিনের পর দিন মালদা জেলায় গর্ভবতীদের মধ্যে নাবালিকার হার কমছে। অর্থাৎ বাল্য বিবাহ কিছুটা হলেও কমতে শুরু করেছে।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে নাবালিকার সংখ্যা অনেকটা কমেছে। গত বছরের পরিসংখ্যানে প্রথম ৬ মাসের গর্ভবতীদের প্রায় ২১ শতাংশ নাবালিকা ছিল। প্রসবকালীন মৃত্যুর মধ্যে নাবালিকার হার ছিল ২৭ শতাংশ। তবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী সেই হার অনেকটা কমে এসেছে। শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী মালদা জেলাতে গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে নাবালিকার হার দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশ।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় 'শক্তি বাহিনী' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের কাজে জেলার আটটি ব্লকজুড়ে নানা সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিচ্ছে। সম্প্রতি কুমারগঞ্জের আটটি পঞ্চায়েত এলাকা, বালুরঘাট ব্লকের ১১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শক্তি বাহিনী প্রচার চালাচ্ছে।

শক্তি বাহিনীর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কোঅর্ডিনেটর মিজানুর রহমানের দাবি, '২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরকে বাল্যবিবাহ মুক্ত জেলা ঘোষণা করার জন্য পর্যায়ক্রমে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলছে। এর সুফলও পাওয়া যাচ্ছে। আগামীদিনে আরও সাফল্য আসবে বলে আমরা নিশ্চিতভাবে মনে করি।'

কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যে পরিমাণ কর্মসূচি হচ্ছে তাতে আশা করা যায় আগামীদিনে আরও বেশি সুফল মিলবে ও আমরা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।' একই বিশ্বাস বালুরঘাটের বিডিও সম্বল ঝা'র।

বার্ষিক সভা

বুনিয়াদপুর, ৩১ ডিসেম্বর : বংশীহারী ক্ষুদ্র কাঠ ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির ২৪তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বুধবার। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বুনিয়াদপুর সরাইহাট মাঙ্গলিক উৎসব ভবনে। এদিনের সম্মেলনে সমিতির ৬২জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সদ্য প্রয়াত এক সদস্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে পাঁচ মিনিট নীরবতা পালন করে সভার কাজ শুরু হয়।

সভাপতির স্বাগত ভাষণের পর সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন সমিতির সম্পাদক রতন দেবনাথ। সম্মেলনে কাঠ ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ভট্টদিঘী সাহাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর আসন্ন ৬ (ছয়) জন (সংরক্ষিত-মহিলা-২ জন, তঃ জাতি/ তঃ উপজাতি-১ জন) পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন উপলক্ষে বিশেষ সাধারণ সভা আগামী ২৩.০২.২০২৫ তারিখ রবিবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় সমিতি প্রাঙ্গণে (ঠিকানাঃ গ্রাম- সাহাপুর, পোঃ- মধুপুর, থানা- রায়গঞ্জ, জেলা- উত্তর দিনাজপুর) অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় যোগদানের জন্য সমিতির সদস্যগণকে অনুরোধ জানানো যাইতেছে। সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত নির্বাচন নির্ঘণ্ট ঃ ১) মনোনয়ন পত্র বিলি ও পেশ- ১৬/০১/২০২৫ তারিখ থেকে ১৭/০১/২০২৫ তারিখ পর্যন্ত। ২) মনোনয়ন পত্র নিরিক্ষন ও বৈধ মনোনয়নের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ২০/০১/২০২৫। ৩) মনোনয়ন পত্র /প্রার্থী পদ প্রত্যাহার ও চুড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ- ২১/০১/২০২৫ বিস্তারিত জানতে সমিতির কার্যালয় (ঠিকানা- গ্রাম ঃ সাহাপুর, পোঃ মধুপুর, থানাঃ- রায়গঞ্জ , জেলা- উত্তর দিনাজপুর) বা সমবায় অধিকার, উঃ দিনাজপুর রেঞ্জ অফিসে যোগাযোগ করুন।

তাং- ৩০.১২.২০২৪
স্বাঃ- বিশেষ আধিকারিক
ভট্টদিঘী সাহাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
উত্তর দিনাজপুর

প্রতিটি গ্রামে একটি করে মডেল স্কুল

প্রশাসনের উদ্যোগে 'জ্ঞানালয়'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করে মডেল স্কুল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে 'জ্ঞানালয়'। বিভিন্ন মানদণ্ডে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকা স্কুলগুলিকে সামনে রেখে পিছিয়ে পড়া স্কুলগুলিকে তুলে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

মডেল স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের জন্যে স্মার্ট ক্লাসরুম, পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, মেডিসিনাল কিচেন গার্ডেন, অ্যাকোয়ারিয়াম, বৃষ্টির জল ধরে রাখার কৌশল সহ আরও অনেক কিছু গড়ে তোলা হচ্ছে।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় ৯টি ব্লকে মোট ৯৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। প্রথম দফায় মোট ১০০টি এবং দ্বিতীয় দফায় আরও অতিরিক্ত ২৬টি অর্থাৎ মোট ১২৬টি মডেল স্কুল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। যার মধ্যে প্রাইমারি ও হাইস্কুল দুটোই রয়েছে। ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ, গোয়ালপোখর সহ বেশ কয়েকটি ব্লকে জ্ঞানালয় প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং বেশ কিছু স্কুলে জোরকদমে কাজ চলছে। আবার বেশ কিছু স্কুল জ্ঞানালয় প্রকল্পে আসার জন্যে নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মেডিসিনাল কিচেন গার্ডেন, ওয়াল পেন্টিং শুরু করেছে। মডেল স্কুলে থাকবে স্মার্ট ক্লাসরুম। ডিসপ্লে বোর্ড ও ইন্টারনেট পরিষেবা। পড়ুয়াদের জন্যে থাকবে হরেক রকমের লার্নিং মেটিরিয়াল ও গ্রন্থাগার। আউটডোর ও ইন্ডোর খেলাধুলোর জন্যে থাকবে যাবতীয় সরঞ্জাম।

রায়গঞ্জ ব্লকের ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রথম পর্যায়ে এই প্রোজেক্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক কাঞ্চিরাম রায় বলেন, 'আমাদের স্কুল মডেল স্কুলের তালিকাভুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে স্মার্ট ক্লাসরুমের কাজ শেষ হয়েছে। অন্য কাজগুলি শুরু হয়েছে। স্কুলের প্রতিটি ওয়াল পেন্টিং করা হচ্ছে। পাশাপাশি হচ্ছে স্মার্ট ক্লাসরুম ও লাইব্রেরি। গ্রামীণ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশাসন ভীষণ ভালো উদ্যোগ নিয়েছে। শিশুদের স্কুলের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বেড়েছে।'

রকমারি সাজে সজ্জিত মডেল স্কুল। মঙ্গলবার রায়গঞ্জে তোলা সংবাদচিত্র।

গ্রামীণ এলাকার ছাত্রছাত্রীদের কাছে স্কুল আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কালিয়াগঞ্জের ভাণ্ডার প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে একটি রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনের আদলে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। গ্রামের ছোট ছোট শিশুরা গ্রামের মধ্যে ভিন্ন ধরনের স্কুল পেয়ে স্কুলকামাই বন্ধ করে দিয়েছে।'

অন্যদিকে, কালিয়াগঞ্জ ব্লকের অনন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাহিনগর এফপি স্কুলের ভবনটিকে একটি বাসের আদলে রূপ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের দেওয়ালে বিভিন্ন মনীষীদের ছবি ও বাণী তুলে ধরা হয়েছে। সেইসঙ্গে শ্রেণিকক্ষের সিলিংয়ে সৌরমণ্ডল আঁকা হয়েছে। শিক্ষক সাগর দাস বলেন, 'জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শিশুদের স্কুলমুখী করতেই আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত স্কুলের পরিবেশ তৈরির এই অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বালুচুখা এফপি স্কুলের শিক্ষিকা মৌমিতা বসাক বলেন, 'শ্রেণিকক্ষগুলি আধুনিকমানের তৈরি করা হয়েছে। আমরা প্রথম বড় ডিসপ্লে বোর্ড পেয়েছি। ছাত্রছাত্রীরা বড় ডিসপ্লের মাধ্যমে পাঠদানের সুযোগ পেয়ে খুব খুশি। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে স্কুলটিকে আধুনিকভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বিভিন্নরকম ওয়াল পেন্টিং, ডিজিটাল বোর্ড, গার্ডেন তৈরির পাশাপাশি সবকিছুই নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে।' জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মীনা বলেন, 'শিশুদের স্কুলমুখী করতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম ধাপে ১০০টি পরে আরও ২৬টি স্কুলকে এই প্রোজেক্টের আওতায় নিয়ে আসা হবে। প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই কাজ শেষ হবে।'

আলোয় রাঙা বছরের শেষ সূর্যাস্ত। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার

চোখের জলে বিদায়

সামসী, ৩১ ডিসেম্বর : চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মঙ্গলবার তাঁর দীর্ঘ চাকরিজীবন থেকে অবসর নিলেন। বিদায়ি প্রধান শিক্ষকের নাম আসরারুল হক। চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনে ২০০৭ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন আসরারুল হক। তিনি প্রায় ১৮ বছরের মতো এই স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন পশ্চিম বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সোনালী নন্দি - কে 04.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 90D 29064 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার পর আমার আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। এখন আমি আমার ডানা ছড়িয়ে দিতে পারি এবং আমার পরিবারের ভবিষ্যতের যত্ন নেওয়ার জন্য সঞ্চয়ের বিকল্পগুলি দেখতে পারি। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

Narayana Health

নারায়ণা হাসপাতাল কর্তৃক জনস্বার্থে প্রচারিত

থ্যালাসিমিয়া ও তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

অধ্যাপক (ডাঃ)রাজীব দে

ক্লিনিকাল লিড এবং কনসালট্যান্ট-হেমাটোলজিস্ট এবং হেমাটো-অঙ্কোলজিস্ট, অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন বিশেষজ্ঞ নারায়ণা হসপিটাল, হাওড়া

থ্যালাসেমিয়া কী?
রক্তে যে লোহিত রক্তকণিকা থাকে, তার ভেতরে থাকে হিমোগ্লোবিন। এই হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন অংশটির সমস্যাই হল থ্যালাসেমিয়া। গ্লোবিন অংশে বংশগত সমস্যার জন্য রক্ত ভেঙে যেতে থাকে এবং এর ফলে বিভিন্ন উপসর্গ দেখা দেয় একেই বলে থ্যালাসেমিয়া।

কী কী উপসর্গ দেখা দেয়?
- অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতা।রক্তাল্পতার কারণে শারীরিক দুর্বলতা এবং শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া। এছাড়াও বাচ্চাদের ঘনঘন সর্দি-কাশি। লিভার ও প্লীহা বড়ো হয়ে পেট ফুলে যাওয়া।
- থ্যালাসেমিয়ায় যেহেতু বাইরে থেকে রক্ত দিতে হয়, তাই শরীরে প্রচুর পরিমাণ আয়রণ বা লোহা জমে যায়। এবং সেই লোহা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন হার্ট, লিভার এবং বিভিন্ন হরমোনাল গ্ল্যান্ডে জমা হয়। ফলে রোগীর হার্ট ফেলিওর হতে পারে, লিভার ডিসফাংশন হতে পারে এবং বিভিন্ন হরমোনাল সমস্যা দেখা দিতে পারে। রোগীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং সেক্সুয়াল ম্যাচিউরিটিতে সমস্যা দেখা দেয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগটি কীভাবে হয়?
আমাদের দুটি জিনের একটি বাবার থেকে আসে এবং একটি মায়ের থেকে আসে। যদি এই দুটি জিনের মধ্যেই থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ থাকে, তাকে বলা হয় থ্যালাসেমিয়া 'রোগী'। আর যদি একটি জিন স্বাভাবিক এবং অপর জিনে থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ রয়েছে, তখন তাকে বলা হয় থ্যালাসেমিয়ার ' কেরিয়ার' বা ' বাহক'। থ্যালাসেমিয়ার বাহকরা সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু যদি দু'জন থ্যালাসেমিয়া বাহকের বিবাহ হয়, তাহলে ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা রোগী হবার, ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা বাহক হবার এবং ২৫ শতাংশ সম্ভাবনা সুস্থ, স্বাভাবিক হবার। সুতরাং, বিয়ের আগে অবশ্যই থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত।

এই অসুখের চিকিৎসা কী?
থ্যালাসেমিয়া রোগের মূল চিকিৎসা নিয়মিত ব্লাড ট্রান্সফিউশন।কিন্তু ব্লাড ট্রান্সফিউশনে রক্তের সঙ্গে শরীরে প্রচুর পরিমাণ লোহা বা আয়রণ ঢোকে এবং সেই আয়রণ শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে জমা হতে থাকে। সেই কারণে রক্ত দেবার সঙ্গে শরীরে যে অতিরিক্ত লোহা জমে গেছে, সেটা বের করার জন্য আয়রণ চিলেশন থেরাপি দিতে হয় রোগীকে। এ ছাড়া যে সব থ্যালাসেমিয়া রোগীর হরমোনের সমস্যা রয়েছে তাদের বিভিন্ন হরমোনাল চিকিৎসা দিতে হয়। বর্তমানে কিছু ওষুধ এসেছে যেগুলোর সাহায্যে থ্যালাসেমিয়া রোগীর হিমোগ্লোবিন ক্ষাণিকটা বাড়ানো যায়। কিন্তু কোনও ওষুধ দিয়ে বা ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে থ্যালাসেমিয়াকে পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়।

তাহলে থ্যালাসেমিয়াকে পুরোপুরি সারিয়ে ফেলার উপায় কী?
একে পুরোপুরি নির্মূলের উপায় হল বোনম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট বা অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন। আগে অস্থিমজ্জাই প্রতিস্থাপন করা হলেও এখন অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা স্টেম সেলটিই কেবল প্রতিস্থাপন করা হয়। থ্যালাসেমিয়া রোগীর যদি কোনও সুস্থ বা বাহক ভাই, বোন থাকে, তাহলে তার সঙ্গে থ্যালাসেমিয়া রোগীর জিনগত মিল আছে কিনা সেটা দেখা হয় তারপর তার স্টেম সেলটিকে সংগ্রহ করা হয়। এদিকে রোগীর বোনম্যারোকে উচ্চমাত্রায় কেমোথেরাপি দিয়ে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে, সংগৃহিত সুস্থ স্টেম সেলকে রক্ত দেবার মতো করেই রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়। সেই স্টেম সেল অস্থিমজ্জার ভেতরে গিয়ে আস্তে আস্তে নতুন স্বাস্থ্যকর ব্লাড সেল বা লোহিত রক্তকণিকা তৈরি করে। এই স্টেম সেল থেকে নতুন রক্তকণিকা তৈরি হতে দু থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে এবং তারপর রোগী হাসপাতাল থেকে সুস্থ শরীরে বাড়ি ফেরেন।

যিনি স্টেম সেল দিচ্ছেন তাঁর কি কোনও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে?
স্টেম সেল প্রতিস্থাপনে যিনি দাতা, তাঁর শরীর থেকে সামান্য পরিমাণ স্টেম সেল নেবার ফলে দাতার কোনওরকম শারীরিক সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনা নেই। এই স্টেম সেল সংগ্রহ করার জন্যে কোনো সার্জারি বা অপারেশন এর প্রয়োজন নেই।

সমাজকে কী করে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করতে পারবো?
সমাজে যাতে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত সন্তান না জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতিটি মানুষকেই বিয়ের আগে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে তিনি থ্যালাসেমিয়ার বাহক কিনা। যদি একজন বাহক আরেকজন বাহককে বিয়ে না করেন, তাহলে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত সন্তান জন্মানোর কোনও সম্ভাবনা নেই।

থ্যালাসেমিয়ার এই চিকিৎসা বা স্টেম সেল প্রতিস্থাপন কোথায় হয়?
বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে যেখানে হেমাটোলজি বিভাগ রয়েছে, সেখানে থ্যালাসেমিয়ার যাবতীয় চিকিৎসাব্যবস্থা রয়েছে। থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা সাধারণত হেমাটোলজি বিভাগেই সঠিকভাবে হয়। স্টেম সেল প্রতিস্থাপন এখন কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সফলভাবে হচ্ছে। থ্যালাসেমিয়া রোগীকে যদি আমরা সঠিকভাবে স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করতে পারি, তাহলে প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন। হাওড়ার নারায়ণা সুপারস্পেশালিটি হসপিটালে থ্যালাসেমিয়ার চিকিৎসা এবং অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনের পরিকাঠামো রয়েছে। এখানে একাধিক থ্যালাসেমিয়া রোগী স্টেম সেল প্রতিস্থাপন করে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এবং তাঁদের আর রক্ত দেবার প্রয়োজন পড়ছে না।

ব্লাড ডিসর্ডার ক্লিনিক এখন শিলিগুড়িতে
কিন্স ক্লিনিক: 04 জানুয়ারী, 2025 (শনিবার)
বালাজি হেলথ কেয়ার: 05 জানুয়ারী , 2025 (রবিবার)
অ্যাপয়েন্টমেন্ট এর জন্যে কল করুন: 98323 18606
নারায়ণা হসপিটাল, হাওড়া | Take Care

নববর্ষের শুভেচ্ছা

শিলিগুড়ি
শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সকল নগরবাসীকে ইংরেজি শুভ নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই - 'মাতঙ্গিনী ক্যাটারার' ও 'চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট', (Veg/N/Veg) রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। 9434498494/ 9832015583/ 9434209661. (C/113999)

মালবাজার
শ্রীমা ওয়িং স্কেল (কম্পিউটার কাটা মেশিন) ডুয়ার্সে সর্বপ্রথম শোরুম যাহা মালবাজারে 2 No ক্যালট্যাক্স মোড়ে, অঙ্কুর স্কুলের পাশে অবস্থিত। শুভ নববর্ষ 2025। WhatsApp করুন : 9749797970, 8250450521. (114000)

শিবমন্দির
Happy New Year 2025 FIT MAX Physiotherapy and Advanced Fitness Studio, Prasanta Mandal (P.T.), Shibmandir Play Ground M : 7427993535.

Happy New Year - 2025 North Bengal Cycle Mart Shibmandir, Bus stand, Kadamtala, Darjeeling. M : 9932108113.

Happy New Year - 2025 Rita Shoe House Shibmandir, Kadamtala, Darjeeling. M : 8145396479.

Happy New Year - 2025 J. R. Constructions Chaitanyapur, New Rangia Darjeeling, M : 7001207731

Happy New Year 2025 Dosa Junction, Shibmandir Bus Stand, Kadamtala, Darjeeling M : 9679286137

Happy New Year 2025 Hotel Supriyo (AC & Non AC Rooms), Shibmandir, Kadamtala, Darjeeling. M : 9339076086

ময়নাগুড়ি
ময়নাগুড়িবাসীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - বিভাস সাহা

মোহন্ত ভাণ্ডারের পক্ষ থেকে ময়নাগুড়িবাসীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ময়নাগুড়ি ট্যুরিস্ট ব্যুরোর পক্ষ থেকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - উজ্জ্বল শীল

ড্রিম ক্যাটারারের পক্ষ থেকে ময়নাগুড়িবাসীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - স্বপন দে, 9832056351.

দে'জ প্যাথলজিক্যাল ল্যাব-এর পক্ষ থেকে ময়নাগুড়িবাসীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - ধূর্জটি দে।

লোকনাথ বুকস-এর পক্ষ থেকে ময়নাগুড়িবাসীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বিপ্লব দে।

ময়নাগুড়িবাসীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - মুকুল সরকার

ময়নাগুড়ির সকল বিজ্ঞাপনদাতা ও সহ নাগরিকদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - সুভাষ চৌধুরী।

ধূপগুড়ি
সকল উত্তরবঙ্গবাসীকে জানাই ইং নববর্ষের অভিনন্দন। - বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র। ধূপগুড়ি। M : 9733024734.

জননী হোটেল ও রেস্টুরেন্ট এবং উত্তরায়ণ লজের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। M : 9832415577

আমার সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইং নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বিকাশ সরকার, L.I.C. এজেন্ট, সজনাপাড়া, M : 8637062660

সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য রইল ইং নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - দীপক বণিক। LIC এজেন্ট, CMS ক্লাব মেম্বার। M : 7602597685.

ইংরেজি নতুন বছরে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নিরুপমা রায় বর্মন - প্রধান বিভাস রায় - উপপ্রধান গাদং ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, কথাপাড়া।

সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে জানাই নতুন বছরের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - শ্রীমতী চন্দনা রায় - প্রধান, শ্রী সঞ্জীব রায় - উপপ্রধান সাপ্টিবাড়ি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত

সকল পলিসি হোল্ডার ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইং নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। - গৌতম দে (রঞ্জন) U.I.Ins. Co. Ltd. নবজীবন সংঘ, M : 9434606480/ 9734194136.

ফালাকাটা
Happy New Year by Tulsi Dental Clinic, Gopal Biswas, M : 9475107147

Happy New Year to All Customer from Rajesh Mobile, Falakata.

দিনহাটা
ইংরেজি নববর্ষে দিনহাটা শহরবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আগামী দিনগুলি দিনহাটার নাগরিক জীবন সুন্দর ও বর্ণময় হয়ে উঠুক। সকলেই সুস্থ ও ভালো থাকবেন। - শিখা নন্দী, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

দিনহাটা বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সকল দিনহাটাবাসীর প্রতি রইল ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তাহেরুল ইসলাম, সম্পাদক।

ইংরেজি নববর্ষে সকল প্রিয়জন ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, নমস্কার ও শুভেচ্ছা। সকলের সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করি নতুন বর্ষে। নীহার রঞ্জন গুপ্তা, আইনজীবী, দিনহাটা বার অ্যাসোসিয়েশন।

দিনহাটার সমস্ত ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও নাগরিকবৃন্দকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। সকলে সুস্থ ও ভালো থাকুন। বর্ণময় হোক নাগরিক জীবন। -পারমিতা সরকার, প্রিন্সিপাল, শেমরক ফ্লোরেট স্কুল, গোধূলি বাজার, দিনহাটা।

ইংরেজি নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আমাদের শতাব্দী প্রাচীন বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সকল দিনহাটাবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ও নমস্কার। নতুন বর্ষে সকলের জীবন সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক এই কামনা করি। গিরিধারীমল ভৌরীলাল, রংপুর রোড, বড় চৌপথির নিকট, দিনহাটা।

সকল দিনহাটা ও কোচবিহার জেলাবাসীকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। কামনা করি সকলের সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবন। - সুদেব কর্মকার, সহ সভাপতি, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস।

ইংরেজি শুভ নববর্ষে সকল দিনহাটাবাসী ও নাগরিকদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ও নমস্কার। আগামীদিন সকলের সুখ ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক। বর্ণময় হয়ে উঠুক নাগরিক জীবন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। -সাবির সাহা চৌধুরী, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, দিনহাটা পৌরসভা।

দিনহাটা পৌর এলাকার সকল নাগরিককে জানাই ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। নতুন বছরে সকলের সুস্থ ও সমৃদ্ধ জীবন কামনা করি। - রমেন বর্মন, কাউন্সিলার, দিনহাটা পৌরসভা।

ইংরেজি নতুন বর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। - বিষ্ণু বর্মন, বড়ভিটা বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ।

পুরানো বছরের স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানাই। ইংরেজি নববর্ষে সকলের জীবন হয়ে উঠুক বর্ণময়। সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি এই নতুন বর্ষে। এই দিনে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। - অনন্ত বর্মন, সভাপতি, দিনহাটা ১বি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

ইংরেজি নতুন বর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। এই দিনে সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। আগামী দিন সকলের জীবন আনন্দময় হয়ে উঠুক। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। - দীপক ভট্টাচার্য, সভাপতি, দিনহাটা ২নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

২০২৫ ইংরেজি নববর্ষ সকলের জীবনে আনন্দ বয়ে আনুক। সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি হোক তাদের জীবনের প্রাপ্তি। সকল দিনহাটাবাসীকে জানাই এই বিশেষ দিনে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। - মতিউর রহমান, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ, দিনহাটা ১নং পঞ্চায়েত সমিতি।

ইংরেজি নতুন বছরে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। -বিশু রায় প্রামাণিক, সভাপতি, যুব তৃণমূল সিতাই ব্লক।

ইংরেজি নতুন বছর ২০২৫ সকলের কাছে আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। পাশাপাশি সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। - হরিহর রায় সিংহ, আইনজীবী, দিনহাটা বার অ্যাসোসিয়েশন।

পুরোনোকে বিদায় দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত। সকলকে জানাই ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। - জাকারিয়া হোসেন, আইনজীবী ও কাউন্সিলার। দিনহাটা।

ইংরেজি নতুন বছর ২০২৫ সকলের ভালো কাটুক, সুন্দর কাটুক। এই প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে। সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। - রঞ্জিত মণ্ডল, সুপার, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল।

ইংরেজি নববর্ষে সকলকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। নতুন বছরে সকলের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। - বিষ্ণু কুমার সরকার, চেয়ারম্যান, দিনহাটা ২নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

ইংরেজি নতুন বছর ২০২৫ সকলের কাছে আরও সুন্দর হয়ে উঠুক। পাশাপাশি সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। - দীপকচন্দ্র বর্মন, উপপ্রধান, ভেটাগুড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত।

ইংরেজি নববর্ষ সকলের জীবনে আনন্দ বয়ে আনুক। সুখ, সমৃদ্ধে ভরে উঠুক আগামী দিনগুলি। সকল দিনহাটাবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। -দীপক সেন, তৃণমূল কর্মী, দিনহাটা।

ইংরেজি নববর্ষে দিনহাটাবাসীকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আগামী দিনগুলি সুন্দর ও বর্ণময় হয়ে উঠুক। - পুলকচন্দ্র বর্মন, সভাপতি, দিনহাটা এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, এসসি ওবিসি সেল।

মালদা
কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের তরফে নতুন ইংরেজি বছর ২০২৫ এর জন্য সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের সমস্ত সহকর্মী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ-সভাপতি, অন্যান্য জনপ্রতিনিধিবর্গ সহ সমস্ত কুমারগঞ্জবাসীর জন্য নতুন বছর নিয়ে আসুক সুখ, সমৃদ্ধি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের ধারা। - বিডিও, কুমারগঞ্জ ব্লক, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সকল ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও আমার প্রাক্তন শিক্ষক- শিক্ষিকা সহ অন্যান্যদের ইংরেজি নতুন বছর ২০২৫ এর আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। -ডঃ রিপন সাহা, সহকারী অধ্যাপক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। নিবাস-পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পতিরাম ৭ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল জনপ্রতিনিধিবর্গ, সরকারি আধিকারিক, সহকর্মী ও সকল বাসিন্দাদের জানাই ইংরেজি নববর্ষ ২০২৫ এর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। নতুন বছর সকলের জীবনে নিয়ে আসুক সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারা। নতুনভাবে পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে গড়ে তুলতে সকলের সহযোগিতা কামনা করি। -পার্থ ঘোষ, প্রধান, পতিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক-বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

2025 ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন সকল বাসিন্দাকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও উষ্ণ শুভেচ্ছা। নতুন বছর দলমত নির্বিশেষে নিয়ে আসুক সুখ-সমৃদ্ধি- সুস্থতা-সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উন্নয়নের জোয়ার। -আনিসুর রহমান সরকার, সভাপতি, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস, ৪ নম্বর রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক কুমারগঞ্জ, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সকল কৃষক, সহকর্মী ও অন্যান্যদের ২০২৫ এর উষ্ণ শুভেচ্ছা, -মৃদুল হাঁসদা, চেয়ারম্যান, ইছামতি, কুমারগঞ্জ এগ্রো প্রডিউসার কোম্পানি লিমিটেড, দক্ষিণ দিনাজপুর।

২০২৫ নববর্ষে সকল সদস্য, সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনকে জানাই উষ্ণ শুভেচ্ছা, - সাজাহান আলি, সম্পাদক, পতিরাম সাংস্কৃতিক মঞ্চ।

2025 নতুন বছরে সকলকে অন্তরের শুভেচ্ছা, - সাহারা বানু, মকসেদ আহমেদ, রুমানা ইসলাম, আরিয়ান আহমেদ, সামারা আহমেদ, বাঘইট, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সবাইকে 2025 এর শুভেচ্ছা, - রাশেদা খাতুন, বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ইংরেজি ২০২৫ নতুন বছরের শুভেচ্ছা, ভালো হোক সকলের। - রজতনারায়ণ কুণ্ডু, আইনজীবী, গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালত, দক্ষিণ দিনাজপুর।

নতুন ইংরেজি বছরের শুভেচ্ছা, বিশ্ব জুড়ে শান্তি নেমে আসুক, মঙ্গল হোক সকলের। -রাজকুমার জালান, সমাজসংস্কারক ও শুভাকাঙ্ক্ষী, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

নতুন ইংরেজি বছরের শুভেচ্ছা জানাই, ঠাকুর সকলের মঙ্গল করুন, -স্বপন সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

নতুন বছরে সকলকে শুভেচ্ছা, লোকনাথ বিল্ডার্স, নির্মাণ সামগ্রী বিক্রেতা, - প্রোঃ রাজু দাস, হরদিঘি, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর।

নতুন বছরে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকলেই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। -সমীর রাহা, সভাপতি, তপন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস (গঙ্গারামপুর বিধানসভা)

নতুন বছরে গঙ্গারামপুর পুর নাগরিককে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সকলেই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। -জয়ন্ত কুমার দাস, ভাইস চেয়ারম্যান, গঙ্গারামপুর পুরসভা

নব আনন্দে শুভ সূচনায় শুরু হোক এক ঝলমলে নতুন অধ্যায়। নতুন বছরে সকলকে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা। -সুব্রতরঞ্জন ধর, সভাপতি, তপন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস (তপন বিধানসভা)

নতুন বছরে প্রীতি ও শুভেচ্ছা। বছরভর সকলের জীবন ভালো কাটুক। -কৃষ্ণা বর্মন, সভাপতি, তপন পঞ্চায়েত সমিতি

সকল উত্তরবঙ্গবাসীকে ও শুভানুধ্যায়ীদের নতুন বছরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই ও উন্নয়ন কামনা করি। -ডাঃ বিদ্যুৎ বিশ্বাস, আহ্বায়ক, উত্তরবঙ্গ, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সমিতি।

মধুর খোঁজে...। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

যে হাতে আইনের শাসন, সে হাতেই রংতুলি

ছবি এঁকে ক্লান্তি কাটে আইসি'র

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩১ ডিসেম্বর : ঘুম ভাঙার পর থেকে শুরু হয় চূড়ান্ত ব্যস্ততা। পকেটে থাকা মুঠোফোন ঘন ঘন বেজে ওঠে। এখান থেকে, ওখান থেকে ফোন আসছে। ফোনে কখনও অধঃস্তন কর্মীদের একের পর এক নির্দেশ দিয়ে চলেছেন। নির্দেশ ঠিকঠাক পালন না করলে দিচ্ছেন ধমক। ফোন আসে ওপরমহল থেকেও। তাদের রিপোর্ট দিতে হয়।

সারাদিন কাজ একটাই, অপরাধীদের খোঁজা, খোঁজ পেলে তাদের ধাওয়া করা, সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, অপরাধ রহস্যের জট খোলা। মারামারি-ধর্ষণ- শ্লীলতাহানি-খুন তো লেগেই আছে। প্রতিদিন এসবের পিছনে ছুটতে হয় রতুয়া থানার আইসি মানবেন্দ্র সাহাকে। না ছুটে যে উপায় নেই তাঁর। কাজে গাফিলতি হলে যে উপরমহলের কাছে ধমক খেতে হবে।

কাজের শেষে সেই মানুষটাই বাড়ি ফিরলে একেবারে বদলে যান। দিনের মানবেন্দ্র সাহা আর রাতের মানবেন্দ্র সাহার মধ্যে কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। দিনে যাঁর হাতে থাকে বন্দুক, বাড়ি ফিরে সেই মানুষের এক হাতে ওঠে রং, আরেক হাতে তুলি। ক্লান্তি দূর করতে বসে পড়েন ছবি আঁকতে। গভীর রাত পর্যন্ত তন্ময়চিত্তে হ্যান্ডমেড পেপারে একের পর এক ছবি আঁকেন। দীর্ঘ কর্মজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ আজও মনে রয়েছে। ছবিতে তার আবছা প্রতিফলন চোখে পড়ে।

কখনও তাঁর ছবিতে ধরা পড়ে বিষণ্ণ নারী, কখনও শিশু কখনও অশীতিপর বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা। পজিটিভ এনার্জির জন্য রংতুলি দিয়ে কখনো-সখনো আঁকেন প্রকৃতির ছবি। দেখতে চান একটা নতুন ভোরের আলো।

এমনই এক ব্যতিক্রমী চরিত্র মালদা জেলার রতুয়া থানার আইসি মানবেন্দ্র সাহা। যদিও গত সপ্তাহেও তিনি ছিলেন মালদা অপরাধ দমন থানার দায়িত্বে। মানবেন্দ্রবাবুর বাড়ি মালদা শহরের ৩ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনিতে। বাড়ি গিয়ে দেখা গেল,

ছবি আঁকায় মগ্ন মানবেন্দ্র সাহা। মঙ্গলবার মালদায় তোলা সংবাদচিত্র।

আপন মনে ছবি আঁকায় ব্যস্ত মানবেন্দ্র সাহা। কাগজের উপরে ফুটিয়ে তুলছেন কোনও একদিন পথে দেখা এক বৃদ্ধের অবয়ব।

বাড়ির প্রায় প্রতিটি দেওয়ালেই ঝুলছে তাঁর আঁকা জলরং। নানা মাপের। এই শখ কবে থেকে? জিজ্ঞাসা করতেই মানবেন্দ্রবাবু বলেন, 'আমাদের কাজটা খুব কঠিন। সবসময় মানসিক চাপে থাকতে হয়। কাজ করতে গিয়ে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ি। রংতুলি নিয়ে বসলেই ম্যাজিকের মতো সব উধাও। ছবি এঁকে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি।'

তিনি মনে করেন, আগামীদিনে সাইবার ক্রাইম মহামারির আকার ধারণ করতে চলেছে। তাই কাজের চাপ বাড়বে আরও। কাজের চাপে বাড়বে ক্লান্তিও। পুলিশ স্বামীর মনের চাপ কমাতে এগিয়ে আসেন শিক্ষিকা স্ত্রীও। স্ত্রী সংঘমিত্রা সান্ত্রার কথায়, 'জলরংয়ে ছবি আঁকতে সময় অনেকটাই কম লাগে। কিন্তু একবার ছবি আঁকা শুরু করলে শেষ করে উঠতে হয়। তাই অফিস থেকে ফিরে ছবি আঁকতে বসলে ভোর হয়ে যায়। যতটা পারি মানসিকভাবে সাহায্য করি।'

> **আমাদের কাজটা খুব কঠিন। সবসময় মানসিক চাপে থাকতে হয়। কাজ করতে গিয়ে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ি। রংতুলি নিয়ে বসলেই ম্যাজিকের মতো সব উধাও হয়ে যায়।**
>
> **মানবেন্দ্র সাহা**
> **আইসি, রতুয়া থানা**

একটা সময় মালদার পুলিশ সুপার ছিলেন কল্যাণ মুখোপাধ্যায়। তিনিও একজন পুরোদস্তুর শিল্পী। তাঁর কথায় ভেসে আসে মানবেন্দ্র সাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। তিনি বলেন, 'যে হাতে আইনের শাসন, সে হাতেই রংতুলি। মানবেন্দ্র একদিকে যেমন ভালো প্রশাসক, তেমনই শিল্পী।'

নাবালিকাকে আটকে ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত ৩

ফেসবুকে পরিচয় থেকে প্রেমের পরিণতি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন- 'প্রেমেরও জোয়ারে, ভাসাবে দোঁহারে, বাঁধন খুলে দাও'। সেই বাঁধন খুলে প্রেমের জোয়ারে নিজেকে ভাসাতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনল এক নাবালিকা।

সামাজিক মাধ্যমে কিশোরীকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছিল। অ্যাকসেপ্ট করার পর দুইয়ের মধ্যে জমে ওঠে বন্ধুত্ব। চলে মন দেওয়া-নেওয়া। অজানা তরুণের প্রতি বিশ্বাস জন্মে যায়। দুজন দুজনের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর সেই দেখা কাল হল কিশোরীর।

বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে শনিবার রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া পঞ্চায়েতের তাহেরপুরে তরুণের সঙ্গে কিশোরী দেখা করতে গেলে ওই তরুণ তাকে নিয়ে যায় কালিয়াগঞ্জের কুনোরে। সেখানে গিয়েই কিশোরী বুঝতে পারে খাল কেটে কুমির ডেকে এনেছে। তরুণ তাঁকে তিনদিন ঘরে আটকে শুরু করে অত্যাচার। চলে মানসিক নির্যাতন। তরুণকে সঙ্গত দেয় তার বাবা-মা। নাবালিকা বুঝে যায়, এখান থেকে যেভাবেই হোক পালিয়ে যেতেই হবে। না হলে মৃত্যু অনিবার্য।

> **আমার মেয়েকে তিনদিন আটকে রেখে ধর্ষণ, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করেছে ওই তরুণ সহ তার বাবা-মা। রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।**
>
> **নির্যাতিতা কিশোরীর মা**

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানলা ভেঙে ওই তরুণের বাড়ি থেকে পালিয়ে রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয় ওই কিশোরী। খবর যায় মেয়ের পরিবারে। থানায় হাজির হয় মা ও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্য। ওই তরুণ সহ তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে কিশোরীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্ত তরুণ সহ তার বাবা-মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, 'ওই কিশোরীর পরিবারের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য মানিক বর্মন বলেন, 'ওই কিশোরীর সঙ্গে ফেসবুকের মাধ্যমে আলাপ হয়েছিল ওই তরুণের। ওই তরুণ কিশোরীকে তিনদিন ঘরে আটকে লাগাতার নির্যাতনের পাশাপাশি বেধড়ক মারধর করে। তাকে ধর্ষণও করা হয় বলে শুনেছি।' মানিক বর্মন এও বলেন, 'তিনদিন পর ওই কিশোরী জানলা ভেঙে পালিয়ে থানায় আসে। আমরা গতকাল গভীর রাতে রায়গঞ্জ থানায় আসি এবং লিখিত অভিযোগ দায়ের করি।' ওই কিশোরীর মায়ের বক্তব্য, 'আমার মেয়েকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করেছে ওই তরুণ সহ তার বাবা মা। রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

মালগাড়ির ধাক্কায় রেলকর্মীর মৃত্যু

কালিয়াচক, ৩১ ডিসেম্বর : মালগাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক রেলকর্মীর। মৃত কর্মীর নাম দিলীপ মণ্ডল (৫৫)। বাড়ি দরিয়াপুর এলাকায়। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার পাগলাটোলা এলাকার রেললাইনে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

দিলীপবাবু রেলের অস্থায়ী কর্মী ছিলেন। পরিবারের দাবি, তিনি কানে একটু কম শুনতেন। এদিন সকাল আটটা নাগাদ তিনি রেললাইনে কাজ করছিলেন। সেইসময় ফরাক্কার দিকে একটি মালগাড়ি যাচ্ছিল। সেই মালগাড়ির ধাক্কাতেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে স্থানীয়দের দাবি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ ও জিআরপিএফ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেলে পাঠানো হয়।

দিলীপবাবুর আত্মীয় পবন মণ্ডল বলেন, 'সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে কাজে আসেন। কিছুক্ষণ পরেই খবর পেয়ে আমরা ছুটে এসে দেখি, রেললাইনের ধারে তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ পড়ে রয়েছে। তারপরে রেল পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।'

পাওনা টাকা চাওয়ায় মারধর

কালিয়াচক, ৩১ ডিসেম্বর : পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মারধরের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতদের নাম জালালুদ্দিন শেখ (৪৫) ও হালালুদ্দিন শেখ (৪৮)। ধৃতরা সম্পর্কে দুই ভাই। দুজনেরই বাড়ি কালিয়াচকের নয়াগ্রাম এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, মুস্তাক আলি নামে একজন ব্যবসায়ী জালালুদ্দিন শেখকে ৪০০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন। মুস্তাক আলি সেই টাকা চাইতে গেলে জালালুদ্দিন সহ তাঁর পরিবারের লোকজন মুস্তাককে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় মুস্তাক আলি কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরী বলেন, 'মারধর করার অভিযোগে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

রক্ষাকালীপুজো

বুনিয়াদপুর, ৩১ ডিসেম্বর : ধুমধামের সঙ্গে সোমবার রাতে বুনিয়াদপুর কিষান মান্ডিতে পূজিতা হলেন সিংহবাহিনী রক্ষাকালী। বংশীহারী কৃষক বাজার ব্যবসায়ী সমিতি দ্বারা পরিচালিত এই পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা লক্ষ করা গিয়েছে।

কালিয়াচকে বাবাকে জুতোপেটা করে শ্রীঘরে

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ৩১ ডিসেম্বর : টাকা চাইলেই ছেলের অকথ্য অত্যাচারের শিকার হতেন বৃদ্ধ বাবা। কখনও লাঠি নিয়ে মার, কখনও আবার জুতোপেটা। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কালিয়াচক থানার দ্বারস্থ হন বৃদ্ধ। অভিযোগ দায়ের হতেই তৎপর পুলিশ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুণধর ছেলেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম টিংকু শেখ ওরফে রিঙ্কু (২৮)। তার বাড়ি কালিয়াচকের সুলতানগঞ্জ কলেজ মোড় এলাকায়। বৃদ্ধ বাবা-মার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বর্তমানে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রয়েছে টিংকু।

বৃদ্ধ মা-বাবাকে অবহেলা করলে, লাঞ্ছনা করে দূরে ঠেলে দিলে অথবা অত্যাচার করলে তিন মাস থেকে বাড়িয়ে ছয় মাসের হাজতবাস দেওয়ার আইন আনতে চলেছে ভারত সরকার। এই অবস্থায় কালিয়াচকে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধ মা-বাবার ওপর অত্যাচার চালিয়ে অবশেষে শ্রীঘরে আশ্রয় হল গুণধর ছেলের। পুলিশের এই তৎপরতায় খুশি সকলে।

কালিয়াচকের সুলতানগঞ্জ কলেজ মোড়ের বাসিন্দা ফরমান শেখ। স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে নিয়ে তাঁর পরিবার। দরিদ্র পরিবার হলেও ফরমান শেখ ছেলেমেয়েদের অতিকষ্ট করে বড় করেছেন তিনি। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সংসার চলে ছোট ছেলে টিংকুর উপার্জনে। ফরমান শেখ অসুস্থ থাকায় কাজ করতে পারেন না। একমাত্র ছেলের উপরেই ভরসা করে তাদের সংসার চলে। কিন্তু সেই ছেলে এমন অমানবিক হবে ভাবতেও পারেনি কেউ। ছেলের কাছে টাকা চাইলেই বৃদ্ধ মা- বাবার কপালে জোটে লাথি আর জুতোপেটা। মাঝেমধ্যেই নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে ফরমান শেখ ও তাঁর স্ত্রীকে। দীর্ঘদিন ধরেই সব সহ্য করে বাড়িতেই থাকতেন। সমাজের লোককে বলে ছেলেকে শায়েস্তা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। অবশেষে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কালিয়াচক থানার দারস্থ হন ফরমান শেখ। সোমবার সকালে ছেলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। পুলিশ আসার খবর পেয়ে টিংকু বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ভোররাতে ঘরে ফিরতেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনাক্রম

- **বাবা ফরমান শেখ অসুস্থ থাকায় কাজ করতে পারেন না। একমাত্র ছেলে টিংকু শেখের উপরে ভরসা করেই সংসার চলে**
- **কিন্তু ছেলের কাছে টাকা চাইলেই বৃদ্ধ মা-বাবার কপালে জোটে লাথি আর জুতোপেটা**
- **দীর্ঘদিন ধরেই এমন নির্যাতনের শিকার হতে হলেও সব মুখ বুজে সহ্য করতেন তাঁরা**
- **অবশেষে অত্যাচারের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেলে কালিয়াচক থানার দ্বারস্থ হন ফরমান শেখ**

ফরমান শেখের আক্ষেপ, 'ছেলের এই অকথ্য অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই বাধ্য হয়ে ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশের দারস্থ হয়েছি।'

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী জানান, 'বাবা-মাকে অত্যাচার করার অভিযোগে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আদালত রিংকু শেখের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।'

অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ মৃত

মালদা, ৩১ ডিসেম্বর : চিকিৎসাধীন অগ্নিদগ্ধ এক গৃহবধূর মৃত্যু হল মঙ্গলবার। মৃত বধূর নাম প্রিয়াংকা মণ্ডল (২৭)। বাড়ি রতুয়া থানার অন্তর্গত মতিগঞ্জ এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, গত মঙ্গলবার সকালে শ্বশুরবাড়িতে উনুনে রান্না করছিলেন প্রিয়াংকাদেবী। অসাবধানতাবশত উনুন থেকে তাঁর পোশাকে আগুন ধরে যায়। পরিবারের সদস্যরা কোনওমতে আগুন নিভিয়ে তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল এবং পরে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। কিন্তু এদিন সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় প্রিয়াংকাদেবীর। পুলিশ মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত শুরু করেছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত চালক

ইটাহার, ৩১ ডিসেম্বর : সোমবার গভীর রাতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গাড়িচালকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ইটাহার চৌরাস্তা মোড়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃত ব্যক্তির নাম সিরাজুল শেখ (৪৭)। বাড়ি মুর্শিদাবাদের কান্দি থানার কুমড়াই গ্রামে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

রাত ২টো নাগাদ ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে একটি ডাম্পার রায়গঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। তার পিছনে যাচ্ছিল দুধের কনটেনার। চৌরাস্তা মোড়ের কাছে ডাম্পারটি আচমকা ব্রেক কষলে সেটির পিছনে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে কনটেনারটি। ঘটনায় কেবিন দুমড়ে-মুচড়ে তাতে চাপা পড়ে যান কনটেনারের চালক সিরাজুল শেখ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় কনটেনারের চালককে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান।

উত্তুরে হাওয়ার দাপটে শীত বাড়বে গৌড়বঙ্গে

পতিরাম, ৩১ ডিসেম্বর : খুব শীঘ্রই উত্তরের হাওয়ার দাপট শুরু হবে এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে তীব্র শীতে কাহিল হতে পারে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা। মঙ্গলবার এমনই পূর্বাভাস জানিয়েছে মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। ফলে নতুন বছরের শুরু থেকেই প্রবল শীত জনজীবনে বিরাট প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র সূত্রে মঙ্গলবার জানানো হয়েছে, আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত গৌড়বঙ্গে বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রতি ঘণ্টায় ৬-৮ কিলোমিটার বেগে হিমেল হাওয়া বইতে পারে। এইসময় গৌড়বঙ্গের আকাশ প্রধানত পরিষ্কার থাকার কথা। আগামী পাঁচদিন গৌড়বঙ্গে দিনের তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বোচ্চ ২১ এবং সর্বনিম্ন ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। তবে যে কোনও সময় তাপমাত্রার পারদ আরও নীচে নেমে যেতে পারে এবং মাঝারি কুয়াশাচ্ছন্ন থাকতে পারে। এর ফলে দৃশ্যমানতা কমতে পারে। রাস্তাঘাটে সমস্ত যানবাহন ও পথচারীদের সতর্কতার সঙ্গে ও নিয়ন্ত্রিত গতিতে চলাফেরা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

নির্যাতিতার মা-কে চাকরির নিয়োগপত্র

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার্থীকে অপহরণের পর ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ওঠে গত বছর। ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির নেতারা রাস্তায় নামেন এবং পরিবারের পাশে দাঁড়ান। সিবিআই তদন্তের দাবিতে সোচ্চার হন পরিবারের সদস্যরা।

আর ঠিক এক বছর পর মঙ্গলবার সেই নির্যাতিতার মায়ের গলায় শোনা গেল উলটো সুর। তিনি এদিন রায়গঞ্জে বিধায়ক কার্যালয়ে কৃষ্ণ কল্যাণীর মাধ্যমে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন। এমনকি বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। জানা গিয়েছে, তাঁকে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক কর্মীর নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। বেতন মাসে ১০ হাজার টাকা।

বিধায়কের বক্তব্য, গত বছর কালিয়াগঞ্জে এক রাজবংশী নাবালিকার উপর যে নিন্দনীয় ঘটনা ঘটেছিল তাতে কালিয়াগঞ্জ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিজেপি নেতারা পরিবারের পাশে কোনওদিন দাঁড়ায়নি। রাজনীতির ফয়দা তোলার পর তাঁরা সরে যান। কিন্তু মানবিক মুখ্যমন্ত্রী পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেন। বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম কেউই যোগাযোগ রাখেনি ওই পরিবারের সঙ্গে।

> **নির্যাতিতার মা আমার কাছে কয়েকদিন আগে এসে জানিয়েছিলেন তাঁদের সংসার চলছে না। এরপর আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত একটা চাকরির বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন।**
>
> **কৃষ্ণ কল্যাণী, বিধায়ক**

কৃষ্ণ কল্যাণীর দাবি, 'নির্যাতিতার মা আমার কাছে কয়েকদিন আগে এসে জানিয়েছিলেন তাঁদের সংসার চলছে না। এরপর আমি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই। মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত একটা চাকরির বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। রাজবংশী সমাজের পাশে যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তা আবার প্রমাণিত হল।'

অন্যদিকে, নির্যাতিতার মা বলেন, 'দিদি আমাকে কালিয়াগঞ্জে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি খুব খুশি। তবে আমার একটাই দাবি, মেয়ের খুনের সিবিআই তদন্ত চাই। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকব।'

যদিও বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার কটাক্ষের সুরে বলেন, 'রাজ্য সরকার সন্তান না হারালে কাউকে চাকরি দেয় না। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।'

পুরসভার সামনে ধর্নায় অস্থায়ী সাফাইকর্মীরা

পুরসভার সামনে কর্মবিরতিতে সাফাইকর্মীরা। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। - মাজিদুর সরদার।

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : মেলেনি কাজ করেও প্রাপ্য টাকা। প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল থেকে বালুরঘাট পুরসভার সামনে ধর্নায় বসলেন অস্থায়ী কর্মীরা। মূলত পুরসভার অস্থায়ী সাফাইকর্মীরাই এদিন কর্মবিরতি পালন করে ধর্নায় বসেছেন। কর্মবিরতিতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় জঞ্জাল দেখা গিয়েছে। এদিকে বিক্ষোভের মুখে পড়েন পুরপ্রধান। তাঁকে পুরসভাতে ঢুকতে বাধা দেয় আন্দোলনকারী কর্মীরা। যদিও পুরসভায় ঢুকে পড়েন চেয়ারম্যান। তড়িঘড়ি ওই সাফাইকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন চেয়ারম্যান। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর দ্রুত এই সমস্যা মিটিয়ে ফেলার আশ্বাস দেন তিনি। চেয়ারম্যানের আশ্বাসে অবশেষে বিকেলে কর্মবিরতি তুলে নেন সাফাইকর্মীরা।

জানা গিয়েছে, কিছুদিন আগেই বালুরঘাট পুরসভার তরফে অফিসে বসানো হয়েছে বায়োমেট্রিক। কর্মীদের কাজের সুবিধার্থে বায়োমেট্রিক উপস্থিতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। বালুরঘাট পুরসভায় বর্তমানে প্রায় সাড়ে ৮৫০ অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। যার মধ্যে বেশিরভাগই সাফাইকর্মী, গাড়িচালক এবং অন্য কর্মী রয়েছেন। এদিকে বায়োমেট্রিক উপস্থিতি চালু হলেও বিষয়টি অনেকেই জানতেন না। আবার বায়োমেট্রিকে উপস্থিতি দিতে গিয়ে অনেক সময় কর্মীদের মধ্যে অনীহা দেখা দেয়। যার জন্য কাজের উপস্থিতি দিতে পারেনি বহুকর্মী। তাঁরা এনিয়ে পুরসভাকে জানিয়েছেন। তারপরেও কোনও লাভ হয়নি বলেই অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। কেউ এক সপ্তাহের বেতন পেয়েছে, কেউ ১৫ দিনের পেয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, পুরসভায় চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলতে গেলেও চেয়ারম্যান বলেননি। তাই এদিন পুরসভার সামনেই বিক্ষোভ চলতে থাকে। ওই বিক্ষোভ চলাকালীন চেয়ারম্যান পুরসভায় ঢুকতে গেলে তিনিও বাধার মুখে পড়েন। কিছুক্ষণ চেয়ারম্যানকে ঘিরে বিক্ষোভ চলে, এরপর পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পরে চেয়ারম্যান পুরসভায় ঢুকেই ওই কর্মীদের সমস্যা নিয়ে বৈঠক করেন। দ্রুত ওই কর্মীদের বেতন সমস্যা মিটবে বলে দাবি চেয়ারম্যান অশোককুমার মিত্রের।

সমস্যা মেটানোর আশ্বাস চেয়ারম্যানের

তিনি বলেন, 'নভেম্বর মাস থেকে বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর বেশকিছু কর্মী হাজিরা দেননি। কিছুক্ষেত্রে বেতন দিতে গিয়ে কিছু মানুষের সমস্যা হয়েছে। সংখ্যাটা অনেক কম। আজ আমরা বসেছিলাম। গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। অনেকটাই সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছি। খুব দ্রুত পুরো সমস্যা মিটবে। ওরা আমাকে জানিয়েছে, তাঁরা আর কর্মবিরতি করবে না।'

নর্থবেঙ্গল হরিজন অ্যান্ড বাসফোর ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সভাপতি বিজয় বাসফোর বলেন, 'পুরপ্রধানের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন। আমরা কর্মবিরতি তুলে নিচ্ছি। দাবি না মিটলে ফের আন্দোলনে নামব।'

আহত তিন

হরিরামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : হরিরামপুর থানার নাহিট মোড়ে একটি ইলেক্ট্রিক পিলারে ধাক্কা মেরে আহত হলেন বাইকচালক সহ দুজন। আহতরা হলেন শরিফুল ইসলাম (২২), শাহিন ইসলাম (২০) ও সাইফুল ইসলাম (২১)। তিনজনের বাড়ি হাজিরাপুকুর গ্রামে। আইসি অভিষেক তালুকদার জানিয়েছেন, 'আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহত তিনজনকেই প্রথমে হরিরামপুর, পরে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

হাঁসের বাচ্চা বিলি

গাজোল, ৩১ ডিসেম্বর : প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে এবং গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় মঙ্গলবার গাজোল ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৩৫০ জন মহিলার মধ্যে উন্নত প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করা হল। গাজোলের রাজ্য প্রাণী চিকিৎসালয় কেন্দ্রে আয়োজিত হয় এই কর্মসূচি।

ঠ্যাঙাপাড়ার ক্রীড়া

গঙ্গারামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : ঠ্যাঙাপাড়া কিশলয় নার্সারি স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল ঠ্যাঙাপাড়া ফুটবল মাঠে। প্রি-নার্সারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৩০০ জন পড়ুয়া ৩৪টি ইভেন্টে অংশ নেয়।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বঞ্চিত ব্যাধেরা

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৩১ ডিসেম্বর : খোলা জায়গা। একের পর এক খাটানো পলিথিনের তাঁবু। শীত উপেক্ষা করে কুশমণ্ডির মহিষবাথানে এভাবেই থাকেন ব্যাধরা। তাঁদের পেশা বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওষধি গাছের পাতা, ডাল ও শেকড় সংগ্রহ করা। এরপর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে সেগুলো বিক্রি। তা দিয়েই চলে সংসার। বছরের মধ্যে ছ'মাস এভাবেই দিনযাপন করেন তাঁরা।

পঞ্চাশ পেরিয়েছে রুপালি চৌধুরীর বয়স। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের কাছে মিঠুপুরে তাঁর স্বামীর ঘর। জানালেন, 'আমরা আসলে ব্যাধ।' এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন তাঁর ছেলের বৌ ববি চৌধুরী। বনে-জঙ্গলে ছোটখাটো শিকার করলেও মূলত গাছের পাতা, ডাল থেকে শুরু করে শেকড় বিক্রি করেই সংসার চালান।

পলিথিনের তাঁবুতে দিনযাপন। মঙ্গলবার কুশমণ্ডিতে তোলা সংবাদচিত্র।

ভোর হতেই গরম ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়েন পুরুষরা। অস্থায়ী ঠিকানায় তৈরি তাঁবুর নীচে শুয়ে থাকে শিশুরা। মেয়েরা বেরিয়ে পড়েন ভিক্ষে করতে। এরপর সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা। রুপালির বক্তব্য, 'কার্তিক মাসে ভাইফোঁটার পর বয়স্কদের রেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। ফিরব চৈত্র মাসে। ছয় মাসের খাওয়া সহ ব্যবসার টাকা তুলব ঘুরে ঘুরে। কারণ, বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত বাড়িতে থাকি। তখন ব্যবসা হয় না।'

কুশমণ্ডির মহিষবাথানে এসেছেন পার্থ চৌধুরীরা। তার অবশ্য এক সপ্তাহ হয়ে গেল এখানে আসার। দিন দশেক পর চলে যাবেন ইটাহারে। প্রত্যেকের ঘরেই রয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ওরা কেউ স্কুলের মুখ দেখেনি। বাবা, মায়েরও ইচ্ছে নেই পরের প্রজন্মকে স্কুলের মুখ দেখানোর। অলিখিতভাবে এটাই পরম্পরা। রাজ্য সরকারের বাংলা আবাস যোজনার জন্য আবেদন করেছিলেন সকলে। কিন্তু একজনেরও নাম আসেনি।

তবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পান সব মহিলারাই। কিন্তু ওই টাকা দিয়ে চলবে কীভাবে? তাই বাপঠাকুরদার পেশা ছাড়তে মন চায় না কারও। অসম, ত্রিপুরা, নেপাল, ভুটান থেকে বহু মূল্যবান গাছের গুঁড়ি, শেকড় কিনে আনেন ওঁরা। সেইগুলো ছাড়াও পথ চলতে ওষধি গাছে চোখ গেলে আর কথা নেই। রুপালি চৌধুরীর কথায়, 'চিনলে জড়ি, না চিনলে বুনের খড়ি; মানলে ভালো না মানলে কালো।'

জীবনে আসুক নতুনত্ব
স্বর্ণে-রত্নে আভিজাত্য
Happy New Year
2025
Offer period: 29th Dec 24 to 10th Jan 25
Flat 25% off on diamond value of Diamond Jewellery.
Flat 15% off on making charges of Diamond Jewellery.
Upto 20% off on making charges of Gold Jewellery.
Assured gift on every purchase worth more than ₹10000.
TDJ
THE DACCA™
JEWELLERS
*Condition apply
Bidhannagar More, Mohanbati, Raiganj | Ph : 03523-252407 | +91 9475587416 | Follow us on:

■ ৪৫ বর্ষ ■২২৩ সংখ্যা, বুধবার, ১৬ পৌষ ১৪৩১

ভাতা আর কতদিন

ভাতা'র প্রতিযোগিতা যেন। যে যখন ক্ষমতায়, সে তখন ভাতা বিলোয়। বিরোধী দলে থাকলে সেই মুরোদ থাকে না। তবে প্রতিশ্রুতি বিলোনোয় কেউ পিছিয়ে থাকে না। বিশেষ করে ভাতা বিলিতে। ক্ষমতায় এলে এখনকার শাসকের চেয়ে বেশি ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখন জলভাত। ভাতাও যে কত রকম! ভাতা পেলে মানুষের সুবিধা হয় বৈকি। রোজগার সামান্য হলে ভাতা পেলে জীবনধারণ কিছুটা সহজ হয়।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো ভাতা থাকলে মেয়েদের দারিদ্র্যের কারণে স্কুলছুট হওয়ার সম্ভাবনা কমে। জীবনসায়াহ্নে এসে বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা গরিবের কত যে উপকারে লাগে, তা বোঝানোর দরকার হয় না। সব ভাতা'র জাত-চরিত্র এক নয়। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বয়স, আয় নির্বিশেষে সকলের জন্য। তাতে গরিব মহিলাদের আত্মনির্ভরতা বাড়ে বৈকি। কিন্তু যাঁদের পরিবারে আর্থিক অসচ্ছলতা নেই, তাঁদের জন্য? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

অথচ বন্ধ কারখানা বা চা বাগানে 'ফাওলই' (ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স টু দ্য ওয়ার্কার্স ইন লকড আউট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট) না থাকলে অনাহার-অর্ধাহার নিশ্চিতভাবে ভবিতব্য হত শ্রমিক পরিবারের। ধর্মীয় কারণেও নানা ভাতার প্রচলন আছে। পুরোহিত ভাতা, ইমাম ভাতা ইত্যাদি। সরকারের চালু করা এত রকমের ভাতা'র নিশ্চিতভাবে কিছু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। তবে সেইসব ক্ষেত্রে তো বটেই, অন্য ক্ষেত্রে ভাতা'র উদ্দেশ্য পুরোপুরি রাজনৈতিক।

পুরোহিত ভাতা, ইমাম ভাতা'র প্রচলন আগেই হয়েছে। সদ্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সৌজন্যে সংযোজন হল গুরদোয়ারার গ্রন্থীদের জন্য ভাতা। দিল্লির নির্বাচনের আগে আপ প্রধানের এই আশ্বাসবাণী ১০০ শতাংশ রাজনৈতিক। বিজেপিকে মোকাবিলায় অনেকদিন থেকে নরম হিন্দুত্বে ভর করে চলেন কেজরিওয়াল। সেই অস্ত্রে আরও কিছুটা ধার শানাতে যোগ হল পুরোহিত ও গ্রন্থী ভাতা। পরিমাণটা একেবারে কম নয়। মাসে মাথাপিছু ১৮ হাজার টাকা।

দিল্লির জনসংখ্যায় হিন্দু, শিখদের সংখ্যাধিক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোন উদ্দেশ্যে কেজরিওয়ালের এই নতুন ভাতা'র আশ্বাস। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভাতায় বাংলায় মহিলা ভোটব্যাংক মজবুত করে ফেলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা রাজনৈতিক গুরুত্বকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বলে প্রশ্ন উঠছে। সহজ, সরল বাস্তবতা হল, কাজ দেওয়ার ক্ষমতা নেই বলে ভাতা'র মুষ্টিভিক্ষা। যাতে নিশ্চিতভাবে কিছু মানুষের খিদে নিবারণ হবে। খেয়ে-পরে বাঁচার ব্যবস্থা থাকবে। আবার ভাতাকে ব্যবহার করে ভোটকে কোঁচড়ে বেঁধে রাখা যাবে।

ভাতা'র এই নানাবিধ জাদু ক্ষমতার জেরে অসন্তোষ, আন্দোলন ইত্যাদিকেও বাক্সবন্দি করে ফেলা যায়। চেষ্টা করলেও তাই পুরোনো দিনের মতো ইতিহাস সৃষ্টিকারী খাদ্য আন্দোলন, বাস-ট্রাম বৃদ্ধির আন্দোলন ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। যেমন অসম্ভব ১৯৭৫-এর ঐতিহাসিক রেল আন্দোলন কিংবা চা শ্রমিকের বোনাস আন্দোলন পুনরায় সংগঠিত করা। আন্দোলন-বিক্ষোভের এই স্থবিরতা রাজনৈতিক দলগুলির সামনে নানা সুযোগ এনে দিয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, পরিকাঠামোর বিকাশ ইত্যাদির বদলে ভাতা সর্বরোগহর ওষুধ হয়ে উঠেছে। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাতা শ্রমনির্ভর নয়। শ্রমনিবিড়তার বালাইও থাকে না। ফলে ভাতা'র কারণে সমাজে, রাষ্ট্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোনও সম্পদ সৃষ্টি হয় না। ভাতা হয়ে উঠেছে ভোটের অন্যতম হাতিয়ার। ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচারের চেয়ে ভোট সংগ্রহে ভাতা অনেক বেশি সহজ মাধ্যম।

শ্রমনির্ভর নয় বলে ভাতাপ্রাপকদের রাষ্ট্রের জন্য, সমাজের জন্য কোনও অবদান রাখার দায় থাকে না। সমাজে গত কয়েক বছরে ভাতাপ্রাপক শ্রেণি জন্ম নিয়েছে। তাতে তাদের জীবনধারণ সহজ হয়েছে। কিন্তু এই ভাতা-রাজে দেশের এবং মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক বিকাশের পথ সুগম হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

অথচ ভাতা প্রথা বিলোপ করার কোনও ইচ্ছে কোনও রাজনৈতিক দলগুলির আছে বলে মনে হয় না। বরং এই প্রথা ছাড়া কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর কোনও উপায় এখন দলগুলির সামনে যেন নেই। মতাদর্শ হারিয়ে গেলে দেউলিয়াপনা এমনই হয়।

অমৃতধারা

অবতার ভক্তের জন্য, জ্ঞানীর জন্য নয়। ঈশ্বর অনন্ত হউন, আর যত বড়ই হউন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর দিয়ে আসতে পারে ও আসে। প্রেম, ভক্তি শেখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। অবতারকে দেখা যা, ঈশ্বরকে দেখাও তাই। যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে- গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না। সরল না হলে চট করে ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেনেই শুনবেন।

-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

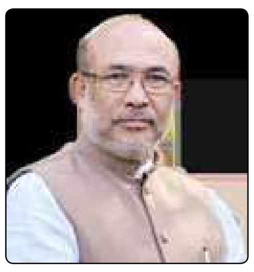

আলোচিত

গোটা বছরটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে কাটল। এই সময়ে বহু মানুষ প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। বহু মানুষকে ভিটেমাটি ছাড়তে হয়েছে। আমি সত্যিই তার জন্য খুব দুঃখিত। আমি অনুশোচনা বোধ করছি। ২০২৩-এর ৩ মে থেকে ঘটা সমস্ত ঘটনার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে ক্ষমা চাইছি।

- এন বীরেন সিং

ভাইরাল

রানির দক্ষতায় তাজ্জব নেটিজেনরা। ভাবছেন সে আবার কে? রানি হল একটি বাঁদর। গ্রামবাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বাস তার। সম্প্রতি এক বাড়িতে রানিকে বাসন মাজতে, রুটি বেলতে ও মশলা পিষতে দেখা গিয়েছে। ঝড় তুলেছে সেই ভিডিও।

আজ

১৮৯৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

১৯০৩

পল্লিকবি জসিমউদ্দিনের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

১ জানুয়ারি, ১৮৮৬। কাশীপুরের উদ্যানবাটী। ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন শয্যা ছেড়ে। বললেন, আজ আমি অনেক সুস্থ। আমাকে সাজিয়ে দে। আজ আমি বাগানে নামব।

মাথায় কানঢাকা টুপি, মুখে অলৌকিক অপূর্ব জ্যোতি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শ্যামপুকুর বাটীতে সকাল। কলকাতার শীতের সকাল যেমন হয়। ঘিঞ্জি এলাকা। গায়ে গায়ে বাড়ি। খোলা উনুনের ধোঁয়া ভারী বাতাসের সঙ্গে জড়িয়ে আচ্ছাদনীর মতো ঝুলে আছে। ম্যাটম্যাটে রোদ। পল্লির জেগে ওঠার মিলিত মিশ্রিত যাবতীয় শব্দ। বারান্দায় কাকের কর্কশ চিৎকার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানায় উঠে বসেছেন। কণ্ঠক্ষতের চিকিৎসার জন্যে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামপুকুর বাটীতে এসে উঠেছেন। বাড়ির মালিক গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ঠিকানা ৫৫ শ্যামপুকুর স্ট্রিট। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্তরাই বাড়িটি ঠিক করেছেন। শ্যামপুকুর স্ট্রিট শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত। এই রাস্তায় তাঁর অনেক ভক্ত থাকেন। নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, ঠাকুর তাঁকে কাপ্তেন বলে সম্বোধন করেন। প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের মোটা বামুন। কালীপদ ঘোষ, গিরিশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ, ঠাকুরের বিশেষ কৃপাধন্য। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে 'দানা' বলে ডাকেন, সেইজন্যে রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে তিনি 'দানাকালী'। সুগায়ক, বেহালা এবং বংশীবাদক। এঁর বাঁশি শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এই ভাঙাবাড়ির দেখাশোনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সাজানো-গোছানো যাবতীয় দায়িত্ব দানাকালীর। অদূরেই তাঁর বাড়ি, ২০ শ্যামপুকুর লেন। এইসব ভক্তর বাড়িতে ঠাকুর একাধিকবার এসেছেন।

ঠাকুর তাকিয়ে আছেন দেওয়ালে টাঙানো নানা ছবির মধ্যে বিশেষ একটি ছবির দিকে— যশোদা ও বালগোপাল। পাশেই আরেকটি ছবি— মনোরম সংকীর্তনের দৃশ্য। যেদিন বলরামবাবুর বাড়ি ছেড়ে সন্ধ্যার সময় এই বাড়িতে এলেন, শুক্রবার, ২ অক্টোবর ১৮৮৫, সেদিন ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত লণ্ঠন তুলে তুলে ছবি দেখাচ্ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন বাদুড়বাগানের নবগোপাল ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, ছবিতে আপনি আপনাকেই দেখছেন।

নবগোপাল ঠাকুরের মধ্যে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেছিলেন। ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছেন ঠাকুর। বাদুড়বাগানের স্মৃতি ভেসে আসছে। নবগোপালের বাড়ির উঠোনে সে কী নৃত্যগীত! ঠাকুর তাকিয়ে আছেন, ভাবছেন, কোথায় দক্ষিণেশ্বর আর কোথায় উদ্যানবাটীর পরিবর্ত এই শ্যামপুকুর বাটী! শীত-শীত, ভিজে-ভিজে বদ্ধ একটা পরিবেশ। ভাবছেন, সারদার জীবনে মা সাংসারিক শান্তি আর দিলেন না! এই তো ছাদে ওঠার সিঁড়ি, ছাদের দরজার পাশে চারহাত মতো আচ্ছাদিত চাতাল, সেইখানে ভোর তিনটে থেকে রাত এগারোটা। রাত দুটোয় উঠে স্নান, শৌচ সারেন, কারণ একটিমাত্র শৌচালয়। ভক্ত সেবক অনেক। ঠাকুর সকালে আহার করেন, ভাতের মণ্ড, ঝোল আর দুধ। সন্ধ্যায় দুধ আর যবের মণ্ড। সবই তরল। মা সারাদিন ওই জায়গাটিতে বসে এইসব পথ্য তৈরি করেন। অবসরে ধ্যান-জপ। সাহায্য করেন ভক্তিমতী সেবিকা গোলাপ-মা। দোতলার পশ্চিম প্রান্তে ছোট্ট একটি ঘর মায়ের জন্যে নির্দিষ্ট। সেই ঘরে আসতে আসতে রাত এগারোটা। এত ভক্তের আসা-যাওয়া, ডাক্তার-বদ্যি। কেউ জানেন না— মা কোথায়! তিনি অন্তরীক্ষে।

বেলা বাড়ল। গলার ক্ষতও বাড়ছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধে কিছু ভালো ফল পাওয়া গিয়েছিল। কলকাতার বিশিষ্ট কবিরাজবৃন্দ, গঙ্গাপ্রসাদ, গোপীমোহন, দ্বারিকানাথ, নবগোপাল আগেই রোগ পরীক্ষা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কবিরাজি শাস্ত্রে এই ব্যাধির নাম রোহিণী, অর্থাৎ ক্যানসার। দুশ্চিকিৎস্য। এখন দেখছেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার। তিনি ঠাকুরের নাড়ি পরীক্ষা করছেন। হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, বাড়ল কেন? কাল

আবার রক্ত পড়েছে? তাহলে ক্ষত ক্রমশই বাড়ছে। ওষুধটা ধরেও ধরল না। মনে হয়, খাওয়ার কোনও অনিয়ম হয়েছে? ঝোল খাও?

ঠাকুর বললেন, ওই, যতটুকু গলা দিয়ে নামে।

আচ্ছা, বলো তো, ঝোলে কী কী আনাজ পড়ছে?

ওই তো, আলু, কাঁচকলা, বেগুন, দু-এক টুকরো ফুলকপি।

ডাক্তার সরকার আঁতকে উঠে বললেন, অ্যাঁ— ফুলকপি খেয়েছ? ঠিক ধরেছি, খাওয়ার অত্যাচার। ফুলকপি বিষম গরম, দুষ্পাচ্য! ক-টুকরো খেয়েছ?

ঠাকুর অপরাধী বালকের মতো মুখ করে বললেন, একটুকরোও তো খাইনি, তবে ঝোলে ছিল।

এই জন্যেই!

ঠাকুর আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি গো! কপি খেলুম না, পেটের অসুখও হল না। ঝোলে সামান্য একটু কপির রসের জন্য ব্যারাম বেড়ে গেল? অবাক কথা। মানতে পারছি না।

ডাক্তার বললেন, ওই একটুতেই যে কত অপকার করতে পারে, তোমার ধারণা নেই। আমার জীবনের একটা ঘটনা তাহলে শোনো। শুনলে বুঝতে পারবে। আমার হজমশক্তিটা বরাবরই কম। মাঝে মাঝেই অজীর্ণে খুব ভুগতে হত। সেই জন্যে খাদ্য সম্পর্কে আমি খুব সতর্ক। একটা নিয়ম মেনে চলি। দোকানের কোনও জিনিস খাই না। ঘি, তেল পর্যন্ত বাড়িতে করিয়ে নিই। তবু একবার খুব সর্দি থেকে ব্রংকাইটিস হয়ে গেল। কিছুতেই সারছে না। তখন মনে হল, নিশ্চিত খাবারে কোনও দোষ হচ্ছে। সন্ধান করে কোনও দোষই খুঁজে পেলুম না। তারপর হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, যে গোরুটার দুধ খাই, সেই গোরুটাকে কাজের লোক কতগুলো মাষকলাই খাওয়াচ্ছে। জিজ্ঞেস করে জানলুম, কোথা থেকে কয়েক মন ওই কলাই পাওয়া গিয়েছিল, সর্দির ভয়ে কেউ খেতে চায় না বলে কিছুদিন ধরে গোরুকে খাওয়ানো হচ্ছে। তখন দিন হিসেব করে পেলুম, যবে থেকে গোরু মাষকলাই খাচ্ছে, প্রায় সেই সময় থেকেই আমাকে সর্দিতে ধরেছে। বন্ধ করো। বন্ধ করো। কলাই খাওয়ানো বন্ধ করার কয়েকদিন পরেই আমার সর্দি কমতে লাগল। অনেক দিন ভুগলুম। বায়ু পরিবর্তনে হাজার পাঁচেক গেল। কী থেকে কী হয়, বুঝলে তো!

ঠাকুর খুব আনন্দ পেয়েছেন। হাসতে হাসতে বললেন, ও বাবা, এ যে দেখছি তেঁতুলতলা দিয়ে গিয়েছিল বলে অম্বল হল, প্রায় সেইরকম।

ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই হাসছেন। বোঝার উপায় নেই, অসুখ না উৎসব! ওই যেমন বলে দিয়েছেন, রোগ জানুক আর দেহ জানুক। থাক শালার দেহ একা পড়ে। মন তুই পালিয়ে আয়, ভ্রমরের মতো মজে থাক শ্যামাপদ নীলকমলে। যেমন বলেছিলেন, থাক শালার 'আমি' দাস 'আমি' হয়ে।

ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, শুধু ওষুধ নয়, ওষুধ, পথ্য, পরিবেশ-ট্রিনিটি। পরিবেশ পালটাতে হবে। এখানে চিকিৎসা হবে না। খোলামেলা, আলো ঝলমলে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ চাই। দক্ষিণেশ্বরে যাঁর এত বছর কেটেছে, তাঁর পক্ষে এই জায়গা আরোগ্যের প্রতিকূল। হবে না! দিস প্লেস ইজ আনসুটেবল। একটা বাগানবাড়ির চেষ্টা করো।

কথা শেষ করে ঠাকুরের মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ হাসি হাসি মুখে বললেন, বেশ আছ পরমহংস! রোগ জানুক আর দেহ জানুক! এদিকে ভেবে ভেবে আমাদের রাতের ঘুম চলে গেল। শোনো, তুমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছ। শরীরে রক্ত কমে গেছে। খাব না বললে হবে না, তোমাকে কচি পাঁঠার সুরুয়া খেতে হবে। আমি এখন যাচ্ছি, আবার আসব। তোমার প্রেমে পড়ে গেছি পরমহংস। মহেন্দ্র সরকারের এই রকম কখনও হয়নি, বুঝলে!

সুপুরুষ সাহেবি মেজাজের কট্টর যুক্তিবাদী ডাক্তার সরকার চলে গেলেন। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তরল পথ্য একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছিলেন। গিলতে পারছেন না। অতি কষ্টে একটু! কপালে ঘাম ফুটে গেছে। ডাক্তার একদৃষ্টে দেখছিলেন। তাঁর মতো কঠিন মানুষের মুখেও বেদনার ছায়া। তিনি চলে যাওয়ার পর নরেন্দ্রনাথ বললেন, ডাক্তার খুব লোক।

ঠাকুর বললেন, খু-উ-ব! গৃহী ভক্ত, মুরুব্বি মানুষ, রামচন্দ্র দত্ত মশাই এতক্ষণ দূরে বসেছিলেন। কাছে এসে বললেন, ডাক্তার সরকার তো বলে গেলেন, এবার তাহলে আপনার জন্যে কলকাতার বাইরে একটা বাগানবাড়ি দেখি?

ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ, এখানে হজম খিদে কিচ্ছু হচ্ছে না। রামবাবু মনে মনে ভাবছেন, শুধু বাড়ি নয়, বাগানবাড়ি। এমন বাড়ি কোথায় মিলবে। বাগানবাড়ির মালিকরা অবশ্যই বড়লোক। শখের বাগানবাড়ি কোন দুঃখে ভাড়া দিতে যাবে। রাম দত্ত মশাই হাতজোড় করে ঠাকুরকেই জিজ্ঞেস করলেন, আজ্ঞে, বাড়ি কোন অঞ্চলে অনুসন্ধান করব?

ঠাকুর ঈষৎ হেসে বললেন, আমি কী জানি! সে তো তোমরাই জানবে।

রামবাবু মনে মনে বললেন, প্রভু! আমাদের সঙ্গে এখনও আপনার এই ভাব! বলে দিন কোনদিকে যাব? সব জানেন আপনি। অনর্থক ঘুরিয়ে মারবেন না। প্রকাশ্যে যা বললেন, তা হল— কাশীপুর, কি বরাহনগর অঞ্চলে চেষ্টা করব?

ঠাকুর ইঙ্গিতে জানালেন, করো। অঘ্রান শেষ হতে চলল, যা করার এই মাসেই করতে হবে। পৌষে ঠাকুর বাড়ি বদলাতে চাইবেন না। ঠাকুরের আরেক পরম ভক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী। ছোটখাট জমিদার। কাশীপুরে তাঁর বাড়ি। বেদান্তবাদী। বড় মজার মানুষ। নিজেকে অতিরিক্ত জাহির করার দোষে হাস্যাস্পদ হতেন পদে পদে। ছেলের নাম রেখেছেন, মৃগাঙ্ক মৌলি পুততুণ্ডী। বাড়িতে একটা হরিণ আছে, তার নাম কপিঞ্জল। তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম, আগমাচার্য ডমরুবল্লভ। তিনি একতারা বাজিয়ে প্রণবোচ্চারণ, ওঁ ওঁ করেন। মাঝে মাঝে হুংকারধ্বনি। কুলকুণ্ডলিনী জাগছে। বাড়িতে প্রতিষ্ঠাতা দেবী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা। জগদ্ধাত্রীপুজোও হত। সে যাই হোক, রাম দত্ত মশাই এই মহিমবাবুর যোগাযোগে কাশীপুরের মতিঝিলের উত্তরে কাশীপুর রোডের ওপর রানি কাত্যায়নীর জামাই গোপালচন্দ্র ঘোষের বাগানবাড়িটি ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় পেয়ে গেলেন। এগারো বিঘা চার কাঠার কিছু বেশি জমির ওপর এই উদ্যানবাটী। দুটি পুকুর। উত্তর-পূর্ব ধারেরটি বিশাল। স্বচ্ছ টলটলে জল। প্রশস্ত শান বাঁধানো ঘাট। পশ্চিমেরটি একটু ছোট। দুটি পুকুরের মাঝে প্রায় গোলাকার ইট বাঁধানো পথ। অতি সুন্দর উদ্যান ঘেরা দোতলা একটি বাড়ি। নীচে চারখানি, ওপরে দু'খানি ঘর। দোতলায় রেলিংঘেরা স্বল্প পরিসর সুন্দর একটি ছাদ। দোতলায় ওঠার ঝকঝকে কাঠের সিঁড়ি।

প্রথমে ঠাকুর আঁতকে উঠেছিলেন, বলো কি? মাসে আশি টাকা! আমার জন্যে আশি টাকার বাড়িতে কাজ নেই বাপু! যা থাকে বরাতে, দক্ষিণেশ্বরেই বরং ফিরে যাই।

শ্যামপুকুরে অবস্থানের আজ শেষ দিন। ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮৫। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্যামপুকুর-লীলার এই শেষ সন্ধ্যা। ঘরে ঠাকুরের প্রবীণ ভক্তদের অনেকেই ছিলেন। তাঁরা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, টাকার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। ঠাকুর বললেন, একটি শর্তে আমি যেতে পারি, যদি ওই আশি টাকা ভাড়ার পূর্ণ দায়িত্ব সুরেন্দ্র নেয়।

সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে রাজি। ১ জানুয়ারি, ১৮৮৬। কাশীপুরের উদ্যানবাটী। ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন শয্যা ছেড়ে। বললেন, আজ আমি অনেক সুস্থ। আমাকে সাজিয়ে দে। আজ আমি বাগানে নামব।

ছুটির দিন। ভক্তসমাগমে উদ্যান আজ প্রাণোচ্ছল। বাহির উদ্যানের ভক্তরা হঠাৎ অবাক হয়ে দেখছেন, এ কী! ঠাকুর আসছেন। স্বয়ং ঠাকুর এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে! অপূর্ব সাজ। সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত। মাথায় সবুজ বনাতের কানঢাকা টুপি। মুখে অলৌকিক, অপূর্ব এক জ্যোতি।

ঠাকুর ঘুরে দাঁড়ালেন। উদ্ভাসিত রূপ। এ পর্যন্ত কেউ দেখেনি ওই রূপ। কোথায় অসুখ! জ্যোতির্ময়। সামনে ভক্তবৃন্দ। ঠাকুর তখন বললেন, তোমাদের কি আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।

১ জানুয়ারি, যেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন পরমহংস।

জনমন জনমত

'ধর্ষণ' শব্দটি যেন আর না শুনতে হয়

গত বছর ঘটে যাওয়া আরজি করের নৃশংস ঘটনা আমাদের কারও অজানা নয়। এছাড়া সংবাদপত্রে, টিভিতে, সামাজিক মাধ্যমে আমরা প্রায় প্রতিদিনই ধর্ষণের খবর, শ্লীলতাহানির খবর পড়ে চলেছি।

শিশু-প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা কেউই এই ধর্ষকাসুরের কবল থেকে নিষ্কৃতি পায় না। সর্বোপরি তিলোত্তমার প্রতি হওয়া ঘটনাটি তো সব ভাবনার বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। আমরা আজও জানি না তিলোত্তমা সুবিচার পাবে, নাকি দোষী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে।

তাই নতুন বছরে যাতে আর কোনও নারীকে ধর্ষিতার বিশেষণে ভূষিতা হতে না হয় সেটাই চাই। প্রত্যেক নারীকে যথাযথ সম্মান দেওয়া হোক। পুরুষত্বের অধিকার নিয়ে নারীর দেহ খুবলে খাওয়া, অবশেষে প্রমাণ লোপাটের জন্য তাকে হত্যা করা, এসব বন্ধ হোক। নতুন বছরে যেন আর কোনও ধর্ষণ বা নারী অপমানের ঘটনা না ঘটে। পাশাপাশি যে বা যারা নারীর প্রতি কুদৃষ্টি দেবে বা নারীকে অসম্মান, অপমান করবে তাদের যেন কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হয়। নতুন বছরে 'ধর্ষণ' শব্দটির যেন চিরবিদায় ঘটে।

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

নতুন ভাবনা বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হোক নতুন বছর

ছবি : আবির চৌধুরী

শিবরাম চক্রবর্তী রসিকতা করে একবার বলেছিলেন, 'নতুন বছর নিয়ে অত মাতামাতি করার কিছু নেই, কারণ কোনও নতুন বছরই এক বছরের বেশি টেকেনি।' রসিকতার সুরে বলা হলেও এর চেয়ে সত্যি আর কী আছে। তবে আমার মনে হয় নতুন বছরে যে মাতামাতি বা হুল্লোড়, তার থেকেও বেশি জরুরি নতুন বছরে নতুন কোনও ভাবনার জন্ম হল কি না কিংবা পুরোনো কোনও ভাবনার বদল হল কি না সেটা দেখার।

পৃথিবীর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, এই নতুন ভাবনা যাদের হাত ধরে আসে, তারা হল নতুন প্রজন্ম। নতুনরাই পুরোনো ধারণা ভেঙে দেয়, নতুন ভাবনার ভিত্তি গড়ে। এই বছরের শেষের দিকেও নতুন প্রজন্মের দুজন প্রতিনিধি এমন কাজ করলেন, যাতে পুরোনো কিছু মিথ ভেঙে গেল, নতুন ইতিহাস লেখা হল। এদের মধ্যে প্রথমজন অবশ্যই ভারতীয় তরুণ দাবাড়ু গুকেশ দোম্মারাজু। এতদিন সবচেয়ে কম বয়সে দাবায় বিশ্বজয়ের নজির ছিল গ্যারি কাসপারভের। গ্যারি মাত্র বাইশ বছর বয়সে এই অসাধ্যসাধন করেছিলেন। কিন্তু গুকেশ সেখানে বিশ্বজয় করলেন মাত্র আঠারো বছর বয়সে। গুঁড়িয়ে দিলেন যাবতীয় রেকর্ড, প্রমাণ করলেন বয়সই আসলে একটা মিথ।

সেই কবে সুকান্ত ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ/ স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,/ আঠারো বছর বয়সেই অহরহ/ বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।' গুকেশকে দেখে মনে হল যেন এই কবিতাই আবার নতুন করে পড়লাম।

দ্বিতীয় যে তরুণ নতুন করে ইতিহাস লিখলেন তার নাম নীতীশ রেড্ডি। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের হয়ে এর আগে আট নম্বরে ব্যাট করতে অনেকেই নেমেছেন, কিন্তু শতরানের মুখ দেখেননি কেউ। নীতীশ প্রমাণ করলেন, কত নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছে সেটা বড় কথা নয়, দিনের শেষে শেষকথা বলবে কত রানে শেষ করছ সেটা। শুরুটা দেরিতে হলেও ফার্স্ট হওয়া যায়, বছরের শেষে এই ভাবনাতেই যেন সিলমোহর পড়ল।

পুরোনো বছরকে বিদায় দিয়ে আরেকটা নতুন বছরে পা রাখলাম আমরা। গুকেশ কিংবা নীতীশের মতো আগের বছরে যারা নতুন কিছু পথ, নতুন কিছু ভাবনার রাস্তা খুলে দিয়েছেন, এই বছরেও নিশ্চয়ই অন্য কেউ সেই কাজটা করবেন। তাই চাইব, এই নতুন বছরটাও বরং হোক নতুন ভাবনা, নতুন বাঁক বদলের সাক্ষী।

অরিন্দম ঘোষ
মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

মতিস্থির না থাকলে আশা পূরণ অসম্ভব

আমরা বছরের শেষ সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় বসে নতুন বছরের উজ্জ্বল আলোর কথা ভাবতে ভালোবাসি। ৩৬৫ দিন আয়ু নিয়ে সকলে সুস্থ থাকুক কামনা করি। কিন্তু আমাদের ঘনঘোর উদযাপন মাঝে মাঝে যে ঘোরতর সমস্যা তৈরি করে সেসব নিয়ে ভাবি না। ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টার পর দুমদাম শব্দবাজি আর ঝিনচাক ডিজে নিয়ে সে যে কী চরম হল্লা! তাতে যদি দূষণ ছড়ায় আমরা কী করতে পারি? অতশত ভাবলে তো নতুন বছরকে বরণ করাই যাবে না! তারপর আছে 'রেজোলিউশন'। এটা করব না, ওটা খাব না - এইসব জিনিস মেনে চলব ইত্যাদি।

এই যে কথা দেওয়া, সে নিজেকে হোক অথবা পরকে এবং ঝটপট ভুলে যাওয়াটাও একটা অভ্যাস। আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিও থাকে। আরে বাবা! সব তো ছিল কথার কথা। দিতে হয় তাই দেওয়া। রাখারাখির বালাই থাকবে না এটাই তো দস্তুর। তবুও প্রত্যাশার একটা চোরাস্রোত বয়ে যায় আমাদের মন সায়রে। ছেড়ে আসা বছরের যত ঘিনঘিন, যত টনটন, যত রে-রে সব যেন আর ফিরে না আসে। নতুন বছরটা যেন ফুরফুরে থাকে। টুকটাক তরবেতর তো হবেই, তবুও সব যেন গোছগাছ থাকে। তছনছ যেন না হয়।

প্রত্যাশাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে যত্নশীল প্রয়াস দরকার, অধিকাংশ সময় সেটা আমরা শেষপর্যন্ত ধরে রাখতে পারি না। এই না পারার মূলে রয়েছে আমাদের মতিগতি। তার রূপ আর স্বরূপ প্রতি মুহূর্তে পালটে যায়। ফলে হোঁচট খায় প্রত্যাশা। তখন সে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে না।

এসব প্রতি বছরের চিত্র। চিত্রের মান বাড়ে-কমে, এটা যেমন অটুট সত্য, তেমনি সব ভাবনার শেষরক্ষা হয় না- এটাও কিন্তু মিথ্যে নয়। তাই দোষারোপ নয়, নয় কোনও অজুহাত। শুধু এতটুকুই কামনা, নতুন বছরটা ঝকঝকে থাকুক।

তাপসী দে, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০২৮

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। মেঘের গর্জন ৫। ভোজবাজি, ধোঁকা ৬। উড়োজাহাজ, বিমান ৮। আবির, হোলি ৯। প্রহার, বুদ্ধের তপস্যার বাধাসৃষ্টিকারী অপদেবতাবিশেষ ১১। বকজাতীয় পাখিযুগল, খুব অন্তরঙ্গ দুজন ১৩। ফৌজদারি উচ্চ আদালত ১৪। নাকাল, পর্যুদস্ত, দুশ্চিন্তা বা পরিশ্রমে জর্জরিত এমন।

উপর-নীচ : ১। ইংরেজি বছরের একটি মাস ২। নকল, কৃত্রিম, জাল ৩। বিশেষ সুবিধা, সুবর্ণ সুযোগ ৪। ঠিকানা, বাসস্থান ৬। অগ্রভাগ, আগা, আগুন ৭। পুঁটিমাছ ৮। পার্থক্য, প্রভেদ, তফাত ৯। ফেন, কাই, আঠা ১০। থেমে থেমে, বিরামযুক্ত ১১। শ্রীকৃষ্ণ, বসন্তকাল ১২। উলুধ্বনি, ভাঁড়, চিত্রিত বাড়তি তাসবিশেষ ১৩। স্ত্রী।

সমাধান ■ ৪০২৭

পাশাপাশি : ১। আঁকুপাঁকু ৩। আস্তিক ৫। কাণ্ডজ্ঞানহীন ৬। ইশারা ৭। মুড়কি ৯। খামচাখামচি ১২। তিজেল ১৩। দায়ভার।

উপর-নীচ : ১। আঁজনাই ২। কুষ্মাণ্ড ৩। আলান ৪। কফিন ৫। কারা ৭। মুচি ৮। কিমাকার ৯। খামতি ১০। চাতাল ১১। মর্যাদা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

a group of
THE DACCA
MARK OF PURITY
নতুন ছন্দে ছড়াও আলো
নতুন বছর কাটুক ভালো
Happy
New Year
2025
Offer period: 29th Dec 24 to 10th Jan 25
Flat 25% off on diamond value of Diamond Jewellery.
Flat 15% off on making charges of Diamond Jewellery.
Upto 20% off on making charges of Gold Jewellery.
Assured gift on every purchase worth more than ₹10000.
*Condition apply
AGNISWAR
JEWELLERS
N.S.Road, Raiganj 733134 | Phone: 03523-250001 | Whatsapp: +91 93399 88273

উদ্যোগের অভাবে কোমায় পর্যটনশিল্প

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : জেলায় একাধিক পর্যটনকেন্দ্র ও দর্শনীয় স্থান রয়েছে। উদ্যোগ আর পরিকল্পনার অভাবে সেগুলো ধুঁকছে। রায়গঞ্জ কুলিক পক্ষীনিবাস ছাড়া আর কোনও জায়গা পর্যটনের মানচিত্রে জায়গা করে নিতে পারেনি। রাজ্য সরকারের কাছে জেলার বেশ কয়েকটি কেন্দ্রকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। একটি বাড়িকে হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করা হলেও তার সংস্কার হয়নি।

প্রকৃতিপ্রেমীদের মতে, চোপড়া ও ইসলামপুরের চা বাগান এবং হেমতাবাদের বাহারাইল ফরেস্ট পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। বাহিন জমিদারবাড়ি, দুর্গাপুর রাজবাড়ি, করণদিঘির কর্ণরাজার পুকুর, ইসলামপুরের সাপনিকলা ফরেস্টকে কেন্দ্র করে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। জেলার পুরাতাত্ত্বিক তথা গবেষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, ‘রায়গঞ্জের বাহিন জমিদারবাড়ি হেরিটেজ ঘোষণা করা হলেও সংস্কার হয়নি। চূড়ামণ শিবমন্দিরটির সংস্কারের জন্য সভাধিপতির কাছে এর খরচ-খরচার হিসেব জমা করা হয়েছে। এর আগেও একাধিকবার সংস্কারের জন্য আবেদননিবেদন করেছি। কোনও হেলদোল নেই।’

একই রকম পরিস্থিতি গোয়ালপাড়ার মহন্ত মসজিদ এবং রায়গঞ্জ জেলা আদালতের লালবাড়ি। এই দুটিকেও হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ কাজ শুরু হয়নি। আক্ষেপের সুরে বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, ‘কালিয়াগঞ্জের ভেলাইয়ের দুর্গা ও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, বাঘিন্দর শিবমন্দির, ইসলামপুরের বলঞ্চা মসজিদের সংস্কার প্রয়োজন।’

> **করণদিঘির নীলকুঠি, কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর, রায়গঞ্জের বিন্দোলের ভৈরবী মন্দির ও বাহিন জমিদারবাড়ি ভালো পর্যটনকেন্দ্র হতে পারে। সারাবছর অন্য জেলা থেকেও পর্যটকরা আসেন। তাই এই জায়গাগুলো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে আরও পর্যটক আসবেন।**
>
> **সোমনাথ সিংহ, কর্ণধার, হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুর**

‘হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি অফ উত্তর দিনাজপুর’-এর কর্নধার সোমনাথ সিংহ জানান, করণদিঘির নীলকুঠি, কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুর, রায়গঞ্জের বিন্দোলের ভৈরবী মন্দির ও বাহিন জমিদারবাড়ি ভালো পর্যটনকেন্দ্র হতে পারে। উৎসব - অনুষ্ঠানের দিনগুলিতে ওই এলাকাগুলিতে বহু মানুষের সমাগম হয়। সারাবছর অন্য জেলা থেকেও পর্যটকরা আসেন। তাই এই জায়গাগুলো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে আরও পর্যটক আসবে।’

জেলা পরিষদ সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, ‘জেলার বিভিন্ন স্থানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। আমাদের কাছে যে তহবিল রয়েছে, তা দিয়ে কিছু কাজ করব।’

বিধবা ভাতার আবেদনে জাল ভোটার কার্ড

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : বিধবা ভাতা পেতে জাল ভোটার কার্ড জমা করে বিপাকে পড়লেন এক মহিলা। দ্বিতীয় স্বামী মারা যাওয়ার পর ভোটার কার্ডে থাকা প্রথম স্বামীর নাম বাদ দিয়ে তিনি ভাতা পেতে ভোটার কার্ড জাল করেছিলেন। সোমবার বালুরঘাটে ওই বিধবা জাল ভোটার কার্ড জমা করতেই হইচই পড়ে যায় বালুরঘাট বিডিও অফিস চত্বরে। অফিসকর্মীরা বিষয়টি ধরে ফেলতেই তিনি এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন। এনিয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিডিও সম্বল ঝা।

ভুয়ো নথি হাতে বিডিও। মঙ্গলবার বালুরঘাটে তোলা সংবাদচিত্র।

হইচই বালুরঘাটে

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই মহিলার দুটি বিয়ে। সম্প্রতি দ্বিতীয় স্বামী মারা যান। কিন্তু এখনও ওই মহিলার ভোটার কার্ডে প্রথম স্বামীর নামই রয়েছে। তাই বিধবা ভাতা পেতে ওই ভোটার কার্ড নিয়ে তিনি জালিয়াত চক্রের কাছে যান। সেখান থেকেই ভোটার কার্ডে মৃত অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামীর নাম বসানো হয়। বিধবা ভাতা পেয়ে ওই ভুয়ো কার্ড জেরক্স সহ আবেদন জমা দেওয়া হয়।

> আধার কার্ড, ভোটার কার্ড রয়েছে। তবুও সেগুলি থেকে কখনও বয়স, কখনও নাম বসিয়ে নতুন করে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করা হচ্ছে। এর আগেই একটি ভুয়ো আধার কার্ড ধরেছি। এবার ভুয়ো ভোটার কার্ড আমরা পেয়েছি। জালিয়াতিচক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।
>
> **সম্বল ঝা**
> **বিডিও, বালুরঘাট ব্লক**

বালুরঘাট ব্লকের বিডিও সম্বল ঝা বলেন, ‘আধার কার্ড, ভোটার কার্ড রয়েছে। তবুও সেগুলি থেকে কখনও বয়স, কখনও নাম বসিয়ে নতুন করে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করা হচ্ছে। এর আগেই একটি ভুয়ো আধার কার্ড ধরেছি। এবার ভুয়ো ভোটার কার্ড আমরা পেয়েছি। জালিয়াতিচক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।’ ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।’

মেডিকেল পর্যন্ত বিটুমিনাস রাস্তার কাজ শুরু

রায়গঞ্জ ও হরিরামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : দাবি বহুদিনের হলেও জট কিছুতেই কাটছিল না। অবশেষে কাটল জট। রাজ্য সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের উদ্যোগে এবং আর্থিক সহায়তায় রায়গঞ্জ বাঁধ রোডে কাজ শুরু হল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের প্রশাসনিক ভবনের জন্য বিটুমিনাস দিয়ে পাকা সড়ক নির্মাণের। উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ডাক্তারি পড়ুয়া সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা দীননাথ দাস বলেন, ‘রাজ্য সরকারের সেচ ও জল পরিবহণ দপ্তর এই বাঁধ রোডের পিচের রাস্তা তৈরির জন্য ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। আমরা খুশি হয়েছি।’ স্থানীয় বাসিন্দা সাবিত্রী সরকার বলেন, ‘আগে এই রাস্তায় টোটোও চলতে পারত না। মানুষের অসুবিধা হত। এখন কাজ শুরু হয়েছে, দেখে খুব ভালো লাগছে।’

পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বর্মন বলেন, জেলার বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সকলের প্রচেষ্টার ফল পাওয়া যাচ্ছে। এই রাস্তাকে কেন্দ্র করে আবদুলঘাটা, শিয়ালমণি সহ নদীপাড়ের বাসিন্দাদের সুবিধা হবে।’

হরিরামপুর থেকে দেহাবন্দ হয়ে কুশমণ্ডির ঊষাহরণ পর্যন্ত দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার শুরু করল জেলা প্রশাসন।

প্রাথমিকে স্মার্ট ক্লাসরুমের সূচনা

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ ব্লকের উত্তর সার্কেলে অর্থগ্রাম অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন হল সোমবার। সেইসঙ্গে উদ্বোধন করা হয় স্মার্ট ক্লাসরুমেরও। ভবন উদ্বোধনকে ঘিরে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয় কচিকাঁচারা। উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তুষারকান্তি রায়, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সুনতি রায় প্রমুখ। প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই দ্বিতল ভবনটি তৈরি করা হয়েছে।

সুনতি রায় বলেন, ‘সমগ্র শিক্ষা মিশনের বরাদ্দকৃত ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি রয়েছে শৌচাগার। এতদিন একটি ঘরে দুই শ্রেণির পড়ুয়াদের পাঠদান করতে হত। এরফলে খুবই সমস্যা হচ্ছিল। আগামী ২ জানুয়ারি থেকে নতুন ভবনে স্মার্ট ক্লাসরুমে পঠনপাঠন শুরু হবে।’

তুষারকান্তি রায় জানান, ‘নতুন ভবনে চারটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।সমগ্র শিক্ষা মিশন থেকে এজন্য অর্থ মিলেছে। স্মার্ট ক্লাসরুম চালু হলে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগী হবে।’

বাবার শ্রাদ্ধে নয়া উদ্যোগ

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : বিশিষ্ট লেখক তথা সরকারি আধিকারিক গোবিন্দ কিংকর ভট্টাচার্যের প্রয়াণে বিশেষভাবে সক্ষমদের খাওয়ানোর আয়োজন করলেন আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ অর্জক ভট্টাচার্য।

অর্জকবাবু বলেন, ‘বাবা একদম সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তাঁর প্রয়াণে আমরা বিচলিত হলেও তাঁর দেখানো পথে চলতে চাই। উনি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করতেন। তাঁর কথা স্মরণে রেখে এদিন বিশেষভাবে সক্ষম ভাইবোনদের মাঝে এসে সময় কাটালাম।’

বাউল উৎসব

পতিরাম, ৩১ ডিসেম্বর : পাগলিগঞ্জ বাজারে হালদারপাড়া বারোয়ারি কমিটির আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী বাউল উৎসব ও সাধুমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সন্ধের থেকে প্রচুর মানুষের সমাগম হচ্ছে।

‘মার্চ ফর ইউনিটি’তে ছাত্রদের স্লোগান। মঙ্গলবার ঢাকার শহিদ মিনার চত্বরে। - এএফপি

উত্তরে মজুত যুদ্ধাস্ত্র

কোন পথে আমদানি

- চিন থেকে মায়ানমার হয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢুকছে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র। তারপর বিভিন্ন রুটে সেগুলো পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ, নিম্ন অসম এবং চিকেন নেক ঘেঁষা বাংলাদেশ ও নেপালে
- নিরাপত্তারক্ষীদের ফাঁকি দিতে প্রথমে বাংলাদেশে যাচ্ছে অস্ত্র। তারপর সেগুলো সেফ করিডর ধরে ফের ঢুকছে কোচবিহার, মালদা বা দার্জিলিংয়ে
- শেষ ছয় মাসে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলোর হাতে ধরা পড়েছে পাঁচ হাজারেরও বেশি একে সিরিজ, ইনসাস, এসএলআর-এর মতো অত্যাধুনিক রাইফেল
- উদ্ধার হয়েছে কয়েক হাজার গ্রেনেড, কয়েকশো মর্টার শেল, রাশিয়ান আরপিডি মেশিনগান, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রকেট লঞ্চার, টন টন বিস্ফোরক, লক্ষাধিক ডিটোনেটর, জিলোটিন স্টিক, প্রচুর আইইডি

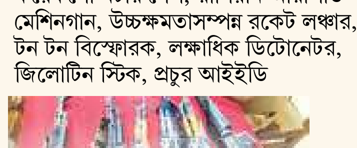

সাম্প্রতিক বড় অভিযান

৩০ ডিসেম্বর : দক্ষিণ অরুণাচলের ঘন জঙ্গল থেকে অসম রাইফেলস উদ্ধার করে ১০ এমকিউ ধরনের ৮১টি স্বয়ংক্রিয় অ্যাসল্ট রাইফেল

১৬ ডিসেম্বর : মায়ানমার থেকে উত্তরবঙ্গে পাঠানোর সময় পূর্ব ইম্ফল থেকে ভারতীয় সেনা উদ্ধার করে চারটি অত্যন্ত শক্তিশালী আইইডি, যেগুলির মোট ওজন ১৮ কিলোগ্রাম

৭ ডিসেম্বর : চিন থেকে আনা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক জমা করা হয়েছিল বাংলাদেশ ও চিকেন নেক লাগোয়া নিম্ন অসমে পাঠানোর জন্য। খবর পেয়ে মিজোরামের থিংসাই এলাকায় অভিযান চালায় ভারতীয় সেনা ও মিজোরাম পুলিশ। উদ্ধার হয় ৭৭৫ কেজি বিস্ফোরক, ৪৭০০ ডিটোনেটর, ২২৫০ মিটার কর্টেক্স

৪ ডিসেম্বর : অসম রাইফেলস এবং মিজোরাম পুলিশের যৌথ অভিযানে মায়ানমার সীমান্ত থেকে উদ্ধার ৬২০০ জিলোটিন স্টিক, ৪৭০০ ডিটোনেটর, ১৫ রোল কর্টেক্স

৬ নভেম্বর : সেনা অভিযানে মিজোরামে মায়ানমার সীমান্তে উদ্ধার ৯৬০০ জিলোটিন স্টিক, ৯৪০০ ডিটোনেটর, ১৮০০ মিটার কর্টেক্স। বিস্ফোরকগুলি বাংলাদেশ, নেপাল ও উত্তরবঙ্গে পাঠানোর ছক কষেছিল জঙ্গিরা

১২ অক্টোবর : টিয়ো নদী পার হয়ে মায়ানমার থেকে মিজোরামে ঢোকার সময় সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার ৩৯০০০ ডিটোনেটর। মায়ানমার থেকে যে রুটে বিদেশি সিগারেট পৌঁছায় শিলিগুড়িতে সেই রুট ধরেই আসছিল বিপুল বিস্ফোরক

প্রথম পাতার পর

বেশি সক্রিয় হয়েছে আল-কায়দার ভারতীয় উপমহাদেশ শাখার স্লিপার সেল। বছরখানেক আগে অসমে ধরপাকড়ের পর কার্যত আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছিল আল-কায়দার সহযোগী সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিম (এবিটি)। উত্তরবঙ্গজুড়ে ফের সক্রিয় হয়েছে সেই জঙ্গিরা। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর, নদীপথে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছে এবিটি ও আল-কায়দার দেড়শোজনেরও বেশি প্রশিক্ষিত জঙ্গি। তাদের মধ্যে আটজন জঙ্গি নেতা রয়েছে। সেই জঙ্গিরা কোথায় থাকবে, কীভাবে কাজ করবে, তাদের কাছে অস্ত্র কীভাবে পৌঁছাবে তার ছক কষতেই উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বৈঠক করে বেড়াচ্ছে আল-কায়দার দুই নেতা।

গোয়েন্দাদের তথ্য বলছে, অসমের ধুবড়ি, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, মালদা এবং মুর্শিদাবাদ এই চার জেলাকে টার্গেট করেই নতুন কয়েকটি ডেরা তৈরির চেষ্টা করছে জঙ্গিরা। সেই ডেরাতেই মজুত করা হবে যুদ্ধাস্ত্র। সেনা সূত্রের খবর, মায়ানমার থেকে মণিপুর, অসম হয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছে চিনা গ্রেনেড সহ প্রচুর অস্ত্র। সেগুলি ঘুরপথে বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ হয়ে মালদায় ঢোকানোর চেষ্টা করছে এবিটি। মালদা থেকে শিলিগুড়ি ও নেপাল পাঠানো হতে পারে অস্ত্র। চাপাই নবাবগঞ্জের সীমানায় জঙ্গিদের একটি দল ইতিমধ্যেই ঘোরাফেরা শুরু করছে বলেই খবর।

সেনা গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, ট্রাক ভরে মায়ানমার হয়ে চিনা অস্ত্র ঢুকছে ভারতে। নেপাল ও ভুটানকে ব্যবহার করে শিলিগুড়ি করিডরে সাঁড়াশি চাপ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে চিন। বর্তমানে সরাসরি অস্ত্র আমদানি করছে না আল-কায়দা। আল-কায়দার সহযোগী হিসাবে ইউএনএলএফ, এনএসসিএন, পিএলএ, প্রিপাক, কেএনএফ এবং কেসিপি (পিডব্লিউজি) এই ছয় জঙ্গি সংগঠন চিন থেকে অস্ত্র ঢোকাচ্ছে ভারতে। অসম পর্যন্ত সেই অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্বেও থাকছে তারা। অসম থেকে বিভিন্ন ঘাঁটিতে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে আল-কায়দা এবং এবিটি।

এসবের মধ্যেই আতঙ্ক বাড়িয়েছে চিন সীমান্তের কাছে নেওড়াভ্যালির গভীর জঙ্গলের নিষিদ্ধ রুটে সন্দেহজনক আনাগোনা। ফলে রাচেলা পাস নিয়ে উদ্বিগ্ন সেনা গোয়ান্দারা। ট্রেকিং এর নামে ওই এলাকায় রুট রেইকি হতে পারে বলে সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা। ভারতবিরোধী শক্তিগুলি রাচেলা রুট দিয়ে জঙ্গলের পথে চিন বা ভুটান থেকে শিলিগুড়ি করিডরে ঢোকার গোপন রাস্তার খোঁজ করছে কি না তা নিয়েও বাড়ছে সন্দেহ। তাই চিসাং, তোদে, তাংতা এলাকায় বিশেষ নজরদারি শুরু করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

জয়নগর দিয়ে ঢুকছে জঙ্গিরা

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গের সক্রিয় প্রায় ৫০টিরও বেশি স্লিপার সেলস। পুরো দমে কাজ করছে তাদের নেটওয়ার্ক। উত্তরবঙ্গ, অসম হয়ে আসছে বাংলাদেশের জঙ্গি নেতারা। আইইডি অর্থাৎ ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস তৈরির কাজ চলছে এই সমস্ত স্লিপার সেলসের মাধ্যমে। কাঁচামাল আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।এমনকি, নিত্যনতুন বিস্ফোরক তৈরির জন্য রীতিমতো গবেষণা চলছে। তলে তলে উত্তরবঙ্গজুড়ে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ফেলেছে বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লা বাংলা টিম এবিটি।

সম্প্রতি ১১ জন জঙ্গি ধরা পড়ায় সমস্ত তথ্য পেয়ে গিয়েছে বিএসএফের গোয়েন্দারা। সেই সমস্ত জঙ্গিকে জেরা করে যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে ঘুম কেড়ে নিয়েছে গোয়েন্দা দপ্তরের কর্তাদের। বিএসএফের উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আধিকারিক সূর্যকান্ত শর্মা বলেন, ‘আমাদের কাছে একাধিক তথ্য এসেছে। জেএমবি সংগঠনের পাশাপাশি এবিটি জঙ্গি সংগঠন বেড়ে উঠেছে। উত্তর দিনাজপুর জেলার সীমান্তকে করিডর করে কিছু জঙ্গি ঢোকার চেষ্টা করছে। সীমান্তে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডারদের পাশাপাশি বিএসএফের ইন্টেলিজেন্ট ব্রাঞ্চ সাদা পোশাকে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি ও খবরাখবর নিচ্ছে।’

গোয়েন্দা সূত্রে আরও বলা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিদের অনুপ্রবেশ এবং ভারতের জঙ্গিদের বাংলাদেশে যাওয়া দুটি কাজের ক্ষেত্রেই উত্তরবঙ্গকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে জঙ্গি সংগঠনগুলি। কারণ, এই রাজ্যে ২,২১৯ কিলোমিটার দীর্ঘ বাংলাদেশ সীমান্ত। প্রাকৃতিক কারণেই সীমান্তের বহু জায়গাতেই বজ্র আঁটুনি তো দূরের কথা ২৪ ঘণ্টা নজরদারিই কঠিন। উত্তরবঙ্গকে করিডর করছে জঙ্গিরা। মাস দুয়েক ধরে পাকিস্তানের আইএসআই তৎপরতা বেড়েছে ঢাকায়। বাংলাদেশের জেহাদি উত্থান নতুন জঙ্গি সংগঠন তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন পথে ঢুকছে অস্ত্র এবং বিস্ফোরক। উত্তর দিনাজপুর জেলায় ইটাহার করণদিঘি ও গোয়ালপুকুর থেকে সাতজন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছিল এসটিএফ। এরপরেই নজরদারি শুরু হয়।

ঘোষণাপত্রের

প্রথম পাতার পর

সহ অংশগ্রহণকারী সব শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক দল ও পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে ঘোষণাপত্রটি প্রস্তুত করা হবে। এতে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিত, ঐক্যের ভিত্তি ও জনগণের অভিপ্রায় ব্যক্ত হবে।’

সংবিধান বাতিল বা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মুছে ফেলার কোনও চেষ্টা যে তারা বরদাস্ত করবে না, সোমবারই সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল বিএনপি। দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটির নেতা মির্জা আব্বাস বলেছেন, ‘বাহাত্তররের সংবিধানকে অসম্মান করে কথা বললে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে আমার তো খারাপ লাগবেই। শহিদের রক্তে লেখা যে সংবিধান, সেই সংবিধানকে যখন কবর দেওয়ার কথা বলা হয়, তখন আমাদের কষ্ট লাগে।’ কার্যত একই কথা জানান কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের নেতা রুহিন হোসেন প্রিন্স, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি সাইফুল হক সহ বহু রাজনৈতিক নেতা। সরকার আগেই জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্রকে বেসরকারি উদ্যোগ বলে জানিয়েছিল।

তবে জামাত ও হেপাজত শহিদ মিনারের সমাবেশ সফল করতেসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। জামাত নেতা মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, ‘ছাত্র নেতৃত্ব তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরার কথা বলেছেন। যে কেউ তাঁদের বক্তব্য দিতে পারে। যেমন জামায়াতে ইসলামি ১০ দফা সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে, বিএনপি ৩১ দফা দিয়েছে। সেই জায়গা থেকে আমরা তাঁদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি।’ সার্বিকভাবে সংবিধান সমর্থকদের পাল্লা ভারী হয়ে যাওয়ায় শেষবেলায় হাসিনা-বিরোধী ছাত্র নেতারা পিছু হটতে বাধ্য হন।

এদিনের সমাবেশে বৈষম্য-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, ‘জুলাই বিপ্লবের ঐতিহাসিক দলিল যাতে আমরা উপস্থাপন না করতে পারি, তাই বিভিন্ন ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সরকার এটির ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। এটা আমাদের প্রাথমিক বিজয়।’ সমাবেশে যোগ দিয়ে জুলাই আন্দোলনের শহিদ শাহরিয়ার হাসান আলভীর বাবা আবুল হাসান বলেন, ‘আমার ছেলে শাহরিয়ার নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী, আন্দোলনের সময় মিরপুর-১০-এ শহিদ হয়েছে। আমাদের কান্না কখনও থামবে না, এই বেদনা শেষ হওয়ার নয়। খুনি হাসিনা ও তার হেমলেট বাহিনী আমাদের ওপর পাখির মতো গুলি চালিয়েছে। আমরা খুনি হাসিনার ফাঁসি চাই।’ শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে এনে শাস্তির দাবি তোলা হয় সমাবেশ থেকে।

সমাবেশে ‘তুমি কে আমি কে বাংলাদেশ বাংলাদেশ’, ‘আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’ স্লোগান দেন জনতা। এদিকে বুধবার থেকে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে নতুন পাঠ্যবই চালু হতে চলেছে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর উল্লেখ থাকলেও মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নেতাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একাধিক কবিতা, প্রবন্ধে উল্লেখ রয়েছে হাসিনা-বিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের।

নতুন সাজে রায়গঞ্জ জেলা সংগ্রহালয়

রায়গঞ্জ জেলা সংগ্রহশালা। মঙ্গলবার তোলা সংবাদচিত্র।

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : নতুন বছরের আগে সেজে উঠছে উত্তর দিনাজপুর জেলা সংগ্রহালয়। ছুটির দিনে গিয়ে দেখা গেল, সংগ্রহালয়ে জোরকদমে কাজ চলছে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, ধ্বংসাবশেষগুলি সংগ্রহালয়ে সাজিয়ে রাখার জন্যে নতুন নতুন কাঠের আলমারি তৈরি করা হয়েছে। পুরোনো আলমারিগুলি রঙ করা হচ্ছে। চারিদিকে সীমানা প্রাচীর সংস্কারের পাশাপাশি লাগানো হয়েছে নানা ধরনের ফুলের গাছ। নতুন গ্লোসাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে। এখন সংগ্রহালয়ে প্রায় প্রতিদিন আসছে ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি আসছে হোমের আবাসিকরা।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী জানান, ‘সংগ্রহালয়টিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা আসছে। হোমের আবাসিকদের নিয়ে আসা হয়েছে। আগামীদিনে প্রবীণ নাগরিকদের সংগ্রহালয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন জেলা সংগ্রহালয়ের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ বেড়েছে মানুষ ও ছাত্রছাত্রীদের।’

প্রাইমারি শিক্ষকদের অনুমোদন এমাসেই

গঙ্গারামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : অবশেষে আপার প্রাইমারি শিক্ষকদের অনুমোদন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায়। আপার প্রাইমারি শিক্ষক পদে যোগ দেওয়া সমস্ত শিক্ষকদের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই সমস্ত অনুমোদন দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে বলে জানান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিআই (মাধ্যমিক) নিতাইচন্দ্র দাস।

আপার প্রাইমারি শিক্ষকদের অনুমোদন দেওয়ার প্রসঙ্গে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ডিআই (মাধ্যমিক) নিতাইচন্দ্র দাস জানান, ‘আপার প্রাইমারি শিক্ষকদের অনুমোদনের কাজ চলছে। সকল শিক্ষকরা যেহেতু একসঙ্গে জয়েন করছেন না, তাই সকলের একসঙ্গে অনুমোদন হয় না। যেভাবে জয়েন হচ্ছে সেইভাবে অনুমোদনটা হবে। আশা করা যাচ্ছে জানুয়ারির মধ্যে আমরা সমস্ত আপার প্রাইমারি শিক্ষকদের অনুমোদনের কাজ শেষ করতে পারব।’

বাবা-জেঠু-কাকুকে ‘মৃত’ বানাল তরুণ

প্রথম পাতার পর

এই নিয়ে বিডিও এবং জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অন্যদিকে, ওই গুণধর ছেলে এবং ওই অভিযুক্ত তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যা কোনও মন্তব্য করেননি। ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যুর কথা শিশিরকান্তি রায় মেনে নিলেও ভাইপোর কীর্তি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, ‘কে করেছে বলতে পারব না। তবে আমাদেরকে ভূমি দপ্তরে ডাকা হয়েছিল। আমরা গিয়ে আমাদের জীবিত থাকার প্রমাণপত্র দাখিল করেছি।’

ভূমি সংস্কার আধিকারিক উদয়শংকর ভট্টাচার্য বলেন, ‘অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।’ কংগ্রেস নেতা আবদুস শোভনের দাবি, ‘প্রধানকে ভুল বুঝিয়ে স্বাক্ষর করানো হয়েছিল। সেই ভুলটা আমরাই ধরেছি।’

তৃণমূলের ব্লক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অভিযোগ, ‘পঞ্চায়েত কংগ্রেস-সিপিএম-বিজেপির জোট। এই জমি কেলেঙ্কারির দায়ভার ওদেরই নিতে হবে।’

গাড়ির ধাক্কায় জখম ৬

প্রথম পাতার পর

পর গাড়ি থেকে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। বিস্ফোরণ আটকাতে আমরা গাড়িতে জল দিই। আহতদের মেডিকেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

তাঁর আরও সংযোজন, ‘ধোঁয়া কমলে দেখা যায়, গাড়ির তলায় তখনও এক মহিলা আটকে ছিল। আমরা গাড়ি সরিয়ে ওই মহিলাকেও উদ্ধার করি। দু’জন মহিলা ও একজন পুরুষকে আমরা উদ্ধার করে মেডিকেলে পাঠিয়েছি। বাচ্চা সহ আরও কয়েকজনকে আহত অবস্থায় মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। চালককে আমরা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি।’

প্রত্যক্ষদর্শী জিয়াউল হক জানালেন, ‘আমি গাড়ির ট্যাক্স দিতে এসেছিলাম। প্রশাসনিক ভবন চত্বরেই বসেছিলাম। হঠাৎ দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি গাড়ি কয়েকজন পথচারীকে ধাক্কা মেরে দোকানে সজোরে ধাক্কা মেরে আটকে যায়। গাড়ি থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে। প্রথমে ভেবেছিলাম, ছোটখাটো ধাক্কা লেগেছে। পরে দেখলাম, গাড়ির তলাতেও এক মহিলা চাপা পড়েছিল। বেশ কয়েকজনকে মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল জানা নেই।’

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জের গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন হল রবিবার। এদিন ছাত্রছাত্রীদের আদিনা ডিয়ার পার্ক এবং গৌড়ের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। আদিনার ডিয়ার পার্কে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হরিণগুলোকে ভালোমতো পর্যবেক্ষণ করে। সেখান থেকে শশাঙ্কের রাজধানী গৌড়ের উদ্দেশে তারা বেরিয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে জানান।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক গৌরাঙ্গ চৌহান বলেন, ‘এই বছরে গরমে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সামার ক্যাম্প আয়োজিত হয়েছিল। সেখানে তারা অনেক বিষয়ে জেনেছিল। তেমনই আজকের উইন্টার ক্যাম্পেও তারা অনেক কিছু জানতে পেরেছে।’

রাজবংশী স্কুলের উদ্বোধন

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : রাজবংশী ভাষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন হল বালুরঘাটে। মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট ব্লকের ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের এক মাইল এলাকায় দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রাজকুমার গৌর বর্মন রাজবংশী ভাষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে সংগঠনের জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ বর্মন সহ একাধিক বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

কৈলাস খেরকে সংর্ধনা

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : বলিউডের গায়ক কৈলাস খেরকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন করা হল সোমবার। এদিন দুপুরে বাগডোগরা থেকে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হন কৈলাস। মঙ্গলবার বালুরঘাটে তাঁর অনুষ্ঠান রয়েছে। এদিন রায়গঞ্জ দিয়ে যাওয়ার সময় শিলিগুড়ি মোড়ে বিজেপির জেলা সভাপতি বাসুদেব সরকার সহ অন্যরা ফুলের তোড়া, উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। গায়কের সঙ্গে সেলফি তুলতেও ভিড় জমে যায়।

শুরকালীপুজো

পতিরাম, ৩১ ডিসেম্বর : মণিপুর-মাঝিয়ান-পোল্লাপাড়া গ্রামবাসীদের উদ্যোগে সাড়ে সাত হাত উচ্চতার শুরকালীর পুজো অনুষ্ঠিত হল। পুজো উপলক্ষ্যে তিনদিন চলবে মেলা।

মালদা ছুঁয়ে যাবে

প্রথম পাতার পর

ব্যাপারে রেল বোর্ডের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই ভাড়া নির্দিষ্ট হবে।’

নয়া ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছে উত্তরবঙ্গ। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর বক্তব্য, ‘জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া কলকাতা থেকে একটু রাতে ট্রেন ধরার যে সুবিধা রয়েছে, তা এখানেও দরকার। প্রস্তাবিত সময় অনুযায়ী ট্রেনটি চললে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের মতো ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবেন।’ শুধু কলকাতা নয়, ধুবড়ির ক্ষেত্রেও ট্রেনটি নতুন পথ দেখাবে বলে মনে করছেন শিল্পপতি সঞ্জিত সাহার মতো অনেকেই।

শিল্পী কৈলাশ খেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। এদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রেস ক্লাবের অনুষ্ঠানে অংশ নেন কৈলাশ। সঙ্গে ছিল তাঁর কৈলাসা ব্যান্ড। বালুরঘাটের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগীতপ্রেমী সাধারণ মানুষ আসেন। বালুরঘাটে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠে, বছরের শেষদিন। - মাজিদুর সরদার

গৌড়বঙ্গে মানুষের ঢল

নিউজ ব্যুরো

মালদা কার্নিভালে রাফা ইয়াসমিন।

৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষ সূর্যাস্ত হতেই গৌড়বঙ্গের রাস্তায় নামল মানুষের ঢল। সকলেরই লক্ষ্য, ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানানো। অন্ধকার নামতেই আলোর বন্যায় ভাসতে শুরু করে শহরগুলি। পাল্লা দিয়ে এদিক ওদিক থেকে ভেসে আসে গানের আওয়াজ। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত বাড়তে শুরু হলে মালদা শহরের রাস্তায় উপচে পড়ে ভিড়। সকলেরই গন্তব্য মালদা ডিএসএ মাঠ সংলগ্ন কার্নিভালের মাঠ। এদিন ছিল ইমন চট্টোপাধ্যায়ের অনুষ্ঠান। তাঁর গান শুনতে ভিড় জমে কার্নিভালের মাঠে। সোমবার মাতালেন রাফা ইয়াসমিন।

শুধু তাই নয়, শহরের পোস্ট অফিস মোড়, রাজ হোটেল মোড়, ভবানী মোড়, নেতাজি সুভাষ রোড সহ বিভিন্ন রাস্তায় কার্যত উৎসবে মাতেন মালদাবাসী। রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে বাজি পুড়তে থাকে। গানে গানে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়। ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগর জানাতে চরম উন্মাদনা দেখা যায় রায়গঞ্জ শহরেও। শহরের এলআইসি মোড় সংলগ্ন এলাকায় বিবেক সংঘ কালচারাল কমিটির উদ্যোগে ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগত জানানো হয়। সেই উপলক্ষ্যে সেখানে রাস্তায় বড় আকারের মঞ্চ তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগত জানানোর অনুষ্ঠান দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রচুর মানুষ। রায়গঞ্জ শহরের এখানেই মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চের গানের সঙ্গে উৎসাহী জনতা, মূলত জেনওয়াইরা নাচতে শুরু করে দেন। ইংরেজি নববর্ষ সকলের ভালো কাটুক এই আশা করে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তবে ইংরেজি নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রতি বছরের মতো এবছরও শহরের বিভিন্ন পাড়ায় এবং বড় রাস্তার ধারে পিকনিকের হিড়িক লক্ষ করা যায়। মেতে ওঠেন আট থেকে আশি।

রাত ১২টা বাজতেই আতশবাজি ফাটানো হয়। এছাড়াও বালুরঘাট ১৯২৮ ক্লাবে তরফেও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নাচে, গানে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়েছে। এছাড়াও বালুরঘাট সংকেত ক্লাবের তরফে ঘরোয়াভাবে ক্লাব সদস্যরা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

দেখতে দেখতে বছর শেষ। শুরু হচ্ছে নতুন বছর। আর সকলে চান, এবছরের নানা অপূর্ণ চাওয়া-পাওয়াগুলো যেন নতুন বছরে পূর্ণতা পায়। নতুন বছরে গৌড়বঙ্গের তিন শহরের মানুষের দাবির কথা তুলে ধরল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

বালুরঘাট

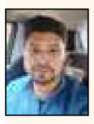

বালুরঘাট বিমানবন্দরের জায়গা ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ছে। বহুবার শুনেছি, এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া থেকে প্রতিনিধিদল জায়গা দেখে গিয়েছে। তারপরেও সেখানে এখনও পর্যন্ত বিমান পরিষেবা চালু করা গেল না। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রীকেও বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার উদ্যোগ নিতে দেখেছি। নতুন বছরে আশা করব, জেলাবাসী যাতে এই গতিময় যুগে দ্রুতযানের সাক্ষী হতে পারে। - **প্রদীপ্ত মৈত্র**, সংগীত শিল্পী

বালুরঘাট তথা জেলায় চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। পার্শ্ববর্তী রায়গঞ্জ ও মালদাতেও মেডিকেল কলেজ রয়েছে। কিন্তু এই জেলা বরাবরই অবহেলিত। গুরুতর অসুস্থ হলে জেলাবাসীকে দূরে ছুটতে হয়। এই জেলায় মেডিকেল কলেজ প্রয়োজন। স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত না হলে জেলার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। - **অপূর্ব চক্রবর্তী**, নাট্যকর্মী

বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিউতি ঘুরছে। কখনও মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গে, আবার কখনও পুরসভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। যা মোটেই কাম্য নয়। বর্তমানে মঙ্গলপুরে অস্থায়ীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। সেখানে থেকেই শতাধিক পড়ুয়া পড়াশোনা করছে। মাহিনগর এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জায়গা রয়েছে। নতুন বছরে আশা করছি, সেখানে সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে পূর্ণাঙ্গ রূপে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠবে। - **কাঞ্চন সাহা**, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী

বালুরঘাটে দরকার

- বালুরঘাটে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ চালু করতে হবে
- বিরোধ মিটিয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় চালু
- এয়ারপোর্ট চালু

রায়গঞ্জ

বিগত বছরগুলোতে রায়গঞ্জে এইমস হাসপাতাল স্থাপন নিয়ে অনেক দড়ি টানাটানি হয়েছে। পরবর্তীতে তা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্বার্থে রায়গঞ্জে এইমস হাসপাতাল স্থাপন জরুরি। এবছর সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশায়।
- **ব্রতপা সরকার**, শহরের বাসিন্দা

শহরবাসী তথা জেলাবাসীর অনেকেই দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যান। তাই দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেন এখানে ভীষণ জরুরি। আশা করি, ২০২৫ সালে দক্ষিণ ভারতগামী ট্রেন পাব।
- **অনুভব দাস**, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া

রায়গঞ্জ শহরে টোটোর জেরে ব্যাপক যানজট হয়। শুনেছি নতুন বছরের শুরুর দিন থেকে টোটো নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এর ফলে শহরে যানজট অনেকটাই কমবে বলে মনে হয়।
- **নীলিমা সান্যাল**, শহরের বাসিন্দা

রায়গঞ্জ শহরের যানজট সমস্যা কারোর অজানা নয়। শহরের মধ্যে ফ্লাইওভার তৈরির জন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু ফ্লাইওভার চালু হয়নি। আশা করি, এবছর ফ্লাইওভার তৈরির বিষয়ে সদর্থক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে। -**শিবসুন্দর দাস**, বাসিন্দা

রায়গঞ্জে প্রয়োজন

- রায়গঞ্জে এইমস হাসপাতাল স্থাপন
- রায়গঞ্জ শহরে তীব্র যানজটের নিরসন, ওভারব্রিজ
- রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে অরাজকতার পরিস্থিতি মুক্ত হোক
- দক্ষিণ ভারতগামী, উত্তর-পূর্ব ভারতগামী ট্রেন চালু করা

মালদা

প্রথমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার দিকে আরও সঠিক নজর দিক সরকার। সরকারি অর্থ সঠিক কাজে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হোক, সরকারের সদিচ্ছা কামনা করি। যোগ্যতা ভিত্তিক স্বচ্ছ কর্মসংস্থান যা বর্তমান সমাজে দুর্লভ, সেবিষয়ে স্বচ্ছ সুনিশ্চিত দিকগুলো ভাবতে হবে। শহরের পরিবেশ কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সেবিষয়ে সরকারের সঙ্গে প্রতিটা নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে।
– **শক্তিপদ পাত্র** , শিক্ষাবিদ

রক্তদান নিয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে। তরুণ-তরুণীদের ভয়ভীতি কাটিয়ে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি মালদা শহরের যানজট সমস্যার সমাধান দরকার। পরিকাঠামোযুক্ত খেলাধুলোর মাঠও জরুরি। বিমান পরিষেবা দ্রুত চালু হওয়া প্রয়োজন।
– **অনিলকুমার সাহা**, আহ্বায়ক, জেলার রক্তদান শিবির

স্কুলছুটদের স্কুলের আঙিনায় আনতে সকলকে তৎপর হতে হবে। মেয়েদের সুরক্ষার জন্য মহিলা থানার আরও তৎপরতা দরকার।
- **মানসী দত্ত**, শিক্ষিকা

মালদার জন্য

- কাঞ্চনজঙ্ঘা, যুবভারতীর মতো একটি পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম
- মালদায় বিমান পরিষেবা চালুর দাবি
- যানজটমুক্ত শহর গড়ে তোলার দাবি
- পুরাতন মালদায় অডিটোরিয়াম গড়ে তোলার দাবি

আকাশে ১০০ ফানুস

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৩১ ডিসেম্বর : অন্ধকারের বুক চিরে আকাশ আলোকিত করল রং-বেরংয়ের ফানুষ। বছরের শেষদিন এমনভাবেই নতুন বছরকে স্বাগত জানাল গঙ্গারামপুর মহকুমা প্রশাসন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে শিশুউদ্যানে এমনভাবেই ফানুস উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের শামিল হয়েছিল এলাকার শতাধিক কচিকাঁচা। ভিড় জমান বড়রাও।

মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে ১০০টি ফানুস উড়িয়ে ২০২৪ সালকে বিদায় জানিয়ে নতুন ইংরেজি বছরের শুভ আগমন বার্তা দেওয়া হয়। কচিকাঁচাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফানুস। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য, বুনিয়াদপুর পুরসভার প্রশাসক কমল সরকার প্রমুখ। মহকুমা শাসক অভিষেক শুক্লা বলেন, 'ফানুস উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানালাম।'

ফানুস ওড়াতে জড়ো হয়েছে আট থেকে আশি। মঙ্গলবার বুনিয়াদপুরে তোলা সংবাদচিত্র।

জানুয়ারি মাসের পরীক্ষা নিয়ে সংশয়

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষদিনেও সমাধানসূত্র মিলল না। ফলে নতুন বছরেও রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাবন্ধু সমিতির আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। জানুয়ারি মাসের পরীক্ষা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেননি উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ বেশ কয়েকজন আধিকারিক। ক্যাম্পাস ইনচার্জ কে তাও জানা যাচ্ছে না।

আন্দোলনকারী বিজয় দাসের কথায়, 'বছরের শেষ দিনেও আন্দোলন ও অবস্থান করতে হবে

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

ভাবতে পারিনি। আমরা চেয়েছিলাম, তপনবাবুর সাসপেনশনটা তুলে নিক কর্তৃপক্ষ, কিন্তু উপাচার্য কারও মতামতকে গুরুত্ব দিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন আন্দোলন আগে কখনও হয়নি।'

৬ ডিসেম্বর থেকে অন্তবর্তীকালীন উপাচার্য দীপককুমার রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। মঙ্গলবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি তেমন ছিল না। রেজিস্ট্রার ব্রাঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার বিপ্লব চক্রবর্তী। গত ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পাস ইনচার্জ ছিলেন প্রশান্ত মাহালা। এরপর কাকে ক্যাম্পাস ইনচার্জের দায়িত্ব দেওয়া আছে তা জানাতে পারেননি রেজিস্ট্রার। তিনি জানান, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে কলকাতায় আছি, আগামীকাল রায়গঞ্জে ফিরব। ২ জানুয়ারি জয়েন করব।' অন্যদিকে, বছরের শেষ দিনেও আন্দোলনে শামিল হওয়ায় মন ভালো নেই শিক্ষাকর্মীদের।

উল্লেখ্য, জেলা সভাপতি তপন নাগের সাসপেনশন প্রত্যাহারের দাবিতে গত ৮ অগাস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিটের সদস্যরা আন্দোলন করছেন। মাঝখানে পরীক্ষা ও পুজোর ছুটি থাকায় সাময়িক বন্ধ ছিল আন্দোলন। গত ১২ নভেম্বর থেকে আন্দোলন শুরু করেছেন শিক্ষাকর্মীরা। বেশ কিছু বিভাগের কর্মীরা পুরোপুরিভাবে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক অধ্যাপক মহম্মদ কামরুল হাসান জানালেন, 'জানুয়ারি মাসের পরীক্ষার ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। স্বাভাবিক অবস্থা না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'

স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে শুভাশিস ঝার দাবি, 'জানুয়ারি মাসে রাইভার্সি ফেস্ট হবে। ২ জানুয়ারির পর আলোচনা শুরু করব।'

রায়গঞ্জ মেডিকেলে সন্দেহভাজন গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : গমগমে রায়গঞ্জ মেডিকেল চত্বর। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক ১২টা। বছরের শেষ দিনে কর্মব্যস্ততাও তুঙ্গে। কেউ জরুরি বিভাগে দৌড়াচ্ছেন তো কেউ ভিজিটিং আওয়ারে এসেছেন অসুস্থ আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। ঠিক এমন সময় চোখে পড়ল সন্দেহভাজন এক তরুণ। ইতিউতি ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেডিকেল চত্বরে। সন্দেহজনকভাবে রায়গঞ্জ মেডিকেলের ছবি তোলার সময় ওই তরুণকে আটক করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গিয়েছে, ধৃত ওই তরুণের নাম আনসারুল হক। তার বাড়ি রায়গঞ্জ থানার গোমর্ধা এলাকায়। দিল্লিতে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে বলে পুলিশকে জানিয়েছে সে।

ধৃতকে নিয়ে থানার পথে পুলিশ। - সংবাদচিত্র

একদিকে, বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতি। ভারতে অনুপ্রবেশের ঘটনাও ঘটছে ঘন ঘন। এরকম পরিস্থিতিতে সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির কার্যকলাপ ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করে মেডিকেল চত্বরে। মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ মেডিকেলের ইন্ডোর, আউটডোর এমনকি ইমারর্জেন্সি বিভাগে ঘুরে বেড়াচ্ছিল আনসারুল। শুধুমাত্র ঘুরে দেখাই নয়, সেই সমস্ত জায়গার ছবিও তুলছিল সে। সেই ঘটনা চোখে পড়ে মেডিকেলে কর্মরত নিরাপত্তারক্ষীদের। তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশ ক্যাম্পে। ধৃতের কাছ থেকে বেশ কিছু এটিএম কার্ড, প্যান কার্ড ও জাল টাকাও উদ্ধার হয়েছে।

বাংলাদেশের এই পরিস্থিতির মধ্যে ওই তরুণের ওয়ার্ডের ভেতরে ও হাসপাতাল চত্বরে ছবি তোলার ঘটনায় কোনও জঙ্গিযোগ বা নাশকতার ছক থাকতে পারে বলে আতঙ্ক ছড়ায় রোগী ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে। খবর পেয়ে রায়গঞ্জ মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে যায়। যদিও তার এই ছবি তোলার পেছনে কী উদ্দেশ্য, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

জয়ী তৃণমূল

বুনিয়াদপুর, ৩১ ডিসেম্বর : মহাবাড়ি সমাজসেবা মহিলা সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতির নির্বাচন হল। মঙ্গলবার সুদর্শননগর উচ্চবিদ্যালয়ে ৩৯২জন সদস্য ভোটদান করেছেন। ১৮টি সিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তৃণমূল ১৬টি আসনে জয়লাভ করে। জোটের তরফে দুটি আসন পায়। তৃণমূল ১৮টি সিটে প্রার্থী দেয়। বিজেপি ও সিপিএম জোট হলেও ১৮টি আসনের মধ্যে নির্বাচনের আগে থেকে তৃণমূল চারটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী ছিল।

অ্যাফিডেভিট

আমি Saikat Chakrabarty S/o Asok Chakrabarty 22/75 Rabindra Avenue, P.S.- English Bazar, P.O+Dt- Malda, W.B. আমার পাশপোর্টে (No. M8249876) আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 31.12.2024 Notary Public মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে (Sl No. 193761) ভুল সংশোধন করে Ashok Chakrabarti থেকে Asok Chakrabarty করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-112594)

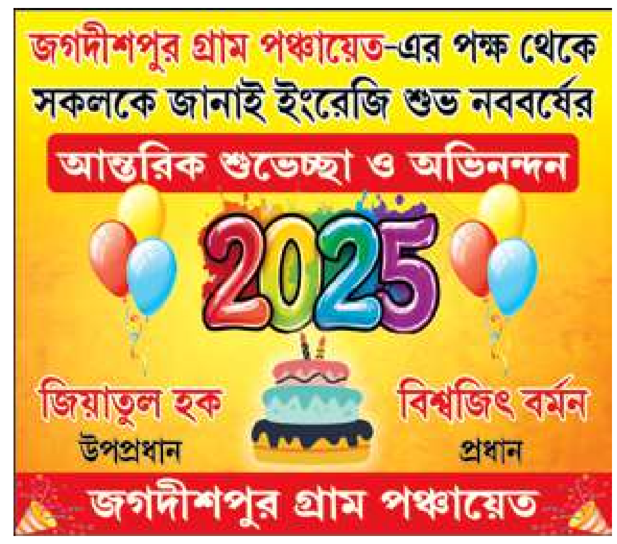

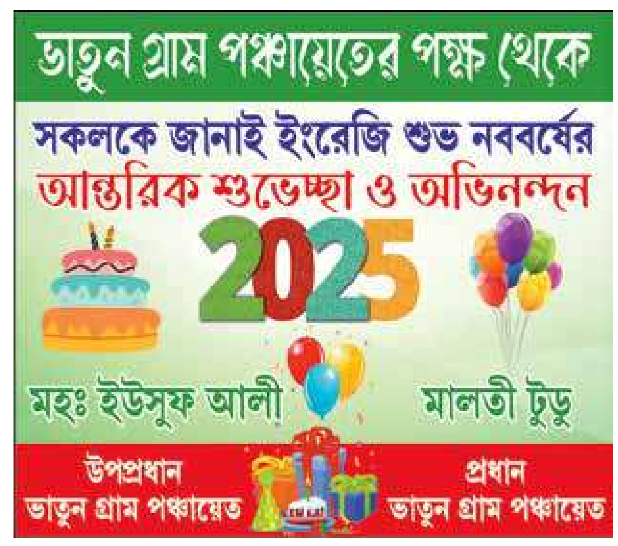

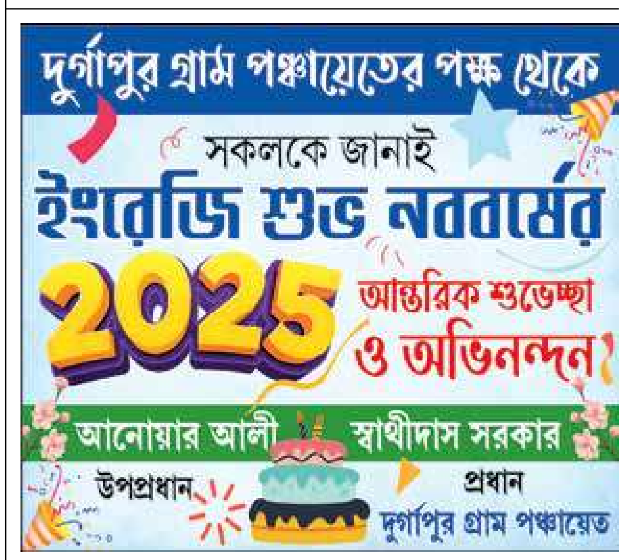

স্বাগত ২০২৫....সিডনির অপেরা হাউসের সামনে রোশনাই।

ক্ষমাপ্রার্থনা বীরেন সিংয়ের

মণিপুর হিংসা

ইম্ফল, ৩১ ডিসেম্বর : পুরোপুরি না ভাঙলেও মচকাতে বাধ্য হলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। রাজ্যে দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা কুকি বনাম মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে চলা রক্তক্ষয়ী হিংসার ঘটনায় অবশেষে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তিনি।

ইংরেজি বর্ষবরণের আগে মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মণিপুরের সমস্ত শ্রেণির মানুষকে অতীত ভুলে গিয়ে ক্ষমা করে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন বীরেন সিং। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, মণিপুরে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বীরেন সিং বলেন, 'গোটা বছরটাই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ছিল। ৩ মে থেকে যা যা ঘটেছে তার জন্য আমি রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অনেকে তাঁদের কাছের মানুষকে হারিয়েছেন। বহু মানুষ ভিটেচ্যুত হয়েছেন। আমি এই দুঃখ বুঝতে পারছি। আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।' তবে মুখ্যমন্ত্রীর আশা, 'গত তিন-চারমাস ধরে শান্তিপ্রক্রিয়ার যে উন্নতি দেখা যাচ্ছে তাতে ২০২৫ সালে রাজ্য পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।'

গত সপ্তাহে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয়কুমার ভাল্লাকে মণিপুরের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করেছে মোদি সরকার। এই নিয়োগের আড়ালে বীরেন সিংয়ের প্রতি কেন্দ্রের একপ্রকার অনাস্থার দিকটিই ফুটে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের ক্ষমা চাওয়া কতটা ড্যামেজ কন্ট্রোল করবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে আলাদা করে কুকি কিংবা মেইতেই সম্প্রদায়ের নাম না করলেও মণিপুরের সমস্ত সম্প্রদায়ের কাছে সব ভুল ক্ষমা করে দিয়ে ভুলে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন বীরেন সিং। তিনি বলেন, 'আমি সমস্ত সম্প্রদায়কে বলতে চাই, যা হয়ে গিয়েছে তা হয়ে গিয়েছে। আপনাদের উচিত, অতীতের ভুলগুলিকে ক্ষমা করে ভুলে যাওয়া। আমাদের একটি শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধশালী মণিপুর গড়ার লক্ষ্যে নতুন করে জীবন শুরু করা উচিত।'

গোটা বছরটাই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ছিল। ৩ মে থেকে যা যা ঘটেছে তার জন্য আমি রাজ্যের সমস্ত মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অনেকে তাঁদের কাছের মানুষকে হারিয়েছেন। বহু মানুষ ভিটেচ্যুত হয়েছেন। আমি এই দুঃখ বুঝতে পারছি। আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।

বীরেন সিং

২০২৩ সালের ৩ মে থেকে মেইতেই বনাম কুকিদের হিংসা শুরু হয়। সরকারি হিসেবে ওই হিংসায় ২০০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ভিটেচ্যুত হয়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। সরকারের তরফে বারবার শান্তি ফিরে আনার কথা বলা হলেও বাস্তবে তা দেখা যায়নি। গোটা ঘটনায় মণিপুরের মধ্যে দুটি আলাদা মণিপুর তৈরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মণিপুর প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা নিয়েও বারবার প্রশ্ন তুলেছেন তিনি এবং তাঁর দল কংগ্রেস। এদিনও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি ক্ষমা চাইতে পারেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন মণিপুরে গিয়ে তা করতে পারছেন না? মণিপুরের মানুষ কিছুতেই বুঝতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন ধারাবাহিকভাবে তাঁদের উপেক্ষা করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছাকৃতভাবে মণিপুরকে এড়িয়ে যাচ্ছেন।' মেইতেই সম্প্রদায় তপশিলি উপজাতির মর্যাদার দাবি তোলায় তার বিরোধিতা করে কুকিরা। মণিপুরের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ হল মেইতেই। অন্যদিকে নাগা, কুকিদের মতো উপজাতিদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ।

ইয়েমেনে ভারতীয় নার্সের ফাঁসির সাজা

সানা, ৩১ ডিসেম্বর : ইয়েমেনে জেলবন্দি ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার মৃত্যুদণ্ড কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল। নিমিশার ফাঁসির সাজা অনুমোদন করেছেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট রাশাদ আল-আমিনি। আগামী এক মাসের মধ্যে খুনের দায়ে অভিযুক্ত ভারতীয় নার্সের ফাঁসি হওয়ার কথা। ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, নিমিশার পরিবারকে আইনি সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর শাস্তি রদ করার জন্য সবরকম চেষ্টা চলছে।

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ইয়েমেনের নাগরিক তালাব আব্দো মাহাদিকে খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন নিমিশা। ২০১৭ থেকে জেলে রয়েছেন তিনি। ২০১৮-য় তাঁকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল সেদেশের আদালত। কিন্তু নিমিশার পরিবার এবং ভারত সরকার আইনি লড়াই জারি রেখেছিল। কূটনৈতিক স্তরেও তাঁর শাস্তি মকুব বা নিদেন পক্ষে লাঘব করার চেষ্টা চলছিল। পরিবারের তরফে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্টের কাছেও নিমিশার প্রাণরক্ষার আর্জি জানানো হয়। শেষপর্যন্ত আদালতের নির্দেশেই সিলমোহর দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট রাশাদ।

কেরলের পালাক্কাড়ের বাসিন্দা নিমিশা ২০০৮ থেকে ইয়েমেনের একটি হাসপাতালে কাজ করতেন। তখন স্বামী ও মেয়ে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ২০১৪-য় তাঁরা দেশে

ফিরে এলেও ইয়েমেনেই রয়ে যান নিমিশা। সেখানে মাহাদির সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। মাহাদির সাহায্যে একটি ক্লিনিক খুলেছিলেন নিমিশা। সেই ক্লিনিকের অংশীদারিত্ব নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিরোধ বাধে। অভিযোগ, নিমিশার পাসপোর্ট হাতিয়ে নিয়েছিলেন মাহাদি। যার জেরে আর ভারতে ফিরতে পারছিলেন না তিনি। একাধিকবার স্থানীয় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি।

ইয়েমেন পুলিশের দাবি, ২০১৭-র ২৫ জুলাই মাহাদিকে ঘুমের ইনজেকশন দেন নিমিশা। তার জেরে মৃত্যু হয় মাহাদির। তারপর মৃতের দেহ টুকরো করে জলের ট্যাংকে ফেলে দেন। এদিকে নিমিশার বক্তব্য, মাহাদিকে ঘুম পাড়িয়ে নিজের পাসপোর্টটি পেতে চেয়েছিলেন তিনি। ওভার ডোজের কারণে মাহাদির মৃত্যু হয়। একজনের সাহায্যে দেহটি টুকরো করে ট্যাংকে ফেলে দেন ভারতীয় নার্স। ইয়েমেন ছাড়ার ঠিক আগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন থেকে নিমিশাকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে তাঁর পরিবার। ধৃত ভারতীয়ের জন্য আইনজীবীর ব্যবস্থা করেছিল বিদেশমন্ত্রক। ২০২৩-এ ইয়েমেনের সুপ্রিম কোর্ট নিমিশার প্রাণদণ্ড মকুবের আবেদন খারিজ করে দেয়। শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রেসিডেন্টের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। তাও খারিজ হয়ে যাওয়ায় নিমিশার ফাঁসি এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রণব-পুত্রীর নিশানায় রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়কে সংঘী বলে আক্রমণ করায় রাহুল গান্ধি এবং তাঁর অনুগামীদের ফের নিশানা করলেন তাঁর মেয়ে শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'আমার বাবা আরএসএসের সদরদপ্তরে গিয়েছিলেন বলে রাহুল গান্ধির যে সমস্ত ভক্ত-চেলা ওঁকে সংঘী বলে আক্রমণ করছেন, আমি তাঁদের কাছে জানতে চাই, সংসদে রাহুল গান্ধি কেন নরেন্দ্র মোদিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন? কারণ, রাহুলের মা প্রধানমন্ত্রীকে মওত কা সওদাগর বলেছিলেন। এই যুক্তি মেনে নিলে রাহুলকেও তো মোদির সহযোগী বলে ধরে নিতে হয়।' প্রণব-পুত্রের রোষানলে পড়েছেন তাঁর ভাই তথা প্রাক্তন সাংসদ অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের স্মারক তৈরি করা নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাতে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন অভিজিৎবাবু। এর জবাবে নিজের ভাইকে শর্মিষ্ঠা বলেন, 'যে ব্যক্তি কিছু মামুলি লাভের জন্য নিজের প্রাক্তন দলে ফিরতে চান এবং যে দল তাঁর বাবাকে প্রতিদিন কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে সেই ব্যক্তির লজ্জা হওয়া উচিত।'

বাতিল পুরোনো সরকারি গাড়ি

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর : মহারাষ্ট্র সরকারের ১৫ বছরের পুরোনো ১৩ হাজার গাড়ি বাতিলের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। পাশাপাশি রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের হাতে থাকা ১৫ বছরের পুরোনো বাসগুলিকেও বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বাকি বাসগুলিকে এলএনজি এবং সিএনজি-তে রূপান্তরিত করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সহ্যাদ্রি গেস্ট হাউসে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আগামী ১০০ দিনের পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়।

ট্রাম্পের হার

ওয়াশিংটন, ৩১ ডিসেম্বর : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতেও নথি জালিয়াতি মামলায় রেহাই মেলেনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। মহিলা প্রাবন্ধিক এলিজাবেথ জেন ক্যারলকে যৌন নির্যাতন ও মানহানির মামলাতেও হারলেন। সোমবার ম্যানহাটনের ফেডারেল আপিল আদালত আগের রায় বহাল রাখায় নিম্ন আদালতের নির্দেশানুযায়ী ট্রাম্পকে ৫০ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

প্রয়াত মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা মুহাম্মদ ইউনূসের। ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে। মঙ্গলবার।

মনমোহনকে শ্রদ্ধা ইউনূসের

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর : সদ্যপ্রয়াত ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংকে শ্রদ্ধা জানালেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনে গিয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানান তিনি। তাঁর প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে, মনমোহনের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার পাশাপাশি ভিজিটার্স বুকে একটি শোকবার্তাও লিখেছেন ইউনূস। সেখানে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা লিখেছেন, ড. মনমোহন সিং ভারতকে একটি আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে পরিণত করতে বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে সাদামাঠা অথচ জ্ঞানী মানুষ বলেও আখ্যা দিয়েছেন ইউনূস। বৃহস্পতিবার ৯২ বছর বয়সে জীবনাবসান হয় ড. মনমোহন সিংয়ের। সাতদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হচ্ছে ভারতে। মনমোহন সিংয়ের প্রতি শোক জানানোর পাশাপাশি ভারতের হাইকমিশনার প্রণয়কুমার বর্মার সঙ্গেও খানিকক্ষণ কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টা।

মহাকুম্ভে সাধুর বেশে জঙ্গিহানার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ৩১ ডিসেম্বর : আর কদিন পরেই প্রয়াগরাজে হতে চলেছে মহাকুম্ভ মেলা। সেখানে নাগা সাধুর ছদ্মবেশে জঙ্গিহামলা হতে পারে। এই আশঙ্কার কথা মাথায় রেখে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার নিরাপত্তার জন্য অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের (এটিএস) সঙ্গে এনএসজি কমান্ডো ও স্নাইপার বাহিনী নিয়োগ করছে। এবারের মেলায় ৪৫ কোটি পুণ্যার্থী আসতে পারেন।

কানাডাবাসী খালিস্তানি জঙ্গিনেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন মহাকুম্ভে হামলা চালানোর হুমকি দিয়েছেন। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, একাধিক ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের নিশানায় রয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। এই কারণে কমান্ডো বাহিনী এটিএস-এর সঙ্গে পর্যাপ্ত ড্রোনের নজরদারি ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বুলেটপ্রুফ আউটপোস্টের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। সব আখড়া-সন্ন্যাসীর নিজের সঙ্গে আধারকার্ড রাখাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শাহি স্নানের স্থান, মন্দির, গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাগুলিতে নজরদারির জন্য মোতায়েন করা হচ্ছে নাশকতা দমন টিম। এই টিমের সংখ্যা ২৬।

প্রয়াগরাজে মেলাস্থলের আয়তন ৩২ বর্গকিলোমিটারের কিছু বেশি। কুম্ভমেলা শুরু হবে ১৩ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তিতে। শেষ হবে ২৬ জানুয়ারি শিবরাত্রিতে।

ভোটের স্বার্থে হিন্দু, পদ্ম তোপে কেজরি

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : ভোটে জিতলে পুজারি এবং গ্রন্থীদের প্রতিমাসে ১৮ হাজার টাকা করে দেওয়ার যে ঘোষণা আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল করেছেন তাকে নিশানা করল বিজেপি। দলের তরফে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে চুনাবি হিন্দু বা ভোটের স্বার্থে হিন্দু বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। এর জবাবে আপের তরফে বিজেপিকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলা হয়েছে, গেরুয়া শিবিরের সাহস থাকলে তারা যেন পদ্ম এবং এনডিএ শাসিত

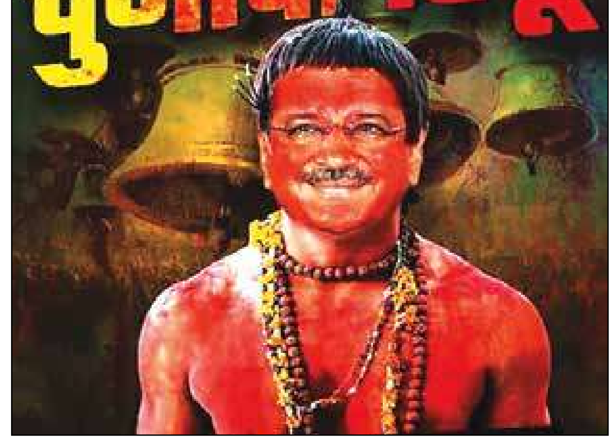

২০টি রাজ্যের পূজারি এবং গ্রন্থীদের ১৮ হাজার টাকা সম্মানজনক অর্থ দেয়। দিল্লি বিজেপির তরফে এদিন সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টার শেয়ার করা হয়েছে। তাতে 'ভুল ভুলাইয়া' সিনেমায় রাজপাল যাদব অভিনীত 'ছোটে পণ্ডিত' চরিত্রের আদলে কেজরিওয়ালের একটি ছবি তৈরি করা হয়েছে। রীতিমতো ব্যঙ্গ করে ওই পোস্টারে বিজেপি লিখেছে, 'আমার কাছে মন্দির যাত্রা ভেক মাত্র। পূজারিদের সম্মান দেওয়া আমার নির্বাচনি দেখনদারি। আমি সর্বদা সনাতন ধর্মকে নিয়ে উপহাস করেছি।' জবাবে কেজরিওয়াল বলেন, 'আমাকে গালাগালি দিয়ে দেশের কি উপকার হবে? আপনারা তো ২০টি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছেন। গুজরাটে ৩০ বছর ধরে রাজত্ব চালাচ্ছেন। আপনারা কেন পূজারি এবং গ্রন্থীদের সম্মান দেননি? আমাকে গালি না দিয়ে আপনারা কেন ২০টি রাজ্যে এই কাজ করছেন না? তাহলে তো সবার উপকার হয়।' এদিন কাশ্মীরি গেটের কাছে মারঘাট মন্দির থেকে পূজারি-গ্রন্থীদের সম্মান যোজনার নথিভুক্তির কাজ শুরু করেন কেজরিওয়াল। অপরদিকে করোলবাগের একটি গুরদোয়ারা থেকে গ্রন্থীদের নথিভুক্তির কাজ শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী।

মুইজুকে হটাতে সাহায্য চাওয়া হয় দিল্লির

মালে, ৩১ ডিসেম্বর : মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ মুইজুকে সরাতে এবছরের গোড়ায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ভারতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন দ্বীপরাষ্ট্রের প্রধান বিরোধী দল মালদিভিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি(এমডিপি)-র সদস্যরা। এজন্য দিল্লির কাছ থেকে ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য চেয়েছিল এমডিপি।

এমনই প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রথমসারির সংবাদমাধ্যমে। তবে রিপোর্ট নিয়ে সাউথ ব্লক কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। কিন্তু ভারত যে এমন স্বভাবের নয় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মহম্মদ নাশিদ। মঙ্গলবার তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ভারত কখনওই এমন পদক্ষেপকে সমর্থন করবে না। কারণ তারা সবসময় মালদ্বীপের গণতন্ত্রকে সমর্থন করে।' তিনি ষড়যন্ত্রের অভিযোগকেও পুরোপুরি মিথ্যা বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী মুইজু সরকারকে উৎখাত করতে মালদ্বীপ পার্লামেন্টের ৪০ জন এমপিকে ঘুষ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল মালদিভিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। তাতে শামিল হয়েছিলেন মুইজুর নিজের দল পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেসের এমপিরাও। সংবাদমাধ্যমটির দাবি, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মালদ্বীপের দুই কর্মকর্তা তাঁদের এই তথ্য জানিয়েছিলেন।

মিনি পাকিস্তান মন্তব্যের নিন্দায় বিজয়ন

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ ডিসেম্বর : কেরলকে মিনি পাকিস্তান বলায় বিজেপি নেতা তথা মহারাষ্ট্রের মৎস্যমন্ত্রী নীতীশ রানের তীব্র নিন্দা করলেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'মহারাষ্ট্রের বিজেপি মন্ত্রী যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত উসকানিমূলক। নীতীশ রানের ওই মন্তব্যের মধ্যে সংঘ পরিবারের কেরলের প্রতি গভীর পক্ষপাতদুষ্ট মানসিকতা ফুটে উঠেছে। যে মন্ত্রী এই ধরনের প্ররোচনামূলক মন্তব্য করতে পারেন তিনি ওই পদে বসে থাকার অযোগ্য।'

পিনারাই এও বলেন, 'একজন মন্ত্রীর মুখে এই ধরনের কথাবার্তা সংবিধানের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন্দ্রের উচিত, অবিলম্বে এই ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করা।' নীতীশ রানে সোমবার পুনের একটি অনুষ্ঠানে মন্তব্য করেছিলেন, 'কেরল মিনি পাকিস্তান। রাহুল গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরারা জঙ্গিদের ভোটে জিতে নির্বাচিত হয়েছেন।'

তাঁর ওই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক শুরু হতেই পরে সাফাই দেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ রানের ছেলে। তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন, কেরল অবশ্যই ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনি শুধুমাত্র কেরলে ঘটে চলা ধর্মান্তরণ এবং লাভ জিহাদের বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। কেরলের ক্রমশ কমতে থাকা হিন্দু জনসংখ্যা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। যদিও পিনারাই তাতে সুর নামাতে নারাজ।

এদিন এক্স হ্যান্ডেলে কেরলের বর্ষীয়ান মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'দক্ষিণের রাজ্য সম্পর্কে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রীর মন্তব্য অত্যন্ত অবমাননাকর এবং নিন্দনীয়। কেরলের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষমূলক প্রচার চলছে ওই মন্তব্য তারই প্রতিফলন।' বিজেপি নেতার মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আনন্দ দুবে এবং এনসিপি (এসপি) নেতা ক্লাইডে ক্র্যাস্টো। আনন্দ-র খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাত্র ১ লক্ষ এবং প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা ৪ লক্ষেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বলে বিজেপি চিন্তিত।'

বিচ্ছেদ চূড়ান্ত ব্র্যাঞ্জোলিনার

নিউ ইয়র্ক, ৩১ ডিসেম্বর : আট বছরের আইনি লড়াই শেষে বিবাহবিচ্ছেদ মামলা চূড়ান্ত হল অ্যাঞ্জেলিনা জোলি ও ব্র্যাড পিটের। জোলির আইনজীবী জেমস সাইমন এই খবর নিশ্চিত করলেও ব্র্যাডের আইনিজীবী কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁদের বিয়ে হয়েছিল ২০১৪ সালে। অস্কারজয়ী হলিউড দম্পতির ছ'টি সন্তান। ভক্তদের কাছে তাঁরা ব্র্যাঞ্জোলিনা নামে পরিচিত।

সাইমন জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেল অ্যাঞ্জেলিনা ও তাঁর সন্তানরা পিটের সঙ্গে যে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করছিলেন, তা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মক্কেল শান্তি চান। শান্তিময় পরিবেশের প্রত্যাশী।

২০০৫ সালে 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ' ছবির সেটে ব্র্যাডের সঙ্গে পরিচিত হন অ্যাঞ্জেলিনা। সেই সম্পর্কে শুরু। তা পরিণত হয় প্রেমে। প্রেম থেকে পরিণয়। এটি ব্র্যাডের দ্বিতীয় বিয়ে। তার আগে জেনিফার অ্যান্টনিকে বিয়ে করেছিলেন। অ্যাঞ্জেলিনাও ব্র্যাড পিটকে বিয়ে করার আগে বিলি বব থর্নটন ও জনি লি মিলারকে বিয়ে করেছিলেন।

মতবিরোধকে কেন্দ্র করে অ্যাঞ্জেলিনার সঙ্গে ব্র্যাডের সম্পর্কে চিড় ধরে।

২০১৬ সালে ইউরোপ থেকে ফেরার পথে বিমানে অ্যাঞ্জেলিনা ও সন্তানদের নিয়ে পিটের আপত্তিকর মন্তব্য মানতে পারেননি অ্যাঞ্জেলিনা। তার পরেই ডিভোর্সের মামলা করেন।

স্পেডেক্স মিশন শুরু ইসরোর

শ্রীহরিকোটা, ৩১ ডিসেম্বর : ৩০ ডিসেম্বর। মহাকাশ গবেষণায় যুগান্তকারী সাফল্যের দোরগোড়ায় ভারত। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের নেল্লোর জেলার শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে স্পেডেক্স মিশন শুরু করেছে ইসরো। ওইদিন রাত ১০টায় মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে ভারতীয় মহাকাশ সংস্থার রকেট পিএসএলভি-সি৬০। এবারের পরীক্ষাকে স্পেডেক্স বা স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট বলে উল্লেখ করেছে ইসরো। এর অর্থ, পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ২টি মহাকাশযানকে যুক্ত (ডকিং) এবং বিচ্ছিন্ন (আন ডকিং) করা। এই প্রযুক্তি আয়ত্তে এলে বিশ্বের ৪টি দেশের তালিকায় ঢুকে পড়বে ভারত। বর্তমানে আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের কাছে স্পেস ডকিং প্রযুক্তি রয়েছে। স্পেডেক্স মিশন সফল হলে এই তালিকায় জুড়ে যাবে ভারতের নাম।

ইসরো জানিয়েছে,

লক্ষ্য স্পেস ডকিং

পিএসএলভি-সি৬০-এর প্রধান পে-লোড হচ্ছে ২টি মহাকাশযান। এগুলি হল, স্পেডেক্স ১ (চেজার) ও দ্বিতীয়টি স্পেডেক্স ২ (টার্গেট)। ২টি যানের মোট ওজন প্রায় ২২০ কেজি। এছাড়া আরও ২৪টি পে-লোড বহন করছে ইসরোর রকেট। পৃথিবীর কক্ষপথে চেজার ও টার্গেট মহাকাশযানকে মুক্ত করবে পিএসএলভি-সি৬০। এরপর পৃথিবীকে পাক খেতে খেতে মাটি থেকে ৪৭০ কিলোমিটার দূরে চেজারের সঙ্গে যুক্ত হবে টার্গেট। এজন্য চেজারে রয়েছে একটি রোবটিক বাহু, যেটি হুকের সাহায্যে টার্গেটকে টেনে নেবে। পৃথিবীর কক্ষপথ ছাড়াও চাঁদের কক্ষপথেও চলবে এই ডকিং প্রক্রিয়া। সেটি সম্পূর্ণ হলে আনডকিংয়ের মাধ্যমে

ফের যান ২টি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে অভিযানের মেয়াদ নূন্যতম ৬৬ দিন থেকে ২ বছর পর্যন্ত হতে পারে ইসরো সূত্রে খবর।

স্পেডেক্স অভিযানের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ বলেন, 'চন্দ্রযান ৪-এর নিরিখে এবারের অভিযান গুরুত্বপূর্ণ। চন্দ্রযান ৪-এ আমরা চাঁদে অবতরণ করব এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসব। এই অভিযানে যেসব পদক্ষেপ করা হবে তার অন্যতম হচ্ছে ডকিং। স্পেডেক্স মিশন যে সক্ষমতা নিশ্চিত করবে।' সংঘর্ষ এড়াতে চেজার ও টার্গেটের অ্যাপ্রোচ বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটারের কম হতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। মিশন প্রধান জয়কুমার বলেন, '২০৩৫-এর মধ্যে ভারত মহাকাশে নিজস্ব স্পেসস্টেশন তৈরি করবে। সেটি নির্মাণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ডকিং।'

খুন হয়েছে ছেলে দাবি মায়ের

সুচির বালাজির রহস্যমৃত্যু

সান ফ্রান্সিসকো, ৩১ ডিসেম্বর : আমেরিকায় মৃত ভারতীয় বংশোদ্ভূত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বিশেষজ্ঞ সুচির বালাজির মৃত্যু নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। গত মাসে সান ফ্রান্সিসকোর অ্যাপার্টমেন্টে ওপেনএআইয়ের প্রাক্তন প্রযুক্তিবিদ সুচিরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি, আত্মহত্যা করেছেন ২৬ বছর বয়সি ভারতীয় তরুণ। মার্কিন তদন্তকারীদের দাবি মানতে নারাজ সুচিরের মা পূর্ণিমা রামারাও। পূর্ণিমা জানান, ছেলের অ্যাপার্টমেন্টে যে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে সেগুলি আত্মহত্যার জেরে হয়েছে কি না, তা জানতে চ্যাটজিপিটির সাহায্য নিয়েছিলেন তিনি। এআই ব্যবহার করে

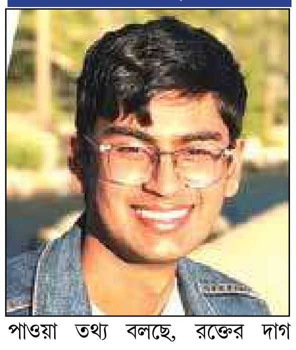

পাওয়া তথ্য বলছে, রক্তের দাগ আত্মহত্যার ফল নয়।

পূর্ণিমা বলেন, 'অ্যাপার্টমেন্টে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। শৌচালয়ে ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়েছে। আমরা ছবিটি চ্যাটজিপিটি-তে বিশ্লেষণের জন্য দিয়েছিলাম, দেখলাম মৃত্যুর কারণ অনুযায়ী রক্তের ছিটে যেভাবে পড়ার কথা ছিল তা হয়নি। আমরা আলাদা আলাদা রক্তের দাগও পেয়েছি। ওকে আঘাত করা হতে পারে। সেখানে কোনও সুইসাইড নোটও ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'আমার ছেলের মূল্যবান জীবন চলে গিয়েছে।... ও মানবজাতির জন্য কাজ করতে চেয়েছিল।' স্থানীয় পুলিশের ওপর তাঁদের ভরসা নেই, জানিয়ে এফবিআই তদন্ত দাবি করেছেন পূর্ণিমা।

নতুন বছরে ফিরুক
নাটকের গরিমা

একটা সময় নাটকে দর্শকের রমরমা থাকলেও আজ সেই দৃশ্য অনেকটাই ফিকে। দেখা যায়, নাটক খুব ভালো করে তৈরি করা হলেও অনেক সময়ই তা দর্শক পাচ্ছে না। নতুন বছর মানেই নাটকের মেলা। এই সময় নাটক আবার তার হারানো দিন ফিরে পাবে বলে অনেকেই স্বপ্ন দেখছেন। লিখলেন পার্থ চৌধুরী

আবারও একটা নতুন বছর। আর নতুন বছর মানেই শীত। আর শীত মানেই জমাটি নাটকের আসর। আমাদের রাজ্যে শীতকালজুড়ে সর্বত্রই নানা মেলার আয়োজন হয়ে আসছে। তার মধ্যে নাটকের মেলাও জায়গা করে নিয়েছে। এই সময়ে রাজধানী সহ রাজ্যের ছোট-বড় নানা জনপদে নাট্যমেলা বা নাট্যোৎসব নামে নাটকের আসর বসে। তার মানে এই নয় যে, অন্য সময়ে এসব জায়গায় নাটক হয় না। অবশ্যই হয়, কমবেশি সব জায়গাতেই গোটা বছর ধরেই নাটক হয়। তবে শীতের এই মরশুমে রাজ্যের সব নাট্যমেলার নানাবিধ প্রচার নজরে আসে একযোগে। ব্যানার-হোর্ডিং-লিফলেট থেকে শুরু করে মাইকে প্রচার বা নাটকের জন্য হাঁটুন, এমন নানান ফর্মে প্রচারে ছয়লাপ হয়ে যায়। সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই।

এমন আবহে বাইরের কোনও মানুষ আমাদের রাজ্যে এলে, কোনও নাটক না দেখেই তাঁর মনে হতে পারে, বোধহয় তিনি নাটকের দেশে এসে পড়েছেন। একইসঙ্গে তাঁর আরও মনে হবে, তাহলে এখানে নিশ্চয়ই নাটক করার আদর্শ পরিকাঠামো এবং নানাবিধ সহযোগিতার পরিবেশও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। গুণমানে ভালো নাটক তো তাহলে তৈরি হবেই এমন অনুকূল পরিবেশে। আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারব কি আমরা যে, রাজ্যজুড়ে ভালো নাটক ক'টা হয় বছরে গড়ে? অথবা গড় হিসাবে জেলার দলগুলো কতগুলো শো করতে পারে তাদের প্রযোজনার? এসব সমীক্ষার ফল যা উঠে আসবে তা আশাব্যঞ্জক হবে কি?

এখানেই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে এত এত নাট্যদল চলছে কী করে এতদিন ধরে? আসুন দেখা যাক, ময়নাতদন্তে কী উঠে আসে। আমরা জানি, কলকাতা বাংলা নাটকের পীঠস্থান। আমাদের অহংকার। কলকাতার নাট্য ঐতিহ্যেরই উত্তরসূরি আমরা। তবে এক্ষেত্রে মহানগরকে আলোচনা থেকে বাদ রাখছি, কারণ তার বৈশিষ্ট্য জেলার তুলনায় অনেকটাই ভিন্ন। নাট্যমোদী দর্শক সংখ্যা, মিডিয়া প্রচার, হলের সংখ্যা, স্পনসর, টিকিটের দাম এগুলো জেলার সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তাই কলকাতাকে বাদ রাখছি শুধু নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে বাদ রাখছি দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলোকেও। আলোচনা সীমাবদ্ধ করছি উত্তরবঙ্গের পরিসরে।

একটু খোঁজ করলেই জানা যাবে যে, নাটকের 'শো' জারি রাখতে আমাদের এই বঙ্গেও বিনিময় প্রথার যুগ চলছে এখন। 'আমার উৎসবে তুমি করবে, বিনিময়ে তোমার উৎসবে আমি যাব।' এভাবেই নাট্য প্রদর্শন চলছে এখন। এই পদ্ধতিতে নাটক যাচাই-এর প্রশ্ন অবান্তর এবং অসম্ভবও বটে। ফলত, চাপ পড়ছে দর্শকের ওপর। এ জাতীয় নাট্যোৎসবে প্রচুর খারাপ নাটক দেখে দেখে বিরক্ত হচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু এছাড়া উপায় কী? আমন্ত্রিত অভিনয় তো কালেভদ্রে। আর সেগুলো যদি সরকারি হয় তো দর্শক সংখ্যা হতাশা বৃদ্ধির সহায়ক। তাছাড়া এতদঞ্চলের শহর, আধাশহর, গঞ্জে নাটক দেখার আগ্রহী মানুষ কোথায়? প্রযুক্তির উল্লম্ফনে আরামের নতুন নতুন ঠিকানা নাটক দেখার সাবেক দর্শকের আগ্রহ ছিনতাই করে নিয়েছে ইতিমধ্যে। এক সময়ে সব জায়গাতেই নানা ক্লাব, ব্যাংক, অফিস ক্লাব সহ অন্যান্য নানাবিধ সংগঠন নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করত। আজ সেসব কোথায়? উত্তরবঙ্গের বড় শহরেও নাটকের স্পনসর, মিডিয়া-প্রচার, আধুনিক থিয়েটার হল সহ পরিকাঠামোগত সুবিধা আছে কি? অগত্যা বিনিময়ের নাট্যোৎসব কেন্দ্রিক নাট্যচর্চা দিয়ে চলছে বেশ কিছু নাটকের দল। তবে একটা কথা এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যে, এমনভাবে নাটক করতে পারছে তারাই, যাদের ট্যাঁকের জোর আছে। সেই জোর হতে পারে সরকারি গ্র্যান্ট সূত্রে অথবা নিজস্ব অর্থ জোগাড়ের পরিকাঠামো থাকা সাপেক্ষে। তবে বস্তুগত কারণেই এমন দলের সংখ্যা সীমিত সব জায়গাতেই।

তাই বহু দল অর্থ-পরিশ্রম-সময় ব্যয় করে নাট্য নির্মাণ করলেও 'শো' করতে পারে না ন্যূনতম সংখ্যাতেও। জেলার বেশিরভাগ দলেরই অবস্থা এমনই। আর এমনিভাবে চলতে চলতে এক সময় হতাশার কবলে পড়ছে তারা এবং একদা লালিত স্বপ্নের নাট্য নির্মাণের আশা দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশই। ইদানীং নতুন একটা সমস্যাও তৈরি হয়েছে খুব বেশি করে। শর্ট ফিল্ম তৈরির ঝোঁক। এই ডিজিটাল মাধ্যমের প্রতি আকর্ষণের টানে নব প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নাটকে আসছে খুবই স্বল্প সংখ্যায়। যারা আসছে তারাও দু-তিন বছর বাদেই চলে যাচ্ছে পর্দার টানে। বুঝতেও পারছে না ওরা যে, নাটকের সঙ্গে জুড়ে না থাকলে অভিনয় শিক্ষা পূর্ণতা পাবে না। তাছাড়া এখানে সিনেমা, সিরিয়াল বা ওটিটিতে সুযোগ পাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কি? বাণিজ্যিকভাবে ওগুলোর নির্মাণ তো শুরুই হয়নি এখানে। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে এরা বিচারও করছে না এসব। রঙিন চশমার ভেতর দিয়ে পৃথিবীটা দেখছে তারা। দু-চারটে ব্যতিক্রমী ঘটনাকে সাধারণ প্রবণতা বলে ধরে নিচ্ছে। কেউবা টালিগঞ্জের হাতছানির স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু তা যে অলীক সেটা বোঝাবে কে? ফলে নাটকে নতুন প্রজন্ম আসছেই না কাঙ্ক্ষিত সংখ্যায়। তাই ভালো নাটকের জন্য যে ভালো অভিনেতা দরকার তারা তৈরি হবে কী করে!

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তার বাইরে ইতিবাচক কি কিছুই হচ্ছে না? না, তেমনটা নয়। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই বেশ কিছু নাট্যদল চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে দাঁতে দাঁত চেপে। উচ্ছ্বসিত হবার মতো মান না হলেও প্রকৃত দর্শকরা দেখতে আসছে সেসব দলের নাটক। এছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে হলেও কোনও কোনও নাটক দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত করতালি আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে তার প্রযোজনা নির্মাণ গুণে, এ তথ্যও অনস্বীকার্য। দর্শক ছাড়া নাট্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। সেই দর্শকেরই আকাল চলছে। প্রচুর আহ্বানেও দর্শক আসে না দেখেছি আমরা। একমাত্র ভালো নাটকই দর্শককে হলমুখী করতে পারে, এটা প্রমাণিত সত্য। সেটাও এককভাবে নয়। উত্তরবঙ্গের সব জেলার দলগুলোকে একযোগে ভালো নাটক করতে হবে, তবেই দর্শক সাড়া দিতে পারে। আমাদের নাটকে টেকনিকাল সাপোর্ট খুব দুর্বল। একদিকে সেটা বাড়ানোর চেষ্টা যেমন করতে হবে, তেমনই খুঁজতে হবে জোরের জায়গা। বিষয়, উপস্থাপনার অভিনব বিন্যাস এবং সর্বোপরি অভিনয়ের মান দিয়ে দর্শক হৃদয় জয় করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, সরকার সব করে দেবে বা কেন করছে না, তাই নাটকের এই অবস্থা এমন ভাবনা পরিহার করে নিজের নিজের শক্তিতেই আস্থা রেখে কাজ করতে হবে নাট্যদলগুলিকে। একমাত্র এভাবেই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।

নতুন বছরে নতুন আশা

২০২৫ সাল সকলের জীবনে আনন্দ, সাফল্য এবং ভালোবাসা নিয়ে আসুক- এই কামনাই থাকুক নতুন বছরের শুরুতে। মন খারাপের যা যা ছিল সবই ভুলে নতুন বছরে নতুনভাবে এগিয়ে যেতে হবে। লিখলেন জ্যোতি সরকার

আজ নতুন বছর শুরু। নতুন বছরে নতুন করে আশা নিয়ে আরও ভালোভাবে পথচলা শুরু করার দিন। নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর জন্য মানুষ বিভিন্নরকম আয়োজন করে থাকেন। এই দিনে সকলে মিলে আনন্দ-উৎসব পালন করে, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটায়। কেক কাটা, আতশবাজি, এবং নাচগানের মাধ্যমে রাত ১২টায় নতুন বছরের শুরুতে সবাই মেতে ওঠেন। গতকাল রাত থেকেই অবশ্য আনন্দ উদযাপন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আতশবাজি পোড়ানো হয়েছে। রেস্তোরাঁ, হোটেলগুলিতে সবাইকে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। সবার মনে দারুণ আনন্দ।

আনন্দের হাটের পাশাপাশি বিষাদের পরিবেশও রয়েছে। আমাদের পৃথিবী অসুখে আক্রান্ত। বাংলাদেশের অবস্থা অগ্নিগর্ভ। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থাও খুবই খারাপ পর্যায়ে। নতুন বছরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, এটাই ঈশ্বরের কাছে একমাত্র প্রার্থনা। বড়দিনের পর উত্তরবঙ্গের গির্জাগুলিতে ব্যস্ততা এতটুকু হ্রাস পায়নি বরং বেড়েছে। ভারতে নানা ধর্মের মানুষ বাস করেন। ঐক্য ও সংহতি হল এই মহান দেশের মূলমন্ত্র। জলপাইগুড়িতে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন। ইংরেজি নববর্ষের দিনে রামকৃষ্ণ মিশনে কল্পতরু উৎসব হবে। প্রচুর মানুষের সমাবেশ হবে মিশনে। সকলের লক্ষ্য একটাই- সবাই মিলে দেশকে এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এর চাইতে বড় প্রত্যাশা আর কী হতে পারে!

নতুন বছর মানেই নতুন আশা, নতুন স্বপ্ন, আর নতুন সুযোগের হাতছানি। প্রতিটি মানুষেরই নতুন বছর নিয়ে থাকে নানা প্রত্যাশা। কেউ চান আগের বছরের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে এগিয়ে যেতে, কেউ চায় আরও সফলতা, আবার কেউ খুঁজে ফেরেন মানসিক শান্তি ও সুস্থতা। ব্যক্তিগত থেকে পেশাগত, সামাজিক থেকে বৈশ্বিক- প্রত্যাশার ক্ষেত্র অগণিত। নতুন বছরে মানুষ চায় আরও বেশি সুখি হওয়ার সুযোগ, পারিবারিক বন্ধন আরও দৃঢ় করার সময়, আর বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা।

নতুন বছরের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা
প্রত্যেকের জন্যই আমরা মঙ্গল কামনা করি
নতুন বছর সকলের জন্য মঙ্গলময় হয়ে উঠুক
রেজিনা গোমস, অধ্যক্ষা
সেন্ট অ্যান্থনি স্কুল, ৭৩ মোড়, জলপাইগুড়ি

নতুন বছরের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা
প্রত্যেকের জন্যই আমরা মঙ্গল কামনা করি
নতুন বছর সকলের জন্য মঙ্গলময় হয়ে উঠুক
2025
রাজা মণ্ডল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান
অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত
জলপাইগুড়ি সদর ব্লক

PHILIPS Smart Light Hub
Now at SILIGURI
ADIE & CO.

Hill Cart Road, Opposite Mangaldeep Building, Beside Vinayak Hotel
Mob:+91 7584816954, 9832067075

1st time in North Bengal
Laser Surgery for Piles, Fissurs, Fistuala
Day Less | Pain Less | Blood Less
Advanced Laser Surgery for
✓ Piles/Haemorrhoids ✓ Fissures
✓ Fistuala ✓ Pilonidal sinus
LASER 360
Best treatment for PILES/HOMORRHOIDES
Lasotronix
DR. T DAS
MBBS, MS, FIAGES
Advanced Laparoscopic
Laser Endo Surgeon
86531-69717
SUBARNO MEDICAL
COOCHBEHAR

Happy New Year from Euro Kids Balurghat
Start the year with joy and learning for your little one!
Free Trial Classes Now Open
Don't miss the chance to give your child a head start with our fun and engaging programs.
Age Group : 1.8 years to 6 years
Contact Us : 6295777674
Seats are limited, so act fast and secure your child's spot today!
Let's make this year full of growth and happiness for your child!

নতুন বছরের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা
প্রত্যেকের জন্যই আমরা মঙ্গল কামনা করি
বিমল দেবনাথ
অবসরপ্রাপ্ত ডিএফও এবং প্রকৃতিপ্রেমী বিশেষজ্ঞ, জলপাইগুড়ি

2025
নতুন বছরের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা
প্রত্যেকের জন্যই আমরা মঙ্গল কামনা করি
নতুন বছর সকলের জন্য মঙ্গলময় হয়ে উঠুক
মিহির ব্যানার্জী
বিশিষ্ট আইনজীবি ও সমাজসেবী
নয়াবস্তি, জলপাইগুড়ি

Happy New Year 2025
নতুন বছরের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা
প্রত্যেকের জন্যই আমরা মঙ্গল কামনা করি
নতুন বছর সকলের জন্য মঙ্গলময় হয়ে উঠুক
অভ্র বসু
সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সম্পাদক ও সমাজসেবী
রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি

বন্ধ্যাত্বের হোক অবসান।
Happy New Year 2025
নিজের পরিবার সম্পূর্ণ করুন...

আমাদের পরিষেবা
IVF
IUI • ICSI
শিলিগুড়ি | মালদা | কোচবিহার
নিউলাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার
740 740 0333 / 0444

PREMIUM DALMIA
ATTA - MAIDA - SUJI
DR. KALINATH ROAD, SILIGURI-734005
9933002762, 9832049484, 8101710106

ঘিরনীগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে
সকলকে জানাই ইংরেজি শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন
নতুন বছর সবার ভালো কাটুক- এই কামনা করি
2025
সাখিদুল ইসলাম, উপপ্রধান
দীপিকা রায়, প্রধান
ঘিরনীগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত

নতুন বছরের জন্য সকলকে শুভেচ্ছা 2025
প্রত্যেকের জন্যই আমরা মঙ্গল কামনা করি
নতুন বছর সকলের জন্য মঙ্গলময় হয়ে উঠুক
খগেশ্বর রায় প্রামাণিক
সমাজসেবী, প্রাক্তন কাউন্সিলার, এবং ক্রীড়া সংস্থা

Wishes you a "Healthy" New Year!
sutra
Pranami Mandir Road, Siliguri
• POLYCLINIC • THERAPY • DIAGNOSTICS •
+91 81456 78872
sutra.care

Dr. AMITABHA CHAKRABORTY
MBBS, MS (Opthalmology), (Kol), DFM (UK), IPPC (SYDNEY) PGDGM, PGDHHM
REGD. NO: 63907 (WBMC)
DOCTOR IS AN EXPERIENCE TOPICAL PHACO SURGEON & MEDICAL RETINA SPECIALIST
Sunetra'z Vision Redefined
UNIT OF MAYA SANYAL CLINIC AND NURSING HOME
OUR SERVICES
CHAMBER ADDRESS
ASHRAMPARA
Near Pakurtala More, Siliguri
9002280804/7031532499

DR. GRAHAM'S HOMES
KALIMPONG

LIMITED SEATS AVAILABLE
2025 ADMISSIONS OPEN
NURSERY - IX & XI
CO-ED RESIDENTIAL & DAY SCHOOL
AFFLIATED TO CISCE, NEW DELHI
Focus on character development, self esteem and confidence
Unique cottage system of boarding for a close-knit family environment
• Diverse Extra-Circicular Activities
• CISCE Regionals & National Sports Games
• Inter-School Competitions
APPLY ONLINE
drgramhomes.net
APPLY IN PERSON
Physical forms may be collected from the MAIN OFFICE during weekdays.
+91-94340 75082
+91-98325 16538
headmaster.dgh@gmail.com
purandgh@gmail.com

নারীবাহিনীর ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। মঙ্গলবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

মালতীপুরে দগ্ধদেহ উদ্ধারের রহস্যের জাল খুলছে

বিচ্ছেদের কারণেই সঙ্গীকে খুন

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ৩১ ডিসেম্বর : প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। সেটাই কাল হয়েছিল। বারবার সম্পর্ক ভাঙার ভয়েই একেবারে শেষ করে দেন সঙ্গিনীকে। মালতীপুর কাণ্ডে অভিযুক্তকে জেরা করে উঠে আসছে এমনই তথ্য। যদিও অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শুক্রবার মালতীপুরে ব্লক দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে আম বাগানে এক মহিলার দগ্ধ দেহ উদ্ধার হয়। পরবর্তীতে মৃতদেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া ব্যাগে বিভিন্ন নথি থেকে সামনে আসে মহিলার পরিচয়।

জানা যায়, ওই মহিলার বাবার বাড়ি চাঁচলের দক্ষিণ শহর এলাকায়। বিয়ে হয়েছিল কালিয়াগঞ্জ এলাকার একটি গ্রামে। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে এক বছর আগে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় ওই মহিলা। পার্শ্ববর্তী এলাকারই এক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েয়েছিল ওই মহিলা। গ্রাম্য সালিশি সভায় দুজনকেই সামাজিকভাবে এক ঘরে করে দেওয়া হয়। তারপরে ওই মহিলা নিজের সঙ্গীর সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় থাকত।

এদিকে, দেহ উদ্ধারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বর্ধমানের কাটোয়ায় রাধিকাপুর এক্সপ্রেস থেকে গ্রেপ্তার হয় সঙ্গী তথা খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত আবু তাহের। সূত্রের খবর, সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কারণে আবু তাহেরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইছিলেন ওই গৃহবধূ। ঘটনার আগের দিন রায়গঞ্জ থেকে রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে বাবার বাড়ির এলাকায় আসার জন্য সামসীতে নেমেছিলেন। অভিযুক্ত এর আগেও বিভিন্ন সময় তার সঙ্গিনীকে নিয়ে ওই এলাকায় থেকেছেন। ওই গ্রামে তাদের সম্পর্কের কথা অনেকেই জানতেন।

সেইদিনও অভিযুক্ত তাকে রাখতে আসে। সামসী থেকে হেঁটে ওই আম বাগান হয়ে তারা যেতেন দক্ষিণ শহরে। সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে সেই আম বাগানে তাদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়। এমনকি, শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন হয়। জেরাতে এমনটাই দাবি করেছেন অভিযুক্ত বলে সূত্রের খবর। কিন্তু তারপরেই ফের সঙ্গিনী যখন সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। তখনই মুখ চেপে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। তারপর বেশ কয়েকবার ছুরির কোপ মারার পর প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে মৃতদেহ পুড়িয়ে দেন আবু তাহের।

ভোর নাগাদ সেখান থেকে চম্পট দিয়েছিল উত্তর দিনাজপুর জেলায়। ট্রেনে করে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও হয়নি শেষরক্ষা। এছাড়াও মহিলার সঙ্গে আর কারও সম্পর্ক ছিল কি না। পরোক্ষভাবে আর কেউ জড়িত আছে কি না, এই সমস্ত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতার ছেলে জানান, 'আমরা নিশ্চিত অভিযুক্ত ওই ব্যক্তিই আমার মায়ের জীবনটা শেষ করল। ওর কঠোর শাস্তি হোক।'

চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, 'জেরাতে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। তদন্তের স্বার্থে এখন সব বলা সম্ভব নয়।'

নৃশংসতার স্বীকারোক্তি

- রায়গঞ্জ থেকে রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে সামসীতে নামেন ওই মহিলা। অভিযুক্ত তাঁকে সেখানে রাখতে আসেন
- সেইদিনও সামসী থেকে হেঁটে ওই আম বাগান হয়ে তাঁদের যাওয়ার কথা ছিল দক্ষিণ শহরে
- সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে আম বাগানে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। শারীরিক সম্পর্কও স্থাপন করা হয়
- ফের সঙ্গিনী সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা বললে মুখ চেপে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়
- বেশ কয়েকবার ছুরির কোপ মারার পর মৃতদেহ পুড়িয়ে দেয় আবু তাহের

প্রাপ্যের দাবিতে আদিবাসীদের সম্মেলন

গাজোল, ৩১ ডিসেম্বর : সিপিআইএমএল (রেড স্টার)-এর আদিবাসী গণ সংগঠন, আদিবাসী ভারত মহাসভার দ্বিতীয় জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গাজোলে। মঙ্গলবার গাজোলের একটি বেসরকারি লজে আয়োজিত এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আদিবাসী মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। দুপুরে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয় একটি মিছিল। কদুবাড়ি মোড় থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে আবার কদুবাড়ি মোড়ে এসে শেষ হয়।

সিপিআইএমএল (রেড স্টার) এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক শংকর দাস বলেন, 'বর্তমানে সারাদেশে আদিবাসীরা নানা সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। তাদের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, আদিবাসী ভাষা বা অলচিকি হরফে পড়াশোনার বিষয়ে সরকার উদাসীন। আদিবাসীদের রোজগার নেই, অনাহার, অপুষ্টি এবং অশিক্ষার শিকার এই আদিবাসীরা। অথচ এরাই দেশের আদি বাসিন্দা। আদিবাসীদের বঞ্চিত করে একশ্রেণির ধনী সম্প্রদায় এদের সম্পদ লুঠ করছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আজকের সম্মেলনে আলোচনা হয়েছে।' আদিবাসীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আগামীদিনে আরও সোচ্চার হবে এই সংগঠন।

মারের ভয়ে সার্কাস ছেড়ে সালাম এখন ভিক্ষাজীবী

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : বয়স ২৪। উচ্চতা মাত্র তিন ফুট। ইটাহারের কেওটাল গ্রামের সালাম ছোট থেকেই অত্যন্ত সাহসী। তিন বছর আগে একটা সার্কাস দলে নাম লিখিয়েছিল। ছোট্ট শরীরে অসাধারণ কসরত করত সালাম। পেটের জ্বালা মেটাতে গিয়ে সহ্য করতে হয়েছে সার্কাস মালিকের মার। রোজ খাওয়া জুটত না। কিন্তু বিনা পয়সায় মার বাদ যেত না। এছাড়াও দলের নানা কাজে তাকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করত।

তাই ফ্রি-তে মার খাওয়ার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে সালাম বাধ্য হয়ে সার্কাস কোম্পানি ছেড়ে দেয়। সালাম আর সেই দাপটের জীবন থেকে অনেক দূরে। প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট না থাকায় ও পায় না সরকারি সহায়তা বা ভাতা। আধার ও ভোটার কার্ড থাকার পরও ভোর হতেই ওর চিন্তা পেটের ভাত জোগাড় করা নিয়ে। দেবীনগর বাজার এলাকায় প্রায়ই ভিক্ষা করতে আসে তিন ফুটের সালাম। হাত বাড়িয়ে এই শীতে কেউ ওকে জামা দিয়েছে, কেউ দেয় একটু ভাত। তাতে পুরোপুরি খুশি না হলেও সালাম কিছুটা হলেও রাতে শান্তিতে দু'দণ্ড ঘুমোতে পারে।

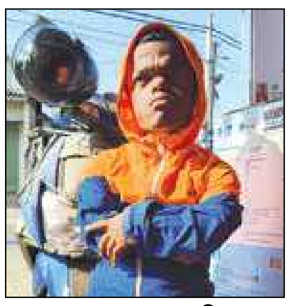

সালাম। - সংবাদচিত্র

বাবা গিয়াসউদ্দিন বলেন, 'ছোট থেকে ও আমার সঙ্গে জমিজমার কাজ দেখতে। একটু জড়বুদ্ধি থাকায় স্কুলে পাঠাতে পারিনি। এখন বুড়ো হয়েছি। ওর জন্য কিছু করতে পারি না।'

তবে একদিন হয়তো তার ভাগ্য বদলাবে, এই বিশ্বাস নিয়েই সে আজও সংগ্রাম করে যাচ্ছে। সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে বাকি দাদারা তাঁকে বের করে দিয়েছে। তাই ভিক্ষার সময় তাঁর মুখে চলছে গান, 'দোস্ত, দোস্ত না রাহা, প্যায়ার প্যায়ার না রাহা, জিন্দেগি হামে তেরা এইতবার না রাহা।'

প্রয়াত লোকশিল্পী

কুশমণ্ডি, ৩১ ডিসেম্বর : ৬৮ বছর বয়সে না ফেরার দেশে চলে গেলেন দিনাজপুরের লোকনাট্যের অন্যতম বাদ্যকর রাজেন সরকার। রেখে গেলেন লোকনাট্য শিল্পী সুপুত্র ডাকু সরকার সহ এক পুত্র ও স্ত্রীকে। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দিনাজপুর খন পালাগান সমিতির সভাপতি খুশি সরকার, সম্পাদক বাউদিয়া রায়, প্রবীণ খন পালাগানের শিল্পী আকুলবালা সরকার। বাড়ি কুশমণ্ডির দেউল পঞ্চায়েত এলাকার মহিষবাথান গ্রামে। আজ সকাল ৭:৩০ মিনিটে নিজের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী রাজেন সরকার।

আকুলবালা সরকার জানান, 'রাজেশ সরকার ছিলেন একজন রসিক মানুষ। খন পালাগান, নটুয়া, চোখচুন্দি, সত্যপির সব আসরেই হারমোনিয়ামে সুর তোলার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনবদ্য। অভিনেতার মুখের দিকে তাকিয়ে হারমোনিয়ামে সুর তুলে দিতেন রাজেনবাবু।'

শিল্পীর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন দলপতি মাধব সরকার। তাঁর কথায়, 'দীর্ঘ ৩০বছর ধরে তাঁর দলের বাদ্যকর হিসেবে রাজেনবাবুর যোগদান নতুনদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। নিজে হারমোনিয়াম বাদক হলেও পুত্র ডাকু সরকারকে তৈরি করেছিলেন অভিনেতা হিসেবে। আলকাপ ছাড়াও খন পালাগানে দক্ষ দলপতি ও অভিনেতা হিসেবে ছেলের উত্থানে সবসময় খুশি ছিলেন রাজেন সরকার।'

বাউদিয়া রায়ের বক্তব্য, 'চাওয়া-পাওয়ার বাইরে সদাহাস্য লোকনাট্যপ্রেমী একজন গুণী মানুষ চলে গেলেন। দিনাজপুরের লোকনাট্যে যা পূরণ হওয়ার নয়।' বিকেলে স্থানীয় শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয় শিল্পী রাজেন সরকারের।

বর্ষবরণের উল্লাস। মঙ্গলবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

কৃষিরত্ন শতায়ু নির্মলিনী

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ৩১ ডিসেম্বর : একজন আদিবাসী মহিলার নেশা শিক্ষা ও উন্নত কৃষি ব্যবস্থা নিয়ে মানুষকে সচেতন করা। কৃষির প্রসারে এলাকার মানুষজনের পাশে থেকে দেখিয়েছেন উত্তরণের দিশা। আজ তিনি পৌঁছেছেন বার্ধক্যে। তাঁর জীবনকাহিনী ছিল অপ্রকাশিত। তিনি হবিবপুর থানার আকতৈল গ্রামের বাসিন্দা শতায়ু পেরোনো নির্মলিনী চঁড়ে।

বর্ষ বিদায়ের আগেই তাঁকে এবার 'জিতু হেমব্রম কৃষিরত্ন' সম্মাননা প্রদান করল পাকুয়াহাট বইমেলা কর্তৃপক্ষ। স্বাভাবিকভাবেই খুশি নির্মলিনী চঁড়ের ছেলে, ছেলের বৌ নাতিপুতিরা।

পরিবার সূত্রে খবর, শিক্ষা ও কৃষির প্রসারের জন্য নীরবে কাজ করে যাওয়ার পাশাপাশি তাঁর আরও অনেক গুন আছে। সময় পেলেই এখনও খালি গলায় গান ধরেন তিনি। গেয়ে থাকেন হিন্দি, সাঁওতালি ভাষায় নানা গান। পর্দার আড়াল থেকে তাঁর গান শুনলে মনে হতেই পারে কোনও ষোড়শীর সুরেলা কণ্ঠস্বর। মনেপ্রাণে তিনি যেন কিশোরী। কিন্তু বাস্তবে তিনি শতায়ু।

স্মারক হাতে নির্মলিনী।

নির্মলীনির আদি বাড়ি বিহারের পাকুড় এলাকায়। বিয়ে হয়েছিল সেনায় কর্মরত মুন্সি চঁড়ে'র সঙ্গে। পরে পুরো পরিবার হবিবপুরেরই আকতৈল এলাকায় স্থানান্তরিত হন। স্বামীর মৃত্যুর পর এখনও সন্তানদের সঙ্গেই আছেন তিনি।

সরকারিভাবে শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত তাঁর এক ছেলে মিহির চঁড়ে বলেন, 'ছেলেবেলা থেকেই দেখেছি মানুষকে শিক্ষার পাশাপাশি কৃষিতেও উত্তরণের দিশা দেখাতে আগ্রহী ছিলেন আমার মা। মাকে জিতু হেমব্রম কৃষিরত্ন সম্মান দেওয়ায় আমরা সকলেই খুশি।'

বয়স এখনও তাঁকে কাবু করতে পারেনি। এত বছর বাঁচার গোপন রহস্য জানতে চাইলেই চোখ তুলে হাসেন তিনি। বলেন, 'আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, এত বছর বাঁচব আমি! সন্তানদের ঘরে নাতি, নাতনি দেখলাম। নাতি, নাতনির ঘরে পুতি দেখলাম। সার্থক জীবন আমার! আর এতদিন বাঁচার গোপন রহস্য শুধুই পরিবারের সকলের ভালোবাসা।'

স্বামীর মারে হাসপাতালে গৃহবধূ

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : মদ্যপ স্বামীর হাতে মার খেয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি হতে হল এক গৃহবধূকে। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় পরিবারের অন্য সদস্যরাই ওই বধূকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। এদিন ছুটি পেয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই গৃহবধূ। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে চিঙ্গিসপুর পঞ্চায়েতের শোবরা শ্যামপুর এলাকায়।

গৃহবধূর অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় প্রায়শই আমার স্বামী আমার উপর অত্যাচার চালায়। কিন্তু গতকাল মদ খেয়ে এসে আমার স্বামী আমাকে হাঁসুয়া নিয়ে আক্রমণ করে। বেধড়ক মারধর করে। রক্তাক্ত জখম হলে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। অভিযোগ পেয়েই বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

দুর্ঘটনায় পা ভাঙল পথচারীর

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : বাইকের ধাক্কায় পা ভাঙল এক পথচারীর। বালুরঘাট ব্লকের পরানপুর পেট্রোল পাম্পের সামনের ঘটনায় আহত ব্যক্তির নাম গোপাল পাহান (৫০)। জখম ব্যক্তিকে বালুরঘাট হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। পরে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানিয়ে জখম ব্যক্তির ছেলে গৌতম পাহান বলেন, 'আমার বাবা পেট্রোল পাম্পের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। ওই সময় বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি বাইক বাবাকে ধাক্কা দেয়। তাতে বাবা জখম হয়।'

বিবাদে জখম ৪

বালুরঘাট, ৩১ ডিসেম্বর : পারিবারিক বিবাদের জেরে দুই ভাইয়ের পরিবারের অন্তত চারজন জখম হয়েছে। শহরের ঘাটকালী এলাকার ঘটনা। দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে সামান্য বিবাদকে কেন্দ্র করে হাতাহাতির ঘটনায় আহত হয়েছেন চারজন। দুপক্ষের তরফেই বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

যানজট কমাতে ওভারব্রিজ

গঙ্গারামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুরের আত্মপ্রকাশ ১৯৯৩ সালে। গত ৩০ বছরে এক ধাক্কায় কয়েক হাজার বসতি বেড়েছে। বেড়েছে যানবাহন। শহরের মাথাব্যথা যানজট। ফুটপাথ না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে শহরবাসীকে চলাচল করতে হয়। মাঝপথ দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে অনেকে আহত হন। পুরসভা ও ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে বহুবার যানজট যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব পরিকল্পনা সেই তিমিরে থেকে গিয়েছে। এবার যানজট যুক্ত করতে উড়ালপুলের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে পুর কর্তৃপক্ষ। নতুন বছরে গঙ্গারামপুরে উড়ালপুলে প্রস্তাব পাঠাবে সরকারের কাছে। তার তৎপরতা শুরু করেছে পুরসভা।

অধ্যাপক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'শহরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনবহুল হয়ে পড়েছে। বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে যানবাহন। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা না গেলেও অন্তত একটা ওভারব্রিজ তৈরি করে যানজট এড়ানো যাবে বলে মনে করি।' পরিবেশপ্রেমী সনাতন তামলি বলেন, 'বেড়েছে টোটো। গ্রামের মানুষ শহরমুখী হওয়ার প্রবণতার দিনে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।' আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, 'ফুটপাথ নেই। হাঁটার জন্য পর্যাপ্ত রাস্তাও নেই। গঙ্গারামপুরের চৌমাথায় ওভারব্রিজের ভীষণ প্রয়োজন।' গঙ্গারামপুর পুরসভার পুরপ্রধান প্রশান্ত মিত্র বলেন, 'শহরকে যানজট মুক্ত করতে ওভার ব্রিজ তৈরির চিন্তাভাবনা করছি। নতুন বছরে রাজ্যে প্রস্তাব পাঠানো হবে।'

উদ্বোধন স্থগিত

করণদিঘি, ৩১ ডিসেম্বর : প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দেশজুড়ে তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়। প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ডালখোলা পুর মহাশ্মশানের উদ্বোধন বাতিল করা হয়েছে। উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল আগামীকাল মঙ্গলবার। আগামী ২ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে। তবে ডালখোলা শ্মশানকালীর পুজোর পাশাপাশি শ্মশান প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হবে। হবে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিও।

পুর চেয়ারম্যান স্বদেশ সরকার বলেন, 'প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয়েছে বুড়জ মহানন্দা নদীর তীরের ডালখোলা পুর মহাশ্মশান ঘাট।'

ভিড় উপচে পড়ছে মেলায়

কুশমণ্ডি, ৩১ ডিসেম্বর : শুরু হয়েছে আমিনপুর মেলা। তিনদিন পেরোতেই ভিড় উপচে পড়ল মেলায়। গতকাল রাত্রি নটা পর্যন্ত মেলায় মহিলা ও শিশুদের ভিড়ে পা ফেলার জায়গা ছিল না। বাসইল, বেকাপাড়া, গছপুকুর, আমিনপুর, নরুল্লাকুড়ি, বুড়িপুকুর, পইনালা, মহাগ্রাম, বেলপাড়া, বারোঘরিয়া, নাহিট, লক্ষ্মীপুর, সিংতোর সহ প্রায় তিরিশটি গ্রামের মানুষ ঠান্ডা উপেক্ষা করে টোটো নিয়ে আসছেন মেলা দেখতে।

বছর শেষে আমিনপুর মেলায় ভিড় দেখে বিধায়ক রেখা রায় জানান, 'ব্লকের অন্যতম মেলার জায়গা এখন আমিনপুর। এবছর মানুষের সমাগম দেখে আমরা মুগ্ধ।' ব্লক তৃণমূল সভাপতি করিমূল ইসলাম জানান, 'ধান উঠেছে। গম, সরষে লাগানো শেষ। ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়ে গেল। এখন গ্রামের মানুষদের বিনোদনের জন্য আমিনপুর মেলা জমে উঠেছে।'

চরের শিশুদের স্কুলমুখী করতে উদ্যোগ মোথাবাড়িতে

মোথাবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : গঙ্গাচরের পড়ুয়াদের স্কুলমুখী করতে উদ্যোগ নিল জেলা শিক্ষা দপ্তর। সরকারি স্কুলে ভর্তি সুনিশ্চিত করতে হামিদপুর চরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতন করলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সহ একাধিক শিক্ষা আধিকারিক।

ভৌগোলিক দিক থেকে প্রত্যন্ত এই চরের একদিকে ঝাড়খণ্ড, অন্যদিকে মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর। হামিদপুর খাটিয়াখানা চরে রয়েছে হামিদপুর (উত্তর), হামিদপুর (দক্ষিণ), হামিদপুর (পূর্ব), কাতলামারি, সরকারটোলা, মঙ্গদপুর গ্রাম। জনসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। গঙ্গা ভাঙনের পর গত দুই দশকে ২৯টি চর জেগে উঠলেও বেশিরভাগ চর বাংলার ভোটাধিকার হারিয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রমী চর হল খাটিয়াখানা। ২০১৬ সালে চরের মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছেন। নিজ দেশে পরবাসী হয়েছিলেন বাসিন্দারা।

গত এক দশকে এই চর এলাকার সেই ধরনের কোনও উন্নয়ন হয়নি। এই এলাকায় রাজ্য সরকার একটি প্রাথমিক স্কুল খুলেছে। নাম কেকেজেএম প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। এই চরের সকল বাসিন্দারাই যেন বিদ্যালয়মুখী হতে পারে তার জন্য সচেষ্ট শিক্ষা দপ্তর।

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাসের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল হামিদপুর ৮ নম্বর ঘাট থেকে নৌকা যোগে চরে পৌঁছে যান। সঙ্গে ছিলেন মোথাবাড়ি নতুন চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুই বিশিষ্ট শিক্ষক মুকুলেশ্বর রহমান ও উত্তীয় পাণ্ডে।

উপস্থিত ছিলেন গম্ভীরা শিল্পী বাবলু মণ্ডল। চরে নেমে একাধিক বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং পড়ুয়া, অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন। সকলকে স্কুলে যাওয়ার জন্য আবেদন জানায়। চরের মানুষদের সচেতন করতে ফতেপুর গম্ভীরা দল শিশুদের বিদ্যালয়মুখী করার আহ্বান জানায়।

বাণীব্রত দাস জানিয়েছেন, 'মালদা জেলার ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়মুখী করতে ভর্তি কর্মসূচি সুনিশ্চিত করতে শিক্ষা দপ্তর একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে।'

তালা ভেঙে হাপিস স্কুলের কম্পিউটার

মোথাবাড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : মোথাবাড়ি জুনিয়ার বেসিক প্রাথমিক স্কুলের তালা ভেঙে চোর নিয়ে গেল কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার। দুষ্কৃতীর দল ছাড় দেয়নি মিড-ডে মিলের সামগ্রীও। নিয়ে গিয়েছে বেশ কিছু টাকাপয়সা। শনিবার মোথাবাড়ি থানায় স্কুলের তরফে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

সকালে ফোনে খবর পাওয়া মাত্র স্কুলে চলে যান প্রধান শিক্ষক জয়ন্তকুমার রায়। থানায় অভিযোগ জানালে মোথাবাড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থল বিদ্যালয়ে ছুটে আসে।

প্রধান শিক্ষক জয়ন্তকুমার রায় বলেন, 'গতকাল গভীর রাতে স্কুলের তালা ভেঙে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, টাকাপয়সা সহ একাধিক জিনিস চুরি গেছে। ঘটনায় চরম অসুবিধায় পড়েছি। মোথাবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।'

অভিভাবক জগৎ মণ্ডল বলেন, 'তালা ভেঙে স্কুলে ঢুকে দুষ্কৃতীরা লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। স্কুলের কাগজপত্র মাটিতে পড়ে রয়েছে।'

এই ঘটনায় এলাকার বাকি স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন প্রাথমিক স্কুলগুলোর সুরক্ষার জন্য নাইটগার্ডের আবেদন জানিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি মোঃ আইনুল হক জানিয়েছেন, 'করোনার সময় থেকেই জেলাজুড়ে বিভিন্ন স্কুলে চুরির প্রবণতা বাড়ছে। জেলা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ বিষয়টি সমাধানের জন্য যেন আরও বেশি করে ভাবা হয়।'

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মালদা জেলা সম্পাদক দেবব্রত মুখার্জি জানিয়েছেন, 'জেলাব্যাপী বিভিন্ন প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চুরি ক্রমশই বাড়ছে। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে প্রতিটি বিদ্যালয়ে রাতে সিভিক গার্ডের জন্য আবেদন জানাব।'

এছাড়াও শিক্ষক সংগঠন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, প্রাথমিককল্যাণ শিক্ষক সমিতি, এবিপিটিএ জেলাব্যাপী বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাতে নাইটগার্ডের জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

মোথাবাড়ি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক অঞ্জন লাহা জানিয়েছেন, 'বিদ্যালয়ের সম্পত্তি বেড়েছে। দুষ্কৃতীরা পরিকল্পনা করে একাধিক বিদ্যালয়ে এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। প্রশাসনকে বলব উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে।'

মোথাবাড়ি থানার পুলিশ এই ঘটনায় খুব শীঘ্রই চুরি যাওয়া জিনিস দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রিকভারি করে বিদ্যালয়ের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

ভরদুপুরে গৃহস্থ বাড়িতে চুরি গয়না

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : ভরদুপুরে গৃহস্থবাড়ির তালা ভেঙে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ থানার পানিশালা হাট এলাকার ডাঙ্গাপাড়ায়। লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর অলংকার সহ নগদ ৭০ হাজার টাকা ও অন্য সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিক সাজ্জাদ আলি। পুলিশ জানিয়েছে, ২৯ ডিসেম্বর ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা সাজ্জাদ আলি, তাঁর স্ত্রী ও তিন ছেলেকে নিয়ে সপরিবারে রায়গঞ্জের ভাতুন পঞ্চায়েতের ভাটোলের শ্বশুরবাড়িতে শ্যালকের মোহরের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে যায়। বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে দরজার তালা ভেঙে ঘরের ভেতরে ঢুকে সমস্ত জিনিস নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

৩০ তারিখ সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রতিবেশীর ফোন মারফত জানতে পারেন, ঘরের তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে, তছনছ হয়ে রয়েছে ঘর। বাড়ির সর্বস্ব চুরি হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনার খবর পেয়ে বাড়িতে আসেন বাড়ির মালিক সাজ্জাদ আলি। ঘটনায় সোমবার রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার জানান, 'চুরির ঘটনায় লিখিত অভিযোগ জমা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।'

গল্পের বইয়ে আটকে গেল খুদেরা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : বছরের শেষ দিনে জমজমাট কালিয়াগঞ্জ বইমেলা। ঘড়ির কাঁটায় সাড়ে ১২টা বাজতেই খুলে যায় মেলার গেট। বুধবার ছিল মেলার দ্বিতীয় দিন। মেলায় গিয়ে দেখা গেল ছোটরা বিভিন্ন স্টলে গিয়ে চাঁদের পাহাড়, টিনিটিন, পাণ্ডব গোয়েন্দা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সমগ্র, হাঁদাভোঁদা, সুকুমার সমগ্রের বইয়ের পাতা উলটে চলেছে। দুপুরে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আসর বসে। প্রতিযোগিতায় ছিল তিনটি বিভাগ। এসবের মাঝে চলছে 'আই লাভ বইমেলা'র সামনে সেলফি তোলার ব্যস্ততা।

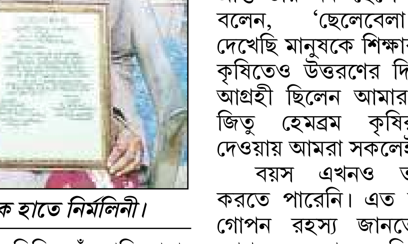

বইয়ের পাতায় চোখ। মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জে।

বইমেলায় ছেলেকে নিয়ে এসেছেন অনিমা দত্ত। তিনি বলেন, 'প্রয়োজনের জন্য মোবাইল– ছোটদের এটা বোঝাতে হবে। সামনে পরীক্ষা। তবুও ছেলেকে নিয়ে বইমেলায় এসেছি বই কিনতে।' অনিমা দত্ত বলেন, 'পরীক্ষা শেষ হলে সময় কাটাতে গল্পের বইগুলো ছেলের হাতে তুলে দেব।' কালিয়াগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামের নবমের ছাত্রী ছন্দাও এসেছে বইমেলায়। কথায়, 'আমাদের বাবা ও মা সারাক্ষণ চাষের কাজে ব্যস্ত থাকে। তাঁদের কাছে বইমেলা আর পাঁচটা মেলার মতন। বাদাম ভাজা, নাগরদোলায় চড়ার টাকা দিলেও বই কেনার টাকা দেয় না বলে পয়সা বাঁচিয়ে আমরা পাঁচজন বান্ধবী প্রত্যেকে একটি করে গল্পের বই কিনি। সেগুলোকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাই বাড়িতে পড়ব।'

বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রামনিবাস সাহার আশা, 'নতুন বছরের শুরু থেকে ক্রেতাদের ভিড়ে জমে উঠবে বইমেলা প্রাঙ্গণ। ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও ভিড় জমাবেন বইমেলায়।'

টানা ব্যাটিং ব্যর্থতায় তোপ ইরফানের

অধিনায়ক বলেই দলে রোহিত

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্ট। মেলবোর্নের দ্বৈরথ পিছনে ফেলে নতুন বছরে নতুন টক্করের হাতছানি। যদিও পঞ্চম দিনের শেষবেলায় যশস্বী জয়সওয়ালের আউট ঘিরে তৈরি হওয়া মহাবিতর্ক আঁচ সহজে কমছে না। দাবি, পালটা দাবিতে সরগরম ক্রিকেট মহল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা দাবি করেন নটআউট ছিল যশস্বী। সমাজমাধ্যমে পোড়খাওয়া ভারতীয় রাজনৈতিক ও ক্রিকেট কর্তা লিখেছেন, 'পরিষ্কার নটআউট ছিল। প্রযুক্তি যা নির্দেশ করছে, তাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তৃতীয় আম্পায়ারের। মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত (নটআউট) বদলাতে অকাট্য প্রমাণ দরকার ছিল।' সুনীল গাভাসকার, রবি শাস্ত্রীও গতকাল ঠিক এই যুক্তিতেই সরব হয়েছিল।

বিরোধী পক্ষে সেই দাবি মানতে নারাজ। মার্ক ওয়া এবং মাইকেল ভনের মতে, অযৌক্তিক বিতর্ক। এবার থামা উচিত। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ভনের যুক্তি 'সত্যি বলতে, বিতর্কটা এবার থামা উচিত। ওটা আউটই। গতকালের প্রতিটি সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। ভালো খেলেছে অস্ট্রেলিয়া, তারই প্রতিফলন ঘটেছে ম্যাচের ফলাফলে।'

প্রাক্তন অজি তারকা মার্ক ওয়া লিখেছেন, 'সবাইকে বলছি, জয়সওয়াল আউটই ছিল। ব্যাট কিংবা গ্লাভসে বল লেগেছিল, এই নিয়ে সংশয় নেই। প্রথমেই কীভাবে চোখ এড়িয়ে গেল আম্পায়ারদের, বুঝতে পারছি না। হয়তো খুব হালকা লেগেছিল, তাই স্নিকোমিটারে ধরা পড়েনি। তবে শেষপর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে।'

এদিকে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ব্যর্থতা, ঋষভ পন্থের জঘন্য শট নিয়ে সমালোচনাও অব্যাহত। বিরাট-রোহিতের টেস্ট ভবিষ্যৎ সুনীল গাভাসকার বলেছেন, 'সবকিছু নির্ভর করছে নির্বাচকদের ওপর। ওদের থেকে যে প্রত্যাশা, তা মিলছে না। টপ অর্ডার ব্যর্থ হলে লোয়ার অর্ডারকে কাঠগড়ায় তোলা অনুচিত। সিনিয়াররা দলে কোনও অবদান রাখতে পারছে না। সিরিজে ভারতীয় দল আজ যে পরিস্থিতিতে, তার মূল কারণ এটাই।'

ঋষভের শট নিয়ে অবশ্য ক্ষোভ আড়াল করছেন না। গাভাসকারের যুক্তি, ঋষভ-যশস্বী খেলাটা ধরে নিয়েছিলেন। দুজনে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিলে হেরে নয়, ম্যাচ ড্র রেখেই ফিরত ভারত। কিন্তু অযথা ঝুঁকির শটে উইকেট খুইয়ে পরিস্থিতিটাই বদলে দেন ঋষভ।

চলতি সফরের নতুন আবিষ্কার অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডিকে (৪৯ গড়ে ২৯৪ রান করেছেন) প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। শতরানের ইনিংসের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'দলের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে, তখন দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে নিজের জায়গাটা পাকা করে নিল। হার্দিক পান্ডিয়ার অনুপস্থিতিতে টেস্টে একজন অলরাউন্ডার প্রয়োজন, যে মিডিয়াম পেস বোলিংও করবে। বোলিংয়ে নীতীশকে উন্নতি করতে হবে। তবে ব্যাটিংয়ে ও হার্দিকের চেয়ে এগিয়ে।'

ইরফান পাঠান আবার মনে করেন, অধিনায়ক না থাকলে প্রথম এগারোতেই জায়গা হত না রোহিতের। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড সিরিজে চূড়ান্ত ফ্লপ। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতেও সামনে থেকে নেতৃত্বের বদলে দলের চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। ইরফান বলেছেন, 'রোহিত অধিনায়ক, তাই খেলে যাচ্ছে। এটাই বাস্তব। টপ অর্ডারে যশস্বী, লোকেশ রাহুল সফল। শুভমান গিলও রয়েছে। রোহিতের ছন্দে না থাকা বাকিদের ওপর চাপ তৈরি করছে। রোহিতের এরকম ব্যাটিং হতাশাজনক। ও যখন স্বমেজাজে থাকে, রোহিতের ব্যাটিং উপভোগ করি। মানসিক সমস্যা নাকি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা বুঝতে পারছি না।'

সমালোচনার ঝড় উঠলেও মুখে হাসি নিয়েই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পঞ্চম টেস্ট খেলতে সিডনিতে পা রাখলেন রোহিত শর্মা। মঙ্গলবার।

আক্রাম-ম্যাকগ্রাথেরও আগে বুমরাহ : লেম্যান

সিডনি, ৩১ ডিসেম্বর : শুধু ভারতীয় দলের নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের তিনি কোহিনুর। ব্রিসবেন, মেলবোর্ন সহ সিরিজে সতীর্থ বোলারদের সাদামাঠা পারফরমেন্সের মাঝে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম জসপ্রীত বুমরাহ। গতকাল শেষ হওয়া মেলবোর্ন দ্বৈরথে ভারত হারলেও বুমরাহ পিছনে ফেলে দিয়েছেন ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নার, কার্টলে অ্যামব্রোজদের মতো কিংবদন্তিদের। সবচেয়ে কম বোলিং গড়ে দুইশো উইকেটের বিশ্বরেকর্ড।

ব্র্যাডম্যানোচিত বলছেন মঞ্জরেকার

ভারতীয়রাই শুধু নয়, বুমরাহর যে 'বুম বুম' বোলিংয়ে মেতে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশ। প্রাক্তন ব্যাটার তথা অজি দলের হেডকোচ ড্যারেন লেম্যান যেমন গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, ওয়াসিম আক্রামেরও ওপরে রাখছেন ভারতীয় স্পিডস্টারকে। এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'রোহিত সরে যাওয়ার পর সম্ভবত বুমরাহ ভারতীয় দলের পরবর্তী অধিনায়ক। পারথে সত্যিই দারুণ নেতৃত্ব দিয়েছে। আমার দেখা সেরা বোলারের নাম বুমরাহ। আমি ওয়াসিম আক্রামকে দেখেছি। গ্লেন ম্যাকগ্রাথকেও। কিন্তু কোনও একটা সিরিজে বুমরাহর মতো কাউকে এতটা প্রভাব ফেলতে দেখিনি। শেষবার ২০১৩-'১৪ অ্যাসেজে যা দেখেছিলাম মিচেল জনসনের মধ্যে। চলতি সিরিজে ইতিমধ্যেই ৩০ উইকেট নিয়ে ফেলেছে বুমরাহ। ওর বোলিং তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি। অধিনায়কত্ব পেলে আরও ভালো খেলবে।'

বুমরাহর সামনে অজি ব্যাটাররা যেভাবে কেঁপে যাচ্ছেন, তা চিন্তার জায়গা বলে মনে করছেন প্রাক্তন হেডকোচ। লেম্যান বলেছেন, 'অজি বোলিং নিয়ে চিন্তিত নই আমি। বর্তমান তারকাদের পাশাপাশি একঝাঁক নতুন বোলার রয়েছে সুযোগের অপেক্ষায়। তারকাদের অবসরের আগে তারা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেবে বলে বিশ্বাস। স্পিন বিভাগও ঠিকঠাক। তবে ব্যাটিং এই মুহূর্তে চিন্তার জায়গা।'

ভারতীয় ব্যাটিং চলতি সিরিজে ধারাবাহিক সাফল্য না পেলেও ভবিষ্যৎ নিরাপদ বলেই মনে করছেন লেম্যান। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা অবসর নিলে চিন্তার কিছু দেখছেন না। প্রাক্তনের দাবি, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের তরুণ ব্রিগেড প্রস্তুত ব্যাটন হাতে তুলে নিতে। ইতিমধ্যেই একঝাঁক নতুন মুখ তাদের দক্ষতার প্রমাণ রাখছে। ভারতীয় ক্রিকেটের গভীরতাও যথেষ্ট ভালো।

লেম্যানের মতে, ইয়ং ব্রিগেডে সেরা খোঁজ যশস্বী জয়সওয়াল। আগামী প্রজন্মের ক্রিকেটার। বলেছেন, 'যশস্বী আর হ্যারি ব্রুক, দুজনে পরবর্তী প্রজন্মের দুই তারকা। মানুষকে মাঠে বসিয়ে রাখবে। মেলবোর্নে দুর্দান্ত খেলল। পারথেও অসাধারণ ইনিংস।'

সঞ্জয় মঞ্জরেকার আবার গ্রেটদের তালিকাতেই শুধু আটতে রাখতে নারাজ বুমরাহকে। দাবি, ভারতীয় ফাস্ট বোলারের চলতি সাফল্য একমাত্র ব্র্যাডম্যানের পারফরমেন্সের সঙ্গেই তুলনীয়। বলেছেন, 'গ্রেট বলব না। সেই ধাপটা ও পেরিয়ে এসেছে। নিজেকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে বুমরাহ। প্রতিটি ম্যাচে যে কোনও পিচ, পরিস্থিতিতে উইকেট তুলে নিচ্ছে! মার্শাল, গার্নার, অ্যামব্রোজের চেয়েও বোলিং গড় ভালো! ওরা প্রত্যেকেই কিংবদন্তি। ৪৪তম টেস্টেও সেই কিংবদন্তিদের পিছনে ফেলে দিয়েছে। বুমরাহর জন্য আমি 'ব্র্যাডম্যানোচিত' শব্দটাই ব্যবহার করতে চাই। একার হাতেই অস্ট্রেলিয়াকে চাপে ফেলছে।'

> গ্রেট বলব না। সেই ধাপটা ও পেরিয়ে এসেছে। নিজেকে অন্য পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে বুমরাহ। প্রতিটি ম্যাচে যে কোনও পিচ, পরিস্থিতিতে উইকেট তুলে নিচ্ছে! মার্শালি, গার্নারি, অ্যামব্রোজের চেয়েও বোলিং গড় ভালো! ওরা প্রত্যেকেই কিংবদন্তি। ৪৪তম টেস্টেও সেই কিংবদন্তিদের পিছনে ফেলে দিয়েছে।
>
> **সঞ্জয় মঞ্জরেকার**

'১৫০ কোটি ভারতীয়র অপমান'

সেলিব্রেশন বিতর্ক, হেডের কড়া শাস্তির দাবি সিধুর

নয়াদিল্লি, ৩১ ডিসেম্বর : অশালীন সেলিব্রেশনের জন্য ট্রাভিস হেডের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুললেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। বক্সিং ডে টেস্টের শেষদিনে ঋষভ পন্থকে আউট করার পর দৃষ্টিকটুভাবে উচ্ছ্বাস দেখান। সিধুর মতে, মাঠে হাজারো মানুষ পরিবার নিয়ে খেলা দেখছিলেন। টিভিতে কোটি কোটি দর্শক। সেখানে হেডের 'আঙুল' দেখিয়ে অশালীন আচরণ কখনও সমর্থনযোগ্য নয়।

সিধুর দাবি, মেলবোর্ন টেস্টে হেডের আপত্তিকর আচরণ ভদ্রলোকের খেলার শালীনতা ভঙ্গ করেছে। ক্রিকেট-সংস্কৃতির বিরোধী এই আচরণ। মাঠে বাচ্চা, মহিলা, তরুণ প্রজন্মের পাশাপাশি বয়স্ক মানুষজনও উপস্থিত ছিলেন। সকলের সামনে জঘন্যতম উদাহরণ তৈরি করলেন হেড। শুধু ঋষভ পন্থকে নয়, এই আচরণে ১৫০ কোটি ভারতীয়কে অপমান করা হয়েছে। এটি কড়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের আচরণ কেউ না করে।

ব্যাট হাতে দুই ইনিংসে ব্যর্থ হেড (০ ও ১)। তবে অন্তিম সেশনে জমে যাওয়া ঋষভ-যশস্বী জয়সওয়ালের জুটি ভেঙে জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন। শেষপর্যন্ত চায়ের পর সাত উইকেট তুলে নিয়ে বাজিমাত অজি বোলারদের। তবে ঋষভকে ফেরানো নিয়ে দৃষ্টিকটু উচ্ছ্বাসে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। অবশ্য হেডের সাফাই, বাকিরা যা ভাবছেন, আদৌ তা নয়। তাঁর সেলিব্রেশন নিয়ে ভুল বোঝা হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার 'ট্রিপল এম' রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হেড দাবি করেন, বরফের মধ্যে আঙুল, বোঝাতেই ওরকম করেছেন। শ্রীলঙ্কা সফরেও একইভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে অশালীনতার কিছু নেই। উইকেট তুলে নেওয়ার পর বরফে আঙুল দিয়ে বোঝাতে চান, পরের শিকারের জন্য নতুন করে প্রস্তুত হচ্ছেন। ম্যাচ জেতার পর সাংবাদিক সম্মেলনেও হেড বিতর্কে ঠিক একই কথা বলতে শোনা গিয়েছিল প্যাট কামিন্সকে।

নিজের বোলিং, ঋষভকে আউট করার ঘোর কাটছে না। হেড জানিয়েছেন, চায়ের পর তাঁকে বোলিং করানো হবে, আশা করেননি। শেষপর্যন্ত কামিন্সের যে মাস্টারস্ট্রোকে বাজিমাত। লুজ বল, ঋষভের বেহিসেবি শটে সব অঙ্ক বদলে যাওয়া। হেড বলেছেন, 'বোলিং করব ভাবিনি। ভেবেছিলাম, শ্রীলঙ্কা সফরে গেলেই হয়তো ফের বোলিং করার সুযোগ পাব।'

ঋষভ পন্থকে আউট করার পর ট্রাভিস হেডের এই সেলিব্রেশন ঘিরে বিতর্ক।

নাইটহুড পাচ্ছেন সাউথগেট

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বর : 'স্যর' গ্যারেথ সাউথগেট। নতুন বছর থেকে এই নামেই পরিচিত হবেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ। কোনও ট্রফি জিততে না পারলেও তাঁর হাত ধরে সাম্প্রতিক সময়ে দুর্দান্ত ফুটবল উপহার দিয়েছেন হ্যারি কেনরা। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই প্রাক্তন ইংল্যান্ড কোচ সাউথগেটকে 'নাইটহুড' উপাধি দিচ্ছে ব্রিটেন।

৫৪ বছরের সাউথগেট ইংল্যান্ড জাতীয় দলের চতুর্থ কোচ হিসাবে 'নাইটহুড' পাবেন। তাঁর আগে এই সম্মান পেয়েছেন আলফ র‍্যামসে, ওয়াল্টার উইন্টারবটম ও ববি রবসন। ১৯৯০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ইংল্যান্ড ফুটবল দল একটি অন্ধকার সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। সেই অবস্থার পরিবর্তন হয় সাউথগেটের হাত ধরে। ২০১৬ সালে তাঁকে ইংল্যান্ড দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

> আমাদের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা কোচ সাউথগেট। তাঁর প্রশিক্ষণে ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপের মঞ্চে সেরা পারফরমেন্স তুলে ধরেছিল ইংল্যান্ড। এছাড়া পরপর দুইবার ইউরো কাপ ফাইনালেও উঠেছি আমরা।
>
> **ডেবি হিউয়িট**
> ইংল্যান্ড ফুটবল সংস্থার সভাপতি

সাউথগেটের কোচিংয়ে ১০২টি ম্যাচ খেলে হ্যারি কেনরা জয় পেয়েছেন ৬১টি ম্যাচে। পাশাপাশি দুইবার ইউরো কাপ ফাইনাল ও একবার বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল খেলেছে থ্রি লায়ন্স। কিন্তু শেষপর্যন্ত ট্রফির খরা কাটেনি। গত ইউরো ফাইনালে হারের পর দায়িত্ব ছাড়েন সাউথগেট।

সাউথগেটের আগে অ্যালেক্স ফার্গুসন, ববি চার্লটন, স্ট্যানলি ম্যাথুজের মতো ফুটবল ব্যক্তিত্ব 'নাইটহুড' উপাধি পেয়েছেন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড কোচের 'নাইটহুড' পাওয়ার সংবাদে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এফএ সভাপতি ডেবি হিউয়িট বলেছেন, 'আমাদের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা কোচ সাউথগেট। তাঁর প্রশিক্ষণে ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপের মঞ্চে সেরা পারফরমেন্স তুলে ধরেছিল ইংল্যান্ড। এছাড়া পরপর দুইবার ইউরো কাপ ফাইনালেও উঠেছি আমরা।'

এবারের 'নাইটহুড' প্রাপকের তালিকায় সাউথগেট ছাড়াও রয়েছেন ওয়েলসের প্রাক্তন রাগবি খেলোয়াড় জেরাল্ড ডেভিস। প্রাক্তন লিভারপুল কিংবদন্তি অ্যালান হ্যানসেন 'মেম্বার অফ অর্ডার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার' পাচ্ছেন। অন্যদিকে ওয়েস্ট হ্যামের বর্তমান কোচ ডেভিড মোয়েসকে দেওয়া হচ্ছে 'অফিসার অফ অর্ডার অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার' উপাধি।

দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : লিগ শীর্ষে থেকে বছর শেষ করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। নতুন বছরে দলের থেকে আরও সাফল্য প্রত্যাশা করছেন সমর্থকরা। বছরের শেষদিনের অনুশীলনে বিভিন্ন ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে বাগান খেলোয়াড়দের শুভেচ্ছা জানানো হয়। পাশাপাশি এদিন ছিল বাগানের বিদেশি ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজের জন্মদিন। অনুশীলন শেষে সতীর্থ সমর্থকদের সঙ্গে কেক কাটলেন তিনি।

মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ঘণ্টা দেড়েক গা ঘামালেন লিস্টন কোলাসো। এমনিতেই চোট-আঘাত ও কার্ড সমস্যায় কিছুটা বিব্রত বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। ফলে দল নিয়ে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন তিনি।

হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচে খেলবেন না আপুইয়া। ফলে তাঁর বিকল্প হিসেবে দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশীদের তৈরি রাখছেন মোলিনা। এদিন অনুশীলনে এলেও সাইডলাইনে ছিলেন আপুইয়া। তাঁর সঙ্গে সাইড লাইনে রিহ্যাব সারলেন আশিক কুরুনিয়ান ও দিমিত্রি পেত্রাতোস।

মঙ্গলবার অনুশীলনে সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করালেন বাগান কোচ মোলিনা। মনবীর সিং ছাড়া মোহনবাগানের সবাই উপস্থিত ছিলেন। ফলে মনবীরের জায়গায় সাহাল আব্দুল সামাদকে দেখে নিলেন বাগান কোচ। বুধবার মনবীর দলে যোগ দিচ্ছেন। ম্যাচের আগেরদিন শেষ অনুশীলন দেখে মোলিনা তাঁকে খেলানোর সিদ্ধান্ত নেবেন।

তৃতীয় জয়ে শীর্ষে উঠলেন সুদীপরা

বাংলা-২০৬/৯
কেরল-১৮২ (৪৬.৫ ওভার)

হায়দরাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর : স্কোরবোর্ডে ১০১ রান তুলতেই ৭ উইকেট চলে যায় বাংলা দলের। এমডি নিধিশ (৪৬/৩), বাসিল থাম্পিদের (৩৯/২) দাপটে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন অভিষেক পোড়েল (৮), সুদীপ ঘরামি (৪), সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (১৩), অনুষ্টুপ মজুমদারের (৯) মতো প্রতিষ্ঠিত ব্যাটাররা। কণিষ্ক শেঠকে (৩২) প্রোমোশন দিয়ে ব্যাটিং অর্ডারে তুলে এনেও লাভ হয়নি। সেখান থেকেই কৌশিক মাইতিকে (২৭) নিয়ে ৬৯ রানের জুটিতে প্রতিরোধ গড়েন মূলত স্পিনার বলেই বঙ্গ ক্রিকেটে পরিচিত থাকা প্রদীপ্ত প্রামাণিকের (অপরাজিত ৭৪)। তাঁর ৩ বাউন্ডারি ও ৫ ছক্কায় সাজানো ইনিংসে ভর করে বাংলা ২০৬/৯ স্কোরে পৌঁছায়। এরপর বল হাতে মুকেশ কুমার (২৭/২) ও কৌশিক (২৫/২) কেরলকে প্রাথমিক ধাক্কা দেওয়ার পর বাকি কাজটা সেরে দেন সায়ন ঘোষ (৩৩/৫)। মাঝে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে বিপক্ষকে চাপে ফেলার কাজটা প্রদীপ্ত (৩৫/১) ভালোই সারেন। যার সামনে অধিনায়ক সলমন নিজার (৪৯) ছাড়া কেউই সেভাবে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। ৪৬.৫ ওভারে কেরল ১৮২ রানে অল আউট হয়।

২৭ রানে জিতে বিজয় হাজারে ট্রফিতে তৃতীয় জয়ের সঙ্গে সুদীপ ঘরামির নেতৃত্বাধীন বাংলা দল গ্রুপ 'ই'-তে শীর্ষে পৌঁছে গেল। ৪ ম্যাচ খেলে তাদের পয়েন্ট এখন ১৪। শুক্রবার সুদীপরা পরবর্তী ম্যাচে মুখোমুখি হবেন বিহারের।

৯৬ বলে ১৭০ রানের পথে পাঞ্জাবের অধিনায়ক অভিষেক শর্মা।

অনুশীলনে যোগ দিলেন মেহরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার থেকে মহমেডান স্পোমঙ্গলবার থেকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অনুশীলনে যোগ দিলেন নবনিযুক্ত সহকারী কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। অনুশীলনের মাঝপথে হেড কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গেল তাঁকে। পরে অনুশীলন শেষে তিনি বলেছেন, 'মহমেডানের সঙ্গে আমার পুরোনো সম্পর্ক। আমি কোচ চেরনিশভকে যতটা সম্ভব সাহায্য করব। দলের অধিকাংশ ফুটবলারের সঙ্গে আগে কাজ করেছি। ফলে কোনও সমস্যা হবে না।'

তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের ম্যাচ বাই ম্যাচ ধরে এগোতে হবে। আপাতত আমাদের লক্ষ্য নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচ থেকে পয়েন্ট নিয়ে ফেরা।' এদিন অনুশীলন চলাকালীন চোট পান গোলরক্ষক নিখিল ডেকা। তিনি আর অনুশীলন করেননি।

নর্থইস্ট শেষ ম্যাচে সোমবার মুম্বই সিটি এফসি-কে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। অ্যালাড্ডিন আজারাই জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি নিক্সনের।

মার্শের পাশে অজি হেডকোচ ম্যাকডোনাল্ড

নির্ণায়ক টেস্ট খেলতে সিডনিতে রোহিতরা

সিডনি, ৩১ ডিসেম্বর : বিদায় ২০২৪। স্বাগত ২০২৫। বর্ষবরণের রাত ঘিরে মেতে গোটা বিশ্ব। বাড়তি আকর্ষণ সিডনি হারবার ব্রিজ, অপেরা হাউসের আতশবাজির রোশনাই। দেশ-বিদেশ থেকে হাজারো মানুষ ভিড় জমায় যে উৎসবে শামিল হতে। বর্ষবরণের আবহে সিডনিতে উপস্থিত রোহিত শর্মা সহ ভারতীয় ক্রিকেট দল। চোখে মেলবোর্নের ব্যর্থতা, ভুলভ্রান্তি ঝেড়ে নতুন বছরে নতুন শুরুর ভাবনা।

রুদ্ধশ্বাস টক্করের পর একদম শেষ ল্যাপে পা হড়কে ম্যাচ উপহার দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। আক্ষেপ, হতাশা নিয়েই সিডনিতে পা। ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে সিরিজ বাঁচাতে জেতা ছাড়া রাস্তা নেই। জিততেই হবে পরিস্থিতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের টিকিট পাওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা বাঁচিয়ে রাখতে।

রোহিত, বিরাট কোহলির টেস্ট ভবিষ্যৎ, উইনিং কম্বিনেশন বেছে নেওয়ার সঙ্গে রয়েছে জসপ্রীত বুমরাহর ওয়ার্কলোডের বিষয়টিও। প্রথম চার ম্যাচ শেষে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে প্যাট কামিন্স ব্রিগেড। তবে সিডনিতে প্রত্যাঘাত মানে সিরিজ ড্র, গত দশ বছর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অপরাজিত থাকার নজির অক্ষুণ্ণ রাখা। মেলবোর্নের ব্যর্থতা ঝেড়ে সিডনিতে এক ঢিলে একাধিক শিকারের সুযোগ রোহিতদের সামনে।

সিডনি বিমানবন্দরে নেমে মেলবোর্নের হতাশা নয়, ফুরফুরে মেজাজেই পাওয়া গেল ভারতীয় দলকে। ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন মুখ নীতীশকুমার রেড্ডিকে নিয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত অন্যান্য যাত্রীদের উৎসাহও চোখে পড়ার মতো। আবদার মেনে বাড়িয়ে দেওয়া হাতে হাতও মেলালেন নীতীশ। দাঁড়িয়ে কথা বলতেও দেখা গেল। তারপর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সোজা টিমবাসে।

পানামা ক্যাপ পড়া ঋষভ পন্থ তুলনায় চুপচাপ। রোহিতের মুখেও হালকা হাসি। তবে মনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, সন্দেহ নেই। খবর, শুক্রবার শুরু নিউ ইয়ার টেস্টই হয়তো বিদায়ি টেস্ট হতে চলেছে। বিদায়ি মঞ্চ হোক বা সিরিজ বাঁচানো-অধিনায়ক রোহিত, ব্যাটার রোহিতের জন্য সিডনি টেস্টের গুরুত্ব অপরিসীম।

ক্রিকেটীয় ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়ার পাশাপাশি টিম ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথা জসপ্রীত বুমরাহর ওয়ার্কলোড। বক্সিং ডে টেস্টের পর রোহিতও যা স্বীকারও করে নেন। একইসঙ্গে জানান, স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে। সেই বুমরাহকে ব্যবহারের সুযোগ হাতছাড়া করা মুশকিল।

খবর, অজি সফরের পর লম্বা বিশ্রামে পাঠানো হবে বুমরাহকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম ওডিআই সিরিজে বুমরাহর সঙ্গে ছুটিতে সম্ভবত রোহিত, বিরাটও। ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যালেঞ্জ। তবে লম্বা অজি সফরের ধকল কাটাতেই সিনিয়ার ত্রয়ীকে সাময়িক ছুটিতে পাঠানোর ভাবনা। অপরদিকে, অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিডনি টেস্ট এক দশকের বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির খরা কাটানোর মঞ্চ। যে মঞ্চটাকে কোনওভাবে হাতছাড়া করতে নারাজ কামিন্সরা। অলরাউন্ডার মিচেল মার্শের ফর্ম ভাবাচ্ছে দলকে। ফিটনেসের কারণে বোলিং কম করছেন। ব্যাটিংয়েও প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড অবশ্য মার্শের পাশে দাঁড়ালেন। দাবি মার্শের সমালোচনা অযৌক্তিক। নিয়মিত বোলিং না করলেও ক্রমশ বোলিং-ফিটনেস ফিরে পাচ্ছেন। ব্যাটিং-ফর্ম নিয়ে বাড়তি চিন্তার কোনও কারণ দেখছেন না।

চিন্তায় রাখছে মিচেল স্টার্কের পিঠের সমস্যা। গতকাল বোলিংয়ের সময় অস্বস্তি ধরা পড়ছিল। জোশ হ্যাজেলউড ইতিমধ্যেই সিরিজের বাইরে। স্টার্ককে না পাওয়া গেলে অজি পেস ব্রিগেডের জন্য ধাক্কা হবে। সেক্ষেত্রে ঝেই রিচার্ডসন, সিন অ্যাবটের মধ্যে একজন হয়তো স্টার্কের পরিবর্ত হতে চলেছে। আছেন পেস-অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার, যাঁকে মার্শের সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে অনেকে চাইছেন। সিডনি কম্বিনেশনে শেষপর্যন্ত অজি টিমের চেহারা কী হতে চলেছে, সেটাই দেখার।

একরাশ চিন্তা নিয়ে সিডনি পৌঁছালেন গৌতম গম্ভীর।

বিজয়ে চারশো পার অভিষেকদের

প্রথম উইকেটের জুটিতে নজির

আহমেদাবাদ, ৩১ ডিসেম্বর : বিজয় হাজারে ট্রফিতে ৪০০ পার পাঞ্জাবের। সৌজন্যে অভিষেক শর্মা ও প্রভসিমরান সিংয়ের ঝোড়ো শতরান। মঙ্গলবার টস জিতে শুরুতে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় সৌরাষ্ট্র। ব্যাট হাতে ওপেনিং জুটিতেই ২৯৮ রান তোলে পঞ্জাব। যা টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম উইকেটে যুগ্ম সর্বাধিক স্কোর। ২০২২ সালে বাংলার সুদীপ ঘরামি ও অভিমন্যু ঈশ্বরণের অর্জন করা কৃতিত্বে এদিন ভাগ বসালেন পাঞ্জাবের দুই ব্যাটার।

এদিন পাঞ্জাব প্রথম উইকেট হারায় ৩১তম ওভারের শেষ বলে। প্রভসিমরান ফেরেন ব্যক্তিগত ১২৫ রানে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আউট হন অভিষেক (৯৬ বলে ১৭০)। মাঝে আনমোলপ্রীত সিং, নেহাল ওয়াধেরারা দ্রুত ফিরলেও শেষদিকে আনমোল মালহোত্রা (অপরাজিত ৪৮) ও সনভীর সিংয়ের (অপরাজিত ৪০) ব্যাটে পাঞ্জাব ৫ উইকেটে ৪২৪ রান তোলে পাঞ্জাব। বিজয় হাজারে ট্রফিতে নবম দল হিসাবে ৪০০-র বেশি স্কোর করল পাঞ্জাব। টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রানের তালিকায় এই ইনিংস রয়েছে যুগ্মভাবে পাঁচ নম্বরে।

এদিকে, রান তাড়া করতে নেমে শেষপর্যন্ত চোয়াল চাপা লড়াইয়ে ৩৬৭ রান তুলল সৌরাষ্ট্র। ৮৮ বলে শতরান করেন অর্পিত ভাসভাদা। ৫৯ রান হর্ভিক দেশাইয়ের। অধিনায়ক জয়দেব উনাদকাতও ৩৭ বলে ৪৮ রানের লড়াকু ইনিংস খেলেন। বাকিরা চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ৫৭ রানে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পাঞ্জাব।

বিজয় হাজারেতে সর্বাধিক রানের ইনিংস

দল	স্কোর (সাল)
তামিলনাড়ু	৫০৬ (২০২২)
মুম্বই	৪৫৭ (২০২১)
মহারাষ্ট্র	৪২৭ (২০২৩)
বাংলা	৪২৬ (২০২২)
মধ্যপ্রদেশ	৪২৪ (২০২২)
পাঞ্জাব	৪২৪ (২০২৪)

অবনমনের আশঙ্কা লাল ম্যাঞ্চেস্টারে

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩১ ডিসেম্বর : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে ভাবতে হচ্ছে অবনমনের কথা। শুনে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই পরিস্থিতি। সোমবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে ২-০ গোলে হারের পর সেই আশঙ্কা আরও ঘিরে ধরেছে রেড ডেভিলসকে।

রুবেন অ্যামোরিম দায়িত্ব নেওয়ার পর আশার আলো দেখেছিলেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের সমর্থকরা। কিন্তু কোথায় কী! কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই একই ছবি। ইপিএলে শুধু ডিসেম্বরেই ছয়টি ম্যাচ হেরেছে তারা। সোমবার ম্যাচে প্রথম কুড়ি মিনিটের মধ্যেই জোড়া গোল হজম করে অ্যামোরিম ব্রিগেড। চতুর্থ মিনিটে নিউক্যাসলকে এগিয়ে দেন আলেকজান্ডার ইসাক। ১৯ মিনিটে অ্যান্টোনি গর্ডনের ক্রস থেকে হেডারে লক্ষ্যভেদ জোয়েলিন্টনের। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডও অবশ্য সুযোগ পেয়েছিল। গোলের উদ্দেশ্যে ১০টি শট নিলেও একটিও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ক্যাসেমিরো, রাসমাস হোজলুন্ডরা। হ্যারি ম্যাগুয়েরের একটি হেড পোস্টে প্রতিহত হয়। এদিন হারের পর ইউনাইটেডের লিগ টেবিলে প্রথম পাঁচে থাকার সম্ভাবনাও কার্যত শেষ হয়ে যায়।

প্রিমিয়ার লিগে অবনমনের আওতায় থাকা দলগুলির সঙ্গে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের পয়েন্টের পার্থক্য ৭। তবে ইউনাইটেড যেভাবে একের পর এক ম্যাচে পয়েন্ট খোয়াচ্ছে তাতে এই ধারা চলতে থাকলে সামান্য ব্যবধানটাও হয়তো কয়েকদিন পর থাকবে না। সেকথা মেনে নিয়েছেন দলের কোচ অ্যামোরিমও। হতাশাজনক পারফরমেন্সের পর তিনি বলেছেন, 'বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের সামনের লড়াইটা অবনমন বাঁচানোর। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ইতিহাসে এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন সময়। তবে যেভাবেই হোক এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের বেরোতে হবে।' দলের এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্য নিজের দায়ও এড়াচ্ছেন না রুবেন অ্যামোরিম। অকপটে স্বীকার করে নেন, 'এতে আমারও ভুল আছে। ইউনাইটেড কোচ হিসাবে এতগুলো ম্যাচ হারা লজ্জার। আমাদের লড়াইটা চালিয়ে যেতে হবে।' এদিকে এদিন ইপসউইচ টাউনের কাছে ২-০ গোলে হেরে গিয়েছে চেলসি। এই নিয়ে টানা দুই ম্যাচ হেরে পয়েন্ট টেবিলে চার নম্বরে নেমে গেল তারা।

সব প্রতিযোগিতায় মিলিয়ে টানা চতুর্থ হার চাপ বাড়াচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কোচ রুবেন অ্যামোরিমের।

মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ রেখে গোলের লক্ষ্যে বাংলা

বাংলা – ০ কেরল – ০
(৩০ মিনিট পর্যন্ত)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ ডিসেম্বর : প্রথম মিনিট থেকেই বলের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কাছে রাখতে ফাইনালে প্রথম একাদশে বেশ কিছু পরিবর্তন আনেন বাংলা দলের কোচ সঞ্জয় সেন। রবি হাঁসদাকে সিঙ্গল স্ট্রাইকার হিসাবে খেলান। প্রথম একাদশে রাখেননি নরহরি শ্রেষ্ঠা ও ইসরাফিল দেওয়ানকে। মাঝমাঠের দখল নিতে সঞ্জয় শুরু থেকে একইসঙ্গে খেলালেন চাকু মান্ডি, সুপ্রদীপ হাজরা ও আদিত্য থাপাকে। ফলে প্রথম মিনিট থেকেই কেরল রক্ষণকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে বাংলার ছেলেরা। যদিও তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি।

আসলে কেরল চেষ্টা ছোট ছোট পাস থেকে ফায়দা তুলতে। মূলত দুই প্রান্ত থেকে আক্রমণে ঝড় তোলার পরিকল্পনা ছিল তাদের। একইসঙ্গে গতিতেও বারবার বাংলার ফুটবলারদের টেক্কা দিচ্ছিল দক্ষিণের দলটি। যদিও প্রথম ৩০ মিনিটে সঞ্জয়ের দলের রক্ষণের সামনে বিশেষ সুবিধা করতে উঠতে পারেননি নসিব রহমান, মুহাম্মদ আজসালরা। ১৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া তাদের একটি শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আরেকদিকে ২৩ মিনিটে সংগঠিত আক্রমণ থেকে বক্সের ঠিক সামনে বল পান রবি হাঁসদা। যদিও শট তেকাঠিতে রাখতে ব্যর্থ তিনি।

বাংলার প্রথম একাদশ

সৌরভ, বিক্রম, জুয়েল, অয়ন, রবিলাল, চাকু, সুপ্রদীপ, আদিত্য, মনোতোষ, আবুসুফিয়ান ও রবি।

উত্তরের খেলা

অভিজিতের ৬ উইকেট

রায়গঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেটে মঙ্গলবার অজয় সংঘ ৪২ রানে নেতাজি পাঠাগারকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে প্রথমে অজয় ১৭ ওভারে ৪ উইকেটে ১১১ রান তোলে। রাজেশ সাহা ৫৩ রান করেন। মহম্মদ জালালউদ্দিন ১৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে নেতাজি ১৭ ওভারে ৯ উইকেটে ৬৯ রানে আটকে যায়। পুলক সিংহ ১৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ ভট্টাচার্য ১২ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর অভিজিৎ ভট্টাচার্য (ডানে)। -রাহুল দেব।

অন্য ম্যাচে বিদ্রোহী ৪৮ রানে রায়গঞ্জ অ্যাকর্ডের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে বিদ্রোহী ১৭ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৫ রান তোলে। আশিস মজুমদার ৫৬ রান করেন। রীতেশ চৌধুরী ও রোহিত বাসফোর ৩ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে অ্যাকর্ড ১৭ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর সাহা ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ডিভিশনের প্রথম সেমিফাইনালে খেলবে ঐক্য সম্মিলনী ও ডাক্তার একাদশ। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে নেতাজি পাঠাগার ও দিনাজপুর ইয়াং স্পোর্টিং ক্লাব।

বিএসটিটিএ কমিটিতে সুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩১ ডিসেম্বর : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসটিটিএ) ভেটারেন্স কমিটি সোমবার গঠিত হল। কমিটিতে জয়েন্ট চেয়ারম্যান হয়েছেন শিলিগুড়ির সুব্রত রায়। তাঁর সঙ্গেই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ভাগ করে নেবেন সুব্রত দে। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে শিলিগুড়ির প্রসেনজিৎ বসুকে। ১১ জনের কমিটিতে শিলিগুড়ি থেকে এছাড়াও জায়গা করে নিয়েছেন সৌমেন ঘোষ ও কৌশিক মিত্র। চারজনই তাঁরা প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। কমিটির মেয়াদ ২০২৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত।

সেমিতে কিংস

গঙ্গারামপুর, ৩১ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর ইমার্জিং ক্রিকেট লিগে সেমিফাইনালে উঠল কলেজ মোড় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও কালিকামোরা সুপার কিংস। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে কলেজ মোড় ৬ উইকেটে চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে চিত্তরঞ্জন ৮ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৮ রান তোলে। অপূর্ব ভৌমিক ২০ রান করেন। ম্যাচের সেরা শ্রীপতি বসাক ১৫ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে কলেজ মোড় ৭ ওভারে ৪ উইকেটে ৭৯ রান তুলে নেয়। রানা বিশ্বাস অপরাজিত ২৫ রান করেন। সাহারব হোসেন ১২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে কালিকামোরা ১৩ রানে চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে কালিকামোরা ৭ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৫ রান তোলে। উত্তম মাহাতো ৫১ রান করেন। অষ্টগোপাল মহন্ত ১৮ রানে নেন ৩ উইকেট। জবাবে চিত্তরঞ্জন ৭ ওভারে ৭ উইকেটে ১০২ রানে আটকে যায়। বিজয় থাপা ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা রুবেল রানা ২৩ রানে নেন ৫ উইকেট।

সুজিতের দাপট

তুফানগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার রসিকবিল বড় শালবাড়ি বয়েজ ক্লাব ১৬৮ রানে তুফানগঞ্জ মাস্টার্সকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে রসিকবিল ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২১৪ রান তোলে। সুমন বর্মন ৫২ ও সুজিত বিশ্বাস ৪৭ রান করেন। সুপ্রিয় বসাক ৪৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে মাস্টার্স ১৬.৫ ওভারে ৪৬ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা সুজিত বিশ্বাস ৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। বুধবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও বারোকোদালি নেতাজি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।

সেরা এসএসএম

কুমারগঞ্জ, ৩১ ডিসেম্বর : মুর্মু কেডি বয়েজের আট দলীয় নক আউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল এসএসএম কাকাভাস্তা দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে গঙ্গারামপুর এএস ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নরা ম্যানুয়েল মুর্মু ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ১০ হাজার টাকা। রানার্সদের দেওয়া হয়েছে ট্রফি ও আট হাজার টাকা।